উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 5 December 2023 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in MLD

মিচায়ের জেরে বানভাসি চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে মৃত পাঁচ

দশের পাতায়

মণিপুরে নয়া সংঘর্ষে ১৩টি দেহ উদ্ধার

দশের পাতায়

ফরাক্কার বল্লালপুর ওভারব্রিজ লাগোয়া আপ লেনে লরি ও ইঞ্জিনের সংঘর্ষের মুহূর্ত। -সংবাদচিত্র

লরিতে ধাক্কা লাগায় ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুনে আতঙ্ক

দুর্ঘটনার কবলে আপ রাধিকাপুর

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ৪ ডিসেম্বর : রাত তখন দেড়টা। একটি বালিবোঝাই লরি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফরাক্কার নিকটবর্তী বল্লালপুর ওভারব্রিজ লাগোয়া জাতীয় সড়কের আপ লেন থেকে সোজা গড়িয়ে চলে আসে নীচে দিয়ে যাওয়া রেললাইনের উপরে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওই লাইনেই এসে পড়ে আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস। এমার্জেন্সি ব্রেক কষে ট্রেন দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন ট্রেনের চালক। কিন্তু লাইনের উপরে চলে আসা লরির পিছনের অংশে ইঞ্জিনের জোর ধাক্কা লাগে। এরপরে দাঁড়িয়ে পড়ে ইঞ্জিনটি। ভেঙে যায় লাইনের বেশ কিছু স্লিপার। সরে গেছে পাথর।

শুরু হয়ে যায় হুড়োহুড়ি। ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ায় নেমে আসেন যাত্রীরা। তাঁরা লক্ষ করেন ইঞ্জিন থেকে আগুন ও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। অনেকেই আতঙ্কে এদিক ওদিক ছুটতেও থাকেন। ইঞ্জিনে আগুন দেখে আরও আতঙ্কিত হয়ে উঠেন যাত্রীরা।

যদিও শেষ পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। ১৩ ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

তবে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড শব্দ শুনে গ্রামের মানুষ এলাকায় আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ফরাক্কা থানার আইসি সহ পুলিশবাহিনী। আসেন এসডিপিও, পুলিশ সুপার, মালদা থেকে যান রেলের সিনিয়ার ডিসিএম সহ রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

সোমবার সকালে গিয়ে দেখা গেল বিক্ষিপ্তভাবে কিছু মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন ঘটনাস্থলে। রয়েছেন আরপিএফ, রাজ্য পুলিশ সহ রেলকর্তারাও। দেখা যায় ইঞ্জিনের ধাক্কায় লরি বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে পড়েছে। ফলে বেশ কিছু স্লিপার ভেঙে গিয়েছে। সরে গিয়েছে লাইনে থাকা পাথর। তবে দেখা যায় ইঞ্জিনের দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া সামনের অংশ গ্যাস কাটার দিয়ে কেটে ইঞ্জিনের চাকাকে লাইনে উঠানোর চেষ্টা চলছে।

ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরেই থাকেন রেকসানা বিবি। তিনি জানান, ‘গভীর রাতে বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হল বোম ফাটল। বাইরে এসে দেখি একটা লরি উলটে আছে। একটা ট্রেনও রয়েছে।’

রাত দেড়টা

- বালিবোঝাই ট্রাক জাতীয় সড়কের আপ লেন থেকে সোজা চলে আসে রেললাইনের উপরে
- ওই লাইনে এসে পড়ে আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস। তখন ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন ট্রেনচালক
- কিন্তু লাইনের উপরে চলে আসায় লরির পেছনের অংশে ইঞ্জিনের জোর ধাক্কা লাগে
- ভেঙে যায় লাইনের বেশ কিছু স্লিপার। সরে যায় পাথর। হুড়োহুড়ি পড়ে যায় নামার জন্য
- যাত্রীরা লক্ষ করেন, ইঞ্জিন থেকে আগুন ও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আতঙ্ক বাড়তে থাকে

অপর এক বাসিন্দা বুলবুল রহমানের দাবি, ‘রেলের চালক এমার্জেন্সি ব্রেক কষাতেই যাত্রীরা সবাই রক্ষা পেয়েছেন। উপরে বড় গার্ডওয়াল থাকলে হয়তো গাড়িটা নীচে পড়ত না।’ সামসীর বাসিন্দা অভিজিৎ মণ্ডল বলেন, ‘ভাগ্যিস রেলের চালক এমার্জেন্সি ব্রেক কষে থামিয়েছেন, তাই ট্রেনটা পালটি খায়নি।’ অপর এক যাত্রী কালিয়াগঞ্জের মেহেবুব আলম জানান, ‘ইঞ্জিনে আগুন দেখে

এরপর আটের পাতায়

কামরার দরজা বন্ধ করে রাত কাটালেন যাত্রীরা

অনির্বাণ চক্রবর্তী ও দীপঙ্কর মিত্র

কালিয়াগঞ্জ ও রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে থাকলেন রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের যাত্রীরা। কী করে যে রাত পার হয়েছে, তা ভেবেই শঙ্কিত তাঁরা। রবিবার রাতের কথা ভুলতে পারছেন না কেউই।

ওই ট্রেনের যাত্রী ছিলেন নৈহাটির বাসিন্দা সঞ্জীব সাহ। যদিও তিনি পেশা সূত্রে কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা। সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বলেন, ‘রাত সোয়া একটা নাগাদ ভয়ংকর আওয়াজে আমার খুব ভেঙে যায়। আমি এস-৭ এর লোয়ার বার্থে ঘুমিয়েছিলাম। বাইরে বের হয়ে দেখি, ট্রেনটি ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমাদের কামরার দরজার সামনে একটি বালুবোঝাই লরির সামনেটা দুমড়ে মুচড়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলাম, দুর্ঘটনা কিছু ঘটেছে।’

তিনি আরও দাবি করেন, ‘আমাদের বগির চাকা লাইনচ্যুত হয়ে মাটিতে নেমে গিয়েছিল। জেনারেল কামরার কিছু মানুষ আহত হয়েছেন। কয়েকজনের হাত ভেঙে গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর এলাকার আশপাশ থেকে প্রচুর মানুষ জমায়েত শুরু করেছিল। আমরা ভয়ে কামরার দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দুর্ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। পরে গঙ্গারামপুরগামী একটি বাসে করে কোনওরকমে বুনিয়াদপুর পর্যন্ত এলাম। সেখান থেকে বাস ধরে কালিয়াগঞ্জে এসেছি।’

দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও ঘটনা না ঘটলেও চোখের সামনে ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ায় আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে পারছেন না যাত্রীরা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনে ছিলেন রায়গঞ্জের বাসিন্দা তথা গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের নার্সিং স্টাফ অর্পিতা গাঙ্গুলি দত্ত।

এরপর আটের পাতায়

বিরোধীরা নেতিবাচক, কটাক্ষ মোদির

‘মানুষের নয়, কংগ্রেসের হার’

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বিরোধীদের কোণঠাসা করার মোক্ষম সুযোগ কি কেউ ছাড়ে? নরেন্দ্র মোদিও ছাড়লেন না। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দিতে গিয়ে কটাক্ষে বিঁধলেন বিরোধীদের। তাঁর ভাষায় নেতিবাচকতা ছাড়া বিরোধীদের কাছে আর কোনও অস্ত্র নেই। প্রধানমন্ত্রী যখন সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন মিজোরামের ফলাফল পুরোটা সামনে আসেনি।

রবিবারের ৩-১ স্কোরে বলীয়ান প্রধানমন্ত্রী মিজোরামের তোয়াক্কা করেননি। উত্তর-পূর্বের ওই রাজ্যে তাঁর দলের শোচনীয় ফল হলেও তার উল্লেখ মাত্র ছিল না মোদির কথায়। তিনি বরং কেন্দ্রের ক্ষমতায় বিজেপি হ্যাটট্রিক করতে চলেছে বলে আশার আলো দেখিয়েছেন। তিনটি রাজ্যের (রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ) সরকারে আসা নিশ্চিত হওয়ায় মোদির ভাষায়, ‘এই হ্যাটট্রিক বলে দিচ্ছে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারও হ্যাটট্রিক করতে চলেছে।’

তাঁর সোমবার সংসদ চত্বরের সাংবাদিক বৈঠকজুড়ে ছিল বিরোধীদের প্রতি ব্যঙ্গ ও নিন্দা। তাঁর কথায়, ‘গত ৯ বছর ধরে আপনারা শুধু নেতিবাচক আচরণ করেছেন। সেই অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে এবার ইতিবাচক বার্তা দিন।’ তাচ্ছিল্যের সুরে এরপর প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দেন, ‘এভাবে আপনাদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনোভাব বদল হতে পারে।’ দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কংগ্রেস ব্যস্ত ছিল ফলাফল বিশ্লেষণে। রাজস্থান ও ছত্তিশগড় হাতছাড়া হওয়া তাদের পক্ষে বড় ধাক্কা তো বটেই। এই বিপর্যয় সামলানোর কৌশল স্থির করার আলোচনায় সোনিয়া গান্ধির

এরপর আটের পাতায়

কথায় কথায়

শুধু বিজেপি নয়, ফলে খুশি কংগ্রেসের জোটসঙ্গীরাও

আশিস ঘোষ

চার রাজ্যে ভোটের ফলে কেবল বিজেপির নেতা-কর্মীরাই কি খুশি হয়েছে? ইন্ডিয়া জোটের অন্য শরিকরাও কি আড়ালে খুশি নয়? চার রাজ্যে বিজেপিকে হারাতে পারলে জোটে কংগ্রেসের দাদাগিরি যে বহুগুণ বেড়ে যেত তাতে সন্দেহ কোথায়। লোকসভার আসন ভাগাভাগিতে কংগ্রেস কথা বলত গলা চড়িয়ে বাকিদের পাত্তাই দিত না।

জিতলে একরকম। এখন সোজাসুজি প্রশ্ন উঠে যাবে জোটের মুখ কে হবেন তা নিয়ে। বাকি শরিকরা ইতিমধ্যেই কেউ নীতীশ, কেউ মমতা, কেউ কেজরিওয়ালের নাম তুলছে। রেখেঢেকে নয়, খোলাখুলি। সময় গড়ালে সে আওয়াজ বাড়বে বই কমবে না। বিশেষ করে যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী নরেন্দ্র মোদি। লড়াই হবে মোদির সঙ্গে বাকিদের। এমন সর্বগ্রাহ্য নেতা হতে পারবেন রাহুল গান্ধি? কিংবা অন্য কেউ?

দীর্ঘ এক দশক দিল্লির মসনদের বাইরে থাকার পর ঝিমিয়ে পড়া কংগ্রেস অতি সম্প্রতি কর্ণাটক, হিমাচল জয়ের সুবাদে বেশ খানিকটা চাঙ্গা হয়েছিল। তার আগে রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রায় লোকসমাগমের পর কংগ্রেস গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে না উঠতেই এই বিপর্যয়। এটা সামাল দিয়ে একমাত্র তেলেঙ্গানা জয়ের মেডেল বুকে জড়িয়ে আগের মতো চেহারায় কংগ্রেস ফিরতে পারবে কি। সেমিফাইনালেই এই অবস্থা দেখে ফাইনালে ভিক্টরি স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো তাদের কপালে আছে বলার মতো গলার জোর অবশিষ্ট থাকবে তো?

বিপদ আরও আছে। এখন থেকেই বিজেপি যেভাবে পুরোপুরি হিন্দুত্বের তাস হাতে বিপুল উদ্যমে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বে তার মোকাবিলায় জাত গণনার চাল শেষপর্যন্ত কাজ দেবে তো? অন্তত এই ভোটে যে তা কাজে দেয়নি তা তো বোঝাই যাচ্ছে। ফলে মণ্ডল-কমণ্ডলের পুরোনো অঙ্কটা এবারেও বিজেপিকে বেগ দেবে কি না তা অনিশ্চিত। বহু রাজ্যেই কংগ্রেস দুর্বল। শুধু তেলেঙ্গানা দিয়ে আগের মতো দাপট দেখানো যাবে না। আঞ্চলিক দলের কাছে সুর আরও নরম করতে হবেই তাদের। সিট বোঝাপড়ায় বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়তে হবে কংগ্রেসকে।

অথচ চার রাজ্যের ভোটের ভালো ফলের পর দরকষাকষিতে বাড়তি সুযোগ পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে তিন মাস জোটকে ভুলেই ছিল কংগ্রেস। শরিকরা তাড়াতাড়ি আসন বোঝাপড়া সেরে নেওয়ার জন্য চাপ দিলেও নড়ানো যায়নি তাদের। উলটে তারা কোনও রাজ্যে অন্য শরিকদের একটাও সিট ছাড়তে চায়নি। এই যেমন মধ্যপ্রদেশের কমল নাথ তাচ্ছিল্য করে সমাজবাদী পার্টির মাত্র ৬টি সিটের দাবি উড়িয়ে বলেছিলেন, ‘কে অখিলেশ! ওইসব অখিলেশ-ভকিলেশের কথা জানি না।’ একটাও সিট ছাড়া হয়নি তাদের। হারের পর এবার তাঁর গলায় সে জোর থাকবে তো?

ভোটের রেজাল্ট বেরোনোর পর আস্তে ধীরে সুর চড়াতে শুরু করেছে অন্যরা।

এরপর আটের পাতায়

তৃণমূল নেতৃত্ব জেলে যাবে, সংসদে ধর্মেন্দ্র

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ও পুলকেশ ঘোষ

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : বঙ্গ বিজেপির বরাবরের অভিযোগ, তৃণমূল দল এবং সরকার আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে আছে। সেই অভিযোগ মান্যতা পেল সংসদে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন লোকসভায় দাঁড়িয়ে। তাঁর বিস্ফোরক মন্তব্য, ‘আমি সংসদে অন রেকর্ড বলছি, মিড-ডে মিলে ৪ হাজার কোটি টাকা তছরুপ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।’ জিরো আওয়ারে লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার উল্লেখ করায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কড়া ভাষায় জবাব দেন।

ধর্মেন্দ্র সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে তৃণমূল সরকারের নাম উচ্চারণ করে অভিযোগ করেন, ‘ওরা গরিবের টাকা লুট করে। পার্টিবাজিতে খরচ করেন। ওদের হাফ ডজন মন্ত্রী জেলে আছেন। ওদের শিক্ষামন্ত্রীও জেলে।’ সুদীপের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এরপর বিস্ফোরক বক্তব্য ছিল, ‘ওঁদের ভয় যে, ওঁদের নেতৃত্ব জেলে যাবেন। সেই ভয়ে ওঁরা লোকসভার সময় নষ্ট করছেন।’

নেতৃত্ব বলতে স্পষ্ট কিছু না বললেও বোঝা যাচ্ছে যে শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। গোবলয়ের তিন রাজ্যে রবিবার বিজেপির বিপুল জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তে বাংলার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হুমকি দিয়েছিলেন, রাজ্যে এবার জানিয়ে সাঁড়াশি অভিযান শুরু হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায় সেই অভিযানের আভাস পাওয়া গেল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। তিনি লোকসভায় বলেন, ‘ভারত সরকার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। সবকিছু বেরিয়ে আসবে।’

সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যত এই হুমকির দিনই কলকাতায় রাজ্য বিধানসভায় নিজের দপ্তরে বসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু মন্তব্য করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মে মাস থেকে আর বিধানসভায় আসতে পারবেন না। ৫০-৬০ জন বিডিও সহ তাঁকে জেলে যেতে হবে। মিড-ডে মিলের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ নিয়ে রাজ্য সরকার যে দুর্নীতি করেছে, বছরখানেক আগে জানানো তাঁর সেই অভিযোগের সত্যতা বাংলায় এসে বুঝতে পেরেছে কেন্দ্রের রিভিউ কমিটি।

শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্র শোকজ করায় রাজ্য সরকার যে জবাব দিয়েছে, তা সন্তোষজনক নয়। এজন্য সিবিআই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পরামর্শে এফআইআর রুজু করেছে। লোকসভায় তৃণমূলের

এরপর আটের পাতায়

> মিড-ডে মিলে ৪ হাজার কোটি টাকা তছরুপ করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ওদের হাফ ডজন মন্ত্রী জেলে। ওদের শিক্ষামন্ত্রীও জেলে। ওদের ভয় যে, ওদের নেতৃত্ব জেলে যাবেন।
>
> — ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী

> কদর্য রাজনীতি করলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। এটা সংখ্যাগরিষ্ঠতার বেনজির আস্ফালন, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার প্রয়াস।
>
> — সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল সাংসদ

> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মে মাস থেকে আর বিধানসভায় আসতে পারবেন না। ৫০-৬০ জন বিডিও সহ তাঁকে জেলে যেতে হবে।
>
> — শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপি বিধায়ক

একনজরে

মিজোরামে পালাবদল

চার রাজ্যে ফলাফলের পর এবার সবার চোখ মিজোরামের দিকে। দলগঠনের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্য সরকার গঠনের পথে জোরাম পিপলস মুভমেন্ট। সোমবার ভোটগণনার পর থেকেই পরিষ্কার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারে নতুন রাজনৈতিক দল। এদিকে, তিন রাজ্যে হারের পর মিজোরাম থেকেও শূন্য হাতেই ফিরতে হবে কংগ্রেসকে। মাত্র একটি আসন পেতে চলেছে তারা।

বিস্তারিত দশের পাতায়

মিড-ডে মিলে পোকা ভরা ডাল

শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের মিড-ডে মিলের মজুত ডালে থিকথিক করছে পোকা। সেই ডালই রান্না করে দেওয়া হয়েছে পড়ুয়াদের। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল-১ ব্লকের সাঞ্জীব শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে। এনিয়ে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবকরা। তাঁদের প্রশ্ন, এই ডাল খেলে বাচ্চারা কি সুস্থ থাকত? শিক্ষিকারা এত উদাসীন কেন!

বিস্তারিত চারের পাতায়

ক্লাবের জমিতে বোর্ড, রায়গঞ্জে গ্রেপ্তার এক

শুটআউটে নিহত এক

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : ফের শুটআউট রায়গঞ্জে। ক্লাবের জমিতে বোর্ড লাগানোকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠল। যা নিয়ে রবিবার গভীর রাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে রায়গঞ্জ থানার বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের লহুজ গ্রাম সংলগ্ন ভুলকাই গ্রামে।

যদিও মূল অভিযুক্তকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃতের নাম লালুয়া শেখ (৫৫)। বাড়ি ভুলকাই গ্রামে। অভিযুক্তের মহম্মদ সুলেমান। পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, ‘এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/১২০(বি) সহ অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।’ সোমবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন।

লালুয়া শেখের বাড়ি সংলগ্ন একটি ভেস্টের জমি রয়েছে। সেই জমিতে সুলেমান ও তাঁর দলবল দিন ছয়েক আগে একটি সাইনবোর্ড লাগায়। সেই সাইনবোর্ডটি তুলে দেয় লালুয়া শেখ। এই নিয়েই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত। গণ্ডগোলের দিনই অভিযুক্ত গ্রামবাসীদের সামনে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছিলেন লালুয়া শেখকে। যা নিয়ে উত্তেজনা বাড়ছিল এলাকায়।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, রবিবার রাত দশটা নাগাদ কাপড়ে মুখ বাঁধা ২ দুষ্কৃতী লালুয়া শেখের পিঠে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। গুলির বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় গ্রামবাসীদের। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে

এরপর আটের পাতায়

কেন বিবাদ

- লালুয়া শেখের বাড়ি সংলগ্ন ভেস্ট জমিতে সুলেমান ও তাঁর দলবল দিনছয়েক আগে একটি সাইনবোর্ড লাগায়
- সেই সাইনবোর্ড খুলে নেওয়া নিয়ে সুলেমান প্রকাশ্য খুনের হুমকি দেয়
- অভিযোগ, কাপড়ে মুখ বাঁধা ২ দুষ্কৃতী লালুয়া শেখের পিঠে গুলি করে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি

রসিকবিলে বুনোদের দত্তক নেওয়া শুরু

মেছোবিড়াল পোষ্য নিলেন এসপি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৪ ডিসেম্বর : আপনি কি ঘড়িয়াল, হরিণ দত্তক নিতে চান? এবার আপনাকে সেই সুযোগ করে দেবে কোচবিহার বন দপ্তর। তাই বলে দত্তক নেওয়া বন্যপ্রাণীকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন না। তবে পশুটির সঙ্গে দেখা করতে চাইলে কোচবিহারের রসিকবিলে মিনি জু-তে আসতেই পারেন। শুধু হরিণ বা ঘড়িয়াল নয়, ময়ূর, পাইথন, চিতাবাঘ, ম্যাকাও, ফ্রিজেন্ট পাখিও দত্তক নিতে পারেন।

সোমবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল মিনি জু-তে স্টেট অ্যানিমাল মেছোবিড়ালের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিলেন সস্ত্রীক কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার। এদিন জেলা বন বিভাগের তরফে রসিকবিলে আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী রোশনি দাস ভট্টাচার্যের হাতে ভরণপোষণের চুক্তিপত্র তুলে দেন জেলা বন বিভাগের ডিএফও ওম্ভেল পি ভুটিয়া। এক বছরের জন্য প্রাণীটির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁরা। এর জন্য কোচবিহার বন দপ্তরকে বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা দিতে হবে তাঁদের। মেছোবিড়ালের দত্তকের বিষয়টি এনক্লোজারের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

সোমবার রসিকবিলে সস্ত্রীক পুলিশ সুপার।

এ ব্যাপারে জেলা বন বিভাগের এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'রাজ্য জু অথরিটির গাইডলাইন মেনে এই প্রথম রসিকবিলে মেছোবিড়াল দত্তক দেওয়া হয়েছে।'

অন্যদিকে দ্যুতিমান জানান, বন্যপ্রাণীদের প্রতি ভালোবাসার টানেই তিনি এবং তাঁর স্ত্রী মেছোবিড়ালটিকে দত্তক নিয়েছেন। প্রাণীটির খোঁজ নিতে তাঁরা মাঝেমধ্যেই রসিকবিলে আসবেন। এর আগেও তাঁরা আলিপুর চিড়িয়াখানায় স্ট্রাইপড হায়না এবং বর্ধমানের রমনা বাগান মিনি জু- তে সবুজ ইগুয়ানা দত্তক নিয়েছিলেন।

> রাজ্য জু অথরিটির গাইডলাইন মেনে এই প্রথম রসিকবিলে মেছোবিড়াল দত্তক দেওয়া হয়েছে।
>
> **– বিজনকুমার নাথ,** জেলা বন বিভাগের এডিএফও

জু অথরিটির গাইডলাইন মেনে মিনি জু কর্তৃপক্ষের তরফে পশুপাখিদের দত্তক নেওয়ার জন্য একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। রসিকবিলের দুটি চিতাবাঘ দত্তক নেওয়ার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দিতে হবে। ১৯১টি চিতল হরিণের জন্য বছরে দশ হাজার টাকা, ১১টি ঘড়িয়াল ও পাইথনের জন্য ১৫ হাজার টাকা করে এবং ম্যাকাও ও আমেরিকান ফ্রিজেন্টের জন্য যথাক্রমে ১০ হাজার ও সাত হাজার টাকা করে দিতে হবে।

এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কোচবিহার পরিবেশপ্রেমী হিলের সদস্য অর্ঘেন্দু বণিক। তিনি বলেন, 'রসিকবিলে অনেক বছর ধরে এই প্রথা চালু থাকলেও বাস্তবে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। এতে পশুপাখির দেখাশোনার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠবে। এভাবেই পশুদের দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে সবার এগিয়ে আসা উচিত।'

কোচবিহার বন বিভাগের এডিএফও বিজনকুমার নাথ, রেঞ্জ অফিসার রানা রহমান, বক্সিরহাট থানার ওসি এমডি শাহবাজ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রিন জোনের উদ্যোগ ডুয়ার্সে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : ডুয়ার্সের পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে গ্রিন জোনে রূপ দিতে প্লাস্টিক ফ্রি করার উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। জেলার ব্লক ও পঞ্চায়েতগুলিকে পাশে নিয়ে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট করে গ্রিন জোনের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে চায় জেলা পরিষদ। সেইসঙ্গে বন দপ্তর, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় পঞ্চায়েতদের নিয়েই ডুয়ার্সের পর্যটনকেন্দ্রে প্লাস্টিকজাত সামগ্রী ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নিচ্ছে জেলা পরিষদ। সোমবার জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ এই খবর দেন। বোর্ড গঠনের পর প্রথম পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য স্থায়ী সমিতির বৈঠকে ৯ কোটি টাকা অনুমোদন করিয়ে নিল জেলা পরিষদের এই দুই স্থায়ী সমিতি।

জেলা পরিষদের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৮০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পাঁচটিতে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। ৩৩টি পঞ্চায়েতে কাজ চলছে। এবার প্লাস্টিক রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জেলার ৮০টি পঞ্চায়েতের ৩৯৭টি গ্রামকে মডেল গ্রাম করা হচ্ছে। যেখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প এবং প্লাস্টিক বর্জিত গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে মহুয়া গোপ জানান। এই পরিকল্পনা সরকারিভাবে পঞ্চায়েত এলাকায় আগামী মার্চের মধ্যে রূপায়িত করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। এছাড়া ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি, চালসা, মেটেলি, বাতাবাড়ি, মূর্তি, ধূপঝোরা, রামশাই সহ একাধিক জায়গায় প্লাস্টিক ফ্রি জোন ঘোষণা করে গ্রিন জোনের পরিকল্পনা রূপায়িত করা হবে। প্লাস্টিকজাত কোনও কিছুই পর্যটনকেন্দ্র ও পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যবহার চলবে না। এজন্য বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেই এই উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পূর্ত দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম বলেন, 'পূর্ত স্থায়ী কমিটি এবার থেকে গ্রামাঞ্চলের কালভার্ট তৈরি করতে পারবে। আমরা লাটাগুড়ির নেওড়া নদীর লালপুল এলাকাকে পিকনিক স্পট হিসেবে গড়ে তুলব। পাশাপাশি গ্রামীণ রাস্তাঘাট সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

চলচ্চিত্র

নামী শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। বয়স ৮-৬৫। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 7595865299. (C/108291)

নাম পরিবর্তন

এই Mohammad Hasibur Rahaman Shaikh বাবার নাম Shaikh Zafiruddin বয়স 37 বছর, মুসলিম, গ্রাম - সাগরপুর, P.O. - নিজামপুর, P.S. - চকুলিয়া, Dist - উত্তর দিনাজপুর। ইসলামপুর নোটারি পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Mohammad Hasibur নামে পরিচিত হলাম। Vide Affidavit No.15, Date - 2/12/23 Mohammad Hasibur Rahman Shaikh, S/O. Shaikh Zafiruddin এবং Mohammad Hasibur, S/o. Md. Jafiruddin। সমস্ত নথি অনুযায়ী দুটো নাম একই ব্যক্তির। (C/108382)

SALE - PROPERTY

Place - Siliguri, Land - 5 Katha with Boundary Wall. Building - 2 storey Building, Contact - 9832583942. (C/112816)

কর্মখালি

সিটি সেন্টারের পাশে ১৫০০০ টাকা বেতনে সিকিউরিটি গার্ড ও ফিল্ড অফিসার চাই। Ph- 9674333228/9830444403. (K)

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont :- (M) 96476-10774. (C/108293)

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। বেতন-১২,১০০/-, কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২.০০টা। Ph : 9832009039. (C/108294)

JOB VACANCY

Urgently required one Manager for 'Rave-up The Resto Bar'. Qualification-HS+, Age-28+, Interview Date-07/12/23, time - 3 P.M. to 6 P.M. Contact No- 95479-22552,98323-16981, Venue-Cosmos Mall. (C/108380)

লোন

Any type of loan plz call Paul`s for North Bengal-9733119194. (C/108292)

গোবর দিয়ে শৌখিন জিনিস তৈরি কৃষকের

মাদুরাই, ৪ ডিসেম্বর : দামি ধাতুর তৈরি গয়না তো অনেক দেখা হয়েছে। কাঠ, মাটি, পাথর দিয়ে যে অন্যরকম গয়না তৈরি হয়, সেকথাও অজানা নয়। সেই তালিকায় এবার ঢুকে পড়ল গোবর দিয়ে তৈরি গয়নাও। এই অন্যরকম গয়না বানিয়ে তাক লাগালেন এক কৃষক। এহেন একটি বর্জ্য পদার্থকে কীভাবে ফের ব্যবহার করা যায়, তারই অন্যরকম এক দিশা দেখালেন তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের ওই বাসিন্দা।

তিনি জানিয়েছেন, যতটা প্রয়োজন, তার থেকে অনেক বেশি গোবর জমে উঠছিল তাঁর কাছে। কিন্তু তা ফেলে দিতে রাজি ছিলেন না গণেশন। জৈব চাষে যেমন বর্জ্য পদার্থকে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তেমনই ওই অতিরিক্ত গোবরকে বিকল্প কাজে লাগানোর জন্য গোবর দিয়ে গণেশের মূর্তি তৈরি করেন তিনি। বর্তমানে প্রায় দেড়শো রকম জিনিস বানিয়েছেন ওই ব্যক্তি। তাঁর দাবি, এই সবকিছুরই কাঁচামাল কেবলমাত্র গোবর ও গোমূত্র। দেবদেবীর মূর্তি, গয়নাগাঁটি, ঘর সাজানোর শৌখিন জিনিস, মশলা রাখার পাত্র– তাঁর বানানো জিনিসের তালিকায় কী নেই! এর মধ্যে তাঁর সেরা কাজ বলতে ৬ ফুটের বৌদ্ধমূর্তিটির কথা বলেছেন গণেশন, যা তৈরি করতে ৩০ কেজি গোবর ব্যবহার করেছিলেন তিনি।

খানে পে চর্চা... চিনের এক চিড়িয়াখানার খাওয়ার টেবিলে পান্ডাদের আসর। –এএফপি

জেলায় প্রথম কালো আখের চাষ তুফানগঞ্জে

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলায় এই প্রথমবার কালো আখ চাষ করেছেন পেশায় শিক্ষক রূপম পাল। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় রূপমের বাড়ি। তিনি ছাটরামপুর হাইস্কুলের শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই শখ ছিল নিত্যনতুন বিদেশি ফল চাষ করা। ইউটিউব থেকেই বিদেশি ফল সম্পর্কে খুঁটিনাটি জেনে থাকেন। তারপর সেই বীজ বা চারা অনলাইনে অর্ডার করে আনেন।

তিনি পাঁচ কাঠা জমিতে ৩০০টি কালো আখের চারা সংগ্রহ করে চাষ করেছিলেন। প্রথম বছর আখ বিক্রি না করে এই আখ থেকে ১০ হাজার চারা তৈরি করে ১০-১৫ টাকা দরে প্রতি চারা কৃষকের হাতে তুলে দেবেন। যদিও এই চারার এক একটির বাজারমূল্য ৩০-৪০ টাকা। কোচবিহার জেলার চাষিরা যাতে কম দামে এই কালো জাতের আখ চাষ করে লাভবান হন, সেইজন্যই চারা তৈরি করে বিক্রি করবেন বলে জানান রূপম পাল। তিনি বলেন, 'কোচবিহার জেলায় কালো আখের চাষ এর আগে হয়নি। খুব কম সময়ে এই আখ খাওয়ার উপযুক্ত হয়। রসে ভরপুর নরম ও মিষ্টি কালো আখের পুষ্টিগুণ যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই খেতে পারে। বাণিজ্যিকভাবে এই আখ চাষ করলে কৃষকরা লাভবান হবেন।'

বাজারে কালো আখ দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে। এই কালো আখ ফিলিপিন্সে চাষ হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি থাকে।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ তাপস দাস বলেন, 'কৃষি দপ্তরের পরামর্শে বাণিজ্যিকভাবে কেউ চাষ করতে চাইলে কৃষি দপ্তর সব রকমের সহযোগিতা করবে।'

ডুয়ার্সবাসীর সুস্থ থাকার কাহিনী তুলে ধরল পড়ুয়া

নাগরাকাটার নয়া পালক

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : নাগরাকাটার জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ল। আঞ্চলিক শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেসে সমীক্ষানির্ভর গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে তিন রাজ্যের সমস্ত জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রতিযোগীদের টপকে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে সেখানকার সপ্তম শ্রেণির ছাত্র জ্যোতিরাদিত্য সিং। এবারে সে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। আগামী জানুয়ারি মাসে গুয়াহাটিতে প্রতিযোগিতা হওয়ার কথা। ডুয়ার্সের আদি বাসিন্দাদের সুস্থ থাকার গোপন টিপস যে এখানকার নিজস্ব গাছগাছড়ার ওষুধ, সেই গোপন কাহিনী তুলে ধরে জ্যোতিরাদিত্য। গবেষণার এমন মৌলিক বিষয় তাক লাগিয়ে দেয় বিচারকদেরও। গত ২৯ নভেম্বর সেরার খেতাব জিতে ফেরার পর সোমবার স্কুলের পক্ষ থেকে ওই ছাত্রকে সংবর্ধনা প্রদানের পাশাপাশি তার হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। নাগরাকাটার জওহর নবোদয় স্কুলের অধ্যক্ষ জীতেন্দ্রকুমার সিং বলেন, 'পড়ুয়াদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার পাশাপাশি আগামীদিনের গবেষক ও বিজ্ঞানী তৈরির পথে এই শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেস একটি বড় প্ল্যাটফর্ম। জ্যোতিরাদিত্য শুরুতে ক্লাস্টার পর্যায়ে প্রথম হওয়ার পর এবারে আঞ্চলিক পর্যায়েও শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পেরেছে। স্কুলের কাছে এ এক অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

বিজয়ী জ্যোতিরাদিত্য সিংয়ের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন নাগরাকাটা জওহর নবোদয় স্কুলের অধ্যক্ষ। সোমবার সকালে।

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের উদ্যোগে গত ১৭ অক্টোবর প্রথমে পাটনা অঞ্চলের বর্ধমান ক্লাস্টারের অন্তর্গত ৭টি নবোদয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ওই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জুনিয়ার ক্যাটিগোরিতে (অনূর্ধ্ব ১৪ বছর) ওই ছাত্র প্রথম হওয়ার পর বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের ৮৪টি নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রতিযোগীদের নিয়ে আয়োজিত পাটনা অঞ্চল স্তরের প্রতিযোগিতায় সে অংশ নেয়। নানা রোগভোগে ডুয়ার্সের ২০টি ভেষজ গুণসম্পন্ন গাছের স্থানীয় ব্যবহার ও এর সুফলের ওপর পাওয়ারপয়েন্ট প্রেজেন্টেশন সহ মডেল উপস্থাপন করে প্রথম স্থান অধিকার করে সে। এজন্য এলাকার আশপাশের চা বাগান ও বনবস্তিতে গিয়ে ওই পড়ুয়া এক মাস ধরে নিবিড়ভাবে স্থানীয় বাসিন্দা ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে। এরপরই অর্জিত অভিজ্ঞতা, তথ্য ও প্রামাণ্য খুঁটিনাটি নানা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে গবেষণাপত্রটি তৈরি করে। নাগরাকাটা জওহর নবোদয় স্কুলের বিজ্ঞানের শিক্ষক ওপি সিং বলেন, 'এই শিশুবিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে এর আগেও বহু প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছে। আগামীতেও তা অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৩৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৪১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৭৬৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৭৬৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

দুই রীতি মিলিয়ে বিয়ে সারলেন নীল-মেহের

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বর : ইদানীংকালে ধর্ম শব্দটি ক্রমশ স্পর্শকাতর হয়ে উঠছে। ধর্মকে কেন্দ্র করে শুধু এ দেশ নয়, গোটা বিশ্বেই বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে অসহিষ্ণুতা। অথচ ধর্মের আসল অর্থ তো ধারণ করা। সেকথাই যেন আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন এই ব্যতিক্রমী যুগল। তাঁদের একজন ধর্মে হিন্দু, অন্যজন মুসলিম। কিন্তু ধর্মের পার্থক্য তাঁদের মনে বিভেদের গণ্ডি টানতে পারেনি। আর বিয়ের অনুষ্ঠানেও সেই সম্প্রীতির সুরটিকেই জিইয়ে রাখলেন তাঁরা। সমান মান্যতা দিলেন দুই ধর্মের রীতিকেই। আবার দুটি ধর্মীয় রীতিতেই কী কী মিল আছে, তা খুঁজে এনে তাদের বেঁধে দিলেন এক সুতোয়।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

DHUPGURI MUNICIPALITY
e-NIT (Abridged)
e-NIT/NIT are invited by the Chairperson, BOA, Dhupguri Municipality from Resourceful bonafide outsider for Construction of UPHC under Dhupguri Municipality.

Sl.No.	Tender ID	END DATE
1	2023_MAD_613773_1	17.12.2023 At 17.00

Chairperson.
BOA
Dhupguri Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Reference No. WBPHED/EE/MAAD/NIeT_16 of 2023-2024
Tender ID- 2023_PHED_612516_1 to 11
Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 23/12/2023 upto 11:00 P.M. Tender invited by the undersigned for Eleven nos. work under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T24577(4)/2023

NOTICE
Memo No.95/ICDS/APD-I
Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 25/ICDS/APD-I dt.24/01/2020 and No. 26/ICDS/APD-I dt 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Alipurduar-I (Main & Addl) ICDS Project will be held on 15/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO,
Alipurduar-I ICDS Project
Memo No. 641(2)/DICO/APD
DATE : 04/12/2023

NOTICE
Memo No.235/ICDS/FKT
Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 33/ICDS/FKT dt. 24/01/2020 and No. 34/ICDS/FKT dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Falakata (Main & Addl) ICDS Project will be held on 19/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO,
Falakata ICDS Project
Memo No. 647(2)/DICO/APD
DATE : 04/12/2023

NOTICE
Memo No.188/ICDS/MDT
Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 239/ICDS/MDT dt.24/01/2020 and No.240/ICDS/MDT dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Madarihat (Main) ICDS Project will be held on 28/12/2023 and 29/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO,
Madarihat ICDS Project
Memo No. 646(2)/DICO/APD
DATE : 04/12/2023

NOTICE
Memo No.208/ICDS/KMG
Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 19/ICDS/KMG dt. 24/01/2020 and No. 21/ICDS/KMG dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Kumargram (Main & Addl) ICDS Project will be held on 27/12/2023 at 08:00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO,
Kumargram ICDS Project
Memo No. 645(2)/DICO/APD
DATE : 04/12/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
N.I.e.T. No. 04 of AE-I /MLMD of 2023-24, Malda Mechanical Division, PHE Dte. Tender Id: 2023_PHED_613033_1 to 2023_PHED_613033_5; Assistant Engineer-II, MLMD invites e-Tender in WHF 2911 for Different supply and repairing works at different PWSS in the dist of Malda under MLMD, PHE Dte. Last date of Submission 15.12.2023 upto 02:30 PM. For details visit at: www.wbtenders.gov.in. Sd/- Assistant Engineer-II, Malda Mechanical Division, PHE Dte. ICA-T24592(4)/2023

TENDER NOTICE
NIT No. DDP/N-53 of 2023-24
Dt : 01/12/2023
Tenders of 01(one) no. of Scheme is hereby invited on behalf of Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last date of submission is 11/12/2023. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Additional Executive officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Online bids are invited for the work under Tender ID: 2023_WBPWD_611613_1. For details please follow the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, Malda Electrical Division. ICA-T24595(2)/2023

NOTICE
Memo No.143/ICDS/APD-II
Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 39/ICDS/APD-II dt.24/01/2020 and No. 40/ICDS/APD-II dt. 24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Alipurduar-II (Main & Addl) ICDS Project will be held on 16/12/2023 and 18/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO,
Alipurduar-II ICDS Project
Memo No. 642(2)/DICO/APD
DATE : 04/12/2023

NOTICE
Memo No.57/ICDS/APD-U
Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 30/ICDS/APD-U dt.24/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Alipurduar-Urban ICDS Project will be held on 18/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. List of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO,
Alipurduar-U ICDS Project
Memo No. 643(2)/DICO/APD
DATE : 04/12/2023

NOTICE
Memo No.218/KICD
Date : 02/12/2023
With reference to the Notification No. 21/KICD dt.27/01/2020, No.22/KICD dt. 27/01/2020 and No. 23/KICD dt 27/01/2020 Viva-Voce for the post of Anganwadi Helper in Kalchini (Main, Addl & Addl-I) ICDS Project will be held on 20/12/2023 to 23/12/2023 and 26/12/2023 at 08.00 am onwards at SDO Office, Alipurduar. Lists of qualified candidates are available in office notice board and online through https://eapplyicdsalipurduar.in. Candidates may download Call Letter for viva-voce from the said website or collect the same from the office of the undersigned from 09/12/2023.
Sd/- CDPO,
Kalchini ICDS Project
Memo No. 644(2)/DICO/APD
DATE : 04/12/2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED e-TENDER NOTICE
e-tender are invited by the Executive Engineer, Alipurduar Division, P.H.E. Dte. from the reputed, bonafide, financially Sound & experienced agency / firm for the work of "WORKS RELATED TO PWSS" against following NIeT. (1) NIeT No.: 32/ALD/2023-24. Last Date of Submission for Tenders(1) 20.12.2023 upto 04:00 p.m. Details may be viewed in the http://www.wbphed.gov.in website. ICA-T24588(4)/2023

Short N.I.Q. is being invited by the E.E./PWD/NBCD, Siliguri, for the following work, details of which may be had from this office during the office hours or at www.pwdwb.in
Short NIQ Ref No: WB/PWD/EE/NBCD/NIQ/02/2023-24
Name of Work : Additional work in connection with Public Benefit Distribution Programme at Kanchanjunga Ground, Siliguri in the district of Darjeeling on 12.12.2023.
Last date & time of application for obtaining permission for participation in Quotation process : 08/12/2023 up to 4.00 PM
Date & Time of submitting quotation in Proforma : 09/12/2023 up to 2.00 PM
Date & Time of opening quotation in Proforma : 09/12/2023 after 3 PM
Eligibility : Bonafied Contractors
Executive Engineer (PWD)
North Bengal Construction Division
Siliguri

INVITATION OF QUOTATIONS
ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI
1. Tender/Quotations are invited for various items/construction works for the Quarter Ending December 2023.
2. Please visit the School Website www.apsbinnaguri.org for details & submissions of quotations.
Principal, APS Binnaguri

হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া বন্দে ভারত সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন আরও ৯টি ট্রিপ চলবে
যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০২৩০১/০২৩০২ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি- হাওড়া বন্দে ভারত সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন বর্তমান সময়সূচি, চলাচলের দিন, গঠন ইত্যাদি অনুযায়ী ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত নিম্নলিখিত দিনগুলিতে আরও ৯টি ট্রিপ চলবে : ০২৩০১/০২৩০২ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া বন্দে ভারত সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন : চলাচলের সম্প্রসারিত দিন - ০৬/১২, ১৩/১২, ২০/১২, ২৭/১২/২০২৩ এবং ০৩/০১, ১০/০১, ১৭/০১, ২৪/০১ ও ৩১/০১/২০২৪ (প্রতি বুধবার)। অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী একই থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Siliguri Jalpaiguri Development Authority
Himanchal Vihar, Near- Passport Sava Laghu Kendra, Matigara-734010
NOTICE INVITING e-TENDER
The Chief Executive Officer, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Siliguri invites electronic notice inviting e-bid (Online) under 2 (Two) bid system from eligible resourceful bonafide and experienced firms / companies / individual contractors for the following works: Tender No. - 1) NIT 031/Engg/2023-24 of SJDA (3RD CALL) & 2) NIT 037/Engg/2023-24 of SJDA (3RD CALL). Name of Work : 1) Construction of Road Starting from Shyed Nagar More to Vishal Cinema Hall at Ward No. 43, SMC & 2) Construction of Both Side Drainage and Road Starting from NH-31 to via Upendra Sahani House via Shatrughan Sahani House end of Bhagawat Roy at Ward No. 43, SMC. Amount put to Tender- 1) Rs. 66,13,333.00 & 2) Rs. 42,83,385.00, Earnest Money- 1) Rs. 1,32,267.00 & 2) Rs. 85,668.00. Tender Documents Sale / Download Start Date & Time- 05.12.2023 at 4:00 P.M. and Bid Submission End Date & Time- 22.12.2023 upto 4.00 P.M. Date of opening of Technical Proposals- 26.12.2023 at 11:00 A.M. Date of opening of Financial Proposals - to be notified after technical evaluation. Corrigendum if any will be published in website only. All details can be obtained from the website- www.sjda.org or Log in http://wbtenders.gov.in or contact Engineering Section of SJDA at (0353) 2512922, 2515547. Sd/- Chief Executive Officer. ICA-T24535(4)/2023

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমাতে বৈঠক

চ্যাংরাবান্ধা, ৪ ডিসেম্বর : বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য চালু করা সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানোর দাবি নিয়ে আলোচনা করতে সোমবার কলকাতা রওনা হল চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার তাঁরা সুবিধা পোর্টালের দপ্তরে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন।

রাজ্য সরকারের সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমে বর্তমানে ট্রাক পিছু যে রাজস্ব জমা নেওয়া হচ্ছে সেটা কমানোর দাবিতেই সোমবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে রপ্তানি বাণিজ্য পুরো বন্ধ রেখে প্রতিবাদ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা। এনিয়ে আলোচনা করতেই শনিবার চ্যাংরাবান্ধায় বৈঠকেও বসেছিলেন তাঁরা। এরপর রবিবার আন্দোলনকারীদের ডেকে মাথাভাঙ্গায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দপ্তরে বৈঠক করে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। বৈঠকে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল, এসডিপিও অরিজিৎ পালচৌধুরী প্রমুখ উপস্থিতি ছিলেন। প্রশাসনের কর্তারা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তাঁদের দাবি ও সমস্যার কথা শোনেন। বৈঠকে প্রশাসনের তরফে ব্যবসায়ীদের দাবির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়। সেখানেই মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদলের কলকাতায় সুবিধা পোর্টালের দপ্তরে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ীই সোমবার তাঁরা রওনা হন।

সুবিধা পোর্টাল সিস্টেমে ছয় চাকার ট্রাকে পাঁচ হাজার এবং দশ চাকার ট্রাকে দশ হাজার টাকা রাজস্ব ধার্য করা হয়েছে। এই রাজস্ব পাঁচ হাজার থেকে কমিয়ে দুই হাজার, দশ হাজার থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজার করার দাবি ব্যবসায়ীদের। এই দাবির কথা মঙ্গলবার সুবিধা পোর্টালের কর্তাদের কাছেও তুলে ধরবেন তাঁরা। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ইদু সদাগর বলেন, 'সুবিধা পোর্টালের রাজস্ব কমানোর দাবি আমরা জানিয়েছি। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে। সমস্যার সমাধান নিয়ে আমরাও আশাবাদী।'

সোমবার চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাত্রা তলানিতে ঠেকেছে। এদিন ভারত থেকে মাত্র ৭০ ট্রাক পণ্য বাংলাদেশ রপ্তানি করা হয়। এর মধ্যে ভুটানের ৩১ ট্রাক এবং ভারতের ৩৯ ট্রাক পণ্য ছিল।

উদ্যোগী চা বাগানের অভিভাবকরা

সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে গাড়ি ভাড়া

নাগরাকাটা, ৪ ডিসেম্বর : দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ থাকার পর গত ২২ নভেম্বর বামনডাঙ্গা চা বাগান খুলেছে। বাগান বন্ধ থাকাকালীন গাড়ির অভাবে পড়ুয়াদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাগান খোলার পরও স্কুলের যাওয়ার গাড়ি নিয়ে সমস্যা ছিল। তাই সোমবার থেকে বাগান পরিচালকদের পক্ষ থেকে একটি গাড়ি দেওয়া হলেও তাতে সব পড়ুয়ারা বসার জায়গা পাচ্ছিল না। ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ায় স্কুলে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব না। তাই স্থানীয় হাতি লাইন শ্রমিক মহল্লার অভিভাবকদের একাংশ নিজেরা চাঁদা তুলে একটি গাড়ির ব্যবস্থা করে পড়ুয়াদের স্কুলে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভাড়া করা গাড়িটি চলবে।

ভাড়া করা গাড়িতে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে পড়ুয়ারা। বামনডাঙ্গা বাগানের হাতি লাইনে।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজেশ বড়াইকের কথায়, 'ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তাই স্কুলে যাতায়াতের জন্য যদি গাড়ির বন্দোবস্ত করে না দিতাম তবে ওদের পরীক্ষা দেওয়াই আর হত না।' হিউম্যান লাইফ ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স সেন্টার নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধিরা ওই অভিভাবকদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অভিভাবক মনোজ মুন্ডা বলেন, 'প্রায় সাড়ে তিনশো পড়ুয়া বাগান থেকে স্কুলে যাতায়াত করে। পরিচালকরা যে গাড়ি দিয়েছেন তাতে সবার জায়গা হচ্ছে না। তাই চাঁদা তুলে একটি পিকআপ ভ্যান ভাড়া করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাচ্ছি।' স্থানীয় বাসিন্দা লিলি কুজুর জানান, পিকআপ ভ্যানটিতে হাতি লাইনের ২৫ জন পড়ুয়া যেতে পারছে।

বামনডাঙ্গা চা বাগান থেকে নাগরাকাটার দূরত্ব ১৮ কিমি। বামনডাঙ্গা বাগানের বহু পড়ুয়া নাগরাকাটার স্কুলে পড়াশোনা করে। জঙ্গল লাগোয়া এলাকা হওয়ায় যাতায়াতের একমাত্র রাস্তায় হাতি, বাইসন, চিতাবাঘের মতো বুনো জীবজন্তুর আনাগোনা লেগেই থাকে। তাই সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করা পড়ুয়াদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকির হয়। অগত্যা স্কুলে যেতে ভরসা বাগান পরিচালকদের দেওয়া গাড়ি। কিন্তু এদিন তাতে জায়গা না হওয়ায় সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে এগিয়ে এলেন অভিভাবকরাই।

যদিও অভিভাবক অজয় মুন্ডা বলেন, 'আমাদের সামর্থ্য সীমিত। তাই এই উদ্যোগ স্বল্প সময়ের জন্য। ভবিষ্যতে যাতে এখানকার কোনও পড়ুয়ার স্কুলে যাতায়াতে সমস্যা না হয় তা বাগান পরিচালকরা গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন বলেই আশা করি।'

গাছের জন্য

কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর : কোচবিহার রাসমেলা মাঠের বিভিন্ন দিকে একাধিক গাছ রয়েছে। রাসমেলা চলাকালীন সেই গাছগুলির গায়ে পেরেক পুঁতে, কাপড় টাঙিয়ে দোকান তৈরি করেছেন অনেক ব্যবসায়ী। অনেকে আবার গাছের গায়ে পেরেক পুঁতে, কাপড় টাঙিয়ে সেই গাছটি ঢেকে দিয়েছেন। স্বভাবতই এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে সেই গাছগুলির। বিষয়টি নজরে আসতেই সোমবার সন্ধ্যায় অভিযান চালায় পুলিশ। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই অভিযান পরিচালনা করেন পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। গাছগুলি থেকে পেরেক ও কাপড় খুলে দেয় পুলিশ। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আবার যদি ব্যবসায়ীরা এমন কাজ করেন, তবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের আনন্দ দিতে অনুষ্ঠান

নিউজ ব্যুরো

৪ ডিসেম্বর : হাসপাতাল মানেই সবসময় রোগের বিরুদ্ধে লড়াই। চিকিৎসক, নার্সরা গোটা বছর মানুষের সেবার কাজে ব্রতী থাকেন। তাই স্বাস্থ্যকর্মীদের বছরের একটা দিন একটু অন্যভাবে উপভোগ করার জন্য বিপি পোদ্দার হাসপাতাল ধনধান্য অডিটোরিয়ামে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন মেখলা দাশগুপ্ত ও রূপঙ্কর বাগচী। বিপি পোদ্দার হাসপাতালের তরফে নম্রতা ভট্টাচার্য বলেন, 'স্বাস্থ্যকর্মীরা সারা বছরই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে কাজ করেন। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের চাপ থেকে একটু রেহাই দেওয়া হল।'

বিপি পোদ্দার হাসপাতাল

বিয়ের দাবিতে ধর্নায় মহিলা

হলদিবাড়ি, ৪ ডিসেম্বর : প্রেমের টানে সন্তান ছেড়ে বিবাহিত প্রেমিকের বাড়ির দরজায় ধর্নায় বসলেন এক মহিলা। ময়নাগুড়ি থেকে হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়ামারিতে এসে ধর্নায় বসেন দুই বছরের পুত্রসন্তান থাকা ওই মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রবিবার রাত থেকে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একজন স্বামী পরিত্যক্তা, তো অন্যজন স্ত্রী পরিত্যক্ত। ভাঙা মন জোড়া লাগাতে সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পুনরায় ঘর বাঁধার স্বপ্ন নিয়ে প্রেমিকের বাড়ি এসে ধর্নায় বসেন ওই মহিলা।

কিন্তু তাতে বাদ সাধে দুই পরিবার। রাত থেকেই মহিলা ধর্না চালিয়ে যান। তবে বাড়িতে প্রেমিক ছিলেন না। মহিলার দাবি, স্ত্রীর মর্যাদা পেতেই প্রেমিকের বাড়ির সামনে বিয়ের দাবিতে ধর্নায় বসেছেন। গত এক মাস ধরে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। প্রেমিক তাঁকে বিয়ে করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রেমিকের বাড়ির লোকজন তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছেন না। তাই ঠান্ডার মধ্যে বাড়ির সামনে খোলা আকাশের নীচে ধর্নায় বসেন তিনি।

তবে সকাল না হতেই বাড়ি ফিরে যেতে হয় মহিলাকে। প্রেমিকের বাড়ির সদস্যরা জানান, রাতেই ওই মহিলার পরিবারে খবর দেওয়া হয়। তাঁরা এসে দিনের আলো ফোটার আগেই তাঁকে বাড়ি নিয়ে যান।

নিম্নমানের খাবার খাওয়ানোর অভিযোগে চাঁচলে বিক্ষোভ

শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ডালে পোকা

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের মিড-ডে মিলের মজুত ডালে থিকথিক করছে পোকা। সেই ডালই রান্না করে দেওয়া হয়েছে পড়ুয়াদের। এই ঘটনায় সোমবার বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল-১ ব্লকের সাঞ্জীব শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে।

অভিভাবকদের অভিযোগ, এই কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে মিড-ডে মিলে বেনিয়ম হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী খাবার দেওয়া হচ্ছে না। পরিমাণেও কম দেওয়া হয়। খাবার অত্যন্ত নিম্নমানের। এই কেন্দ্রে রয়েছেন তিনজন শিক্ষিকা। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১০। বেশিরভাগ দিনই শিক্ষিকাদের কেউ না কেউ গরহাজির থাকেন। মিড-ডে মিল নিয়ে এর আগে অভিভাবকরা অনেকবার প্রধান শিক্ষিকাকে অভিযোগ করেছেন। কিন্তু তিনি কর্ণপাত করেননি। এদিন প্রধান শিক্ষিকা কেন্দ্রে আসেননি। ছেলেমেয়েদের মুখে অভিভাবকরা জানতে পারেন, সেন্টারে পোকাযুক্ত ডাল রান্না হয়েছে। এই খবর পেয়ে সেন্টারে চলে আসেন অভিভাবকরা। মিড-ডে মিলের মজুত ডাল দেখে চক্ষু চড়কগাছ তাঁদের। ডালের মধ্যে অজস্র পোকা। এনিয়ে তাঁরা শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের প্রশ্ন, এই ডাল খেলে বাচ্চারা কি সুস্থ থাকত? শিক্ষিকারা এত উদাসীন কেন! তাঁদের আরও অভিযোগ, এই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে মিড-ডে মিল নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। কোনওদিনই ডিম বা সয়াবিন দেওয়া হচ্ছে না।

কী বলছেন অভিভাবকরা

- নিয়ম অনুযায়ী ডিম বা সয়াবিন দেওয়া হচ্ছে না। পরিমাণেও কম দেওয়া হয়। খাবার অত্যন্ত নিম্নমানের
- মিড-ডে মিল নিয়ে এর আগে অভিভাবকরা অনেকবার প্রধান শিক্ষিকাকে অভিযোগ করেছেন। তিনি কর্ণপাত করেননি
- ছেলেমেয়েদের মুখে অভিভাবকরা জানতে পারেন, সেন্টারে পোকাযুক্ত ডাল রান্না হয়েছে

পোকা ধরা ডাল রান্নার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রাঁধুনি। তিনি সমস্ত দোষ চাপিয়েছেন শিক্ষিকাদের উপর। তাঁর দাবি, তাঁকে রান্নার জন্য কোনওদিন সঠিক সামগ্রী দেওয়া হয় না। এদিনও তিনি ডালে পোকা থাকার কথা বলেছিলেন। কিন্তু শিক্ষিকারা সাফ জানিয়ে দেন, ওই ডালই তাঁকে রান্না করতে হবে। যদিও এদিন ওই কেন্দ্রে উপস্থিত এক শিক্ষিকা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।

মহম্মদ মিঠুন নামে এক অভিভাবক জানান, 'ডালের মধ্যে পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই ডালই রান্না করে দিয়েছে। বাচ্চারা এই ডাল খেলে কি সুস্থ থাকবে? দীর্ঘদিন ধরে এখানে সঠিক খাবার দেওয়া হয় না। ঠিকমতো রান্নাও হয় না।' অভিভাবিকা সাজেদা বিবি বলেন, 'দিদিমণিরা আমাদের বাচ্চাদের মানুষ ভাবে না। নিজেদের বাড়ির বাচ্চাদের এমন ডাল খাওয়াতে পারত? ডালে পোকা কিলবিল করছে। দীর্ঘদিন ধরেই এখানে পুষ্টিকর মিড-ডে মিল দেওয়া হচ্ছে না।'

রাঁধুনি সালেফা বিবির বক্তব্য, 'আমি দিদিমণিদের ডালে পোকা থাকার কথা বলেছিলাম। বলল, ওই ডালই রান্না করতে হবে। এখানে রান্নার জন্য ডিম-সয়াবিনও দেয় না। প্রতিদিন ডাল। সেটাও মাপে কম।'

যদিও শিক্ষিকা পূর্ণিমা চক্রবর্তীর সাফাই, 'আজ প্রধান শিক্ষিকা আসতে পারেননি বলে একটু সমস্যা হয়েছে। ডালে যে পোকা ছিল তা হয়তো খেয়াল করা হয়নি। এমন ভুল আর হবে না। এখানে প্রতিদিন নিয়মমতো পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়। ওসব অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

এনিয়ে চাঁচলের এসডিও সৌভিক মুখার্জি জানিয়েছেন, 'বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে খতিয়ে দেখতে বলব।'

রাতের কালিয়াগঞ্জে গতির বলি ২ যুবক

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : গতির নেশাই কাল হল। বেপরোয়া বাইক চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে অকালে প্রাণ গেল দুই যুবকের। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে কালিয়াগঞ্জ শহরের কুনোর মোড় এলাকায়। মৃত্যুর খবর চাউর হতেই শোকের ছায়া নেমে আসে পরিবার সহ প্রতিবেশীদের মধ্যে। দুই বন্ধুর এমন পরিণতিতে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন তাঁদের বন্ধুরাও।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, 'শীতের রাতে ধনকৈলের দিকে দ্রুতগামী বাইকটি কুনোর মোড়ে রাস্তার পাশে একটা দেবদারু গাছে সজোরে ধাক্কা মারে। দুমড়ে মুচড়ে যায় বাইকের সামনের অংশ। বাইক থেকে বেশ কিছুটা দূরে ছিটকে পড়েন হেলমেট বিহীন দুই বন্ধু। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ ও স্থানীয় জনতা। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক দু'জনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

মৃত দুই যুবকের নাম সুজন সাহা ও জগাই দেবশর্মা। দু'জনেরই বয়স ২১ বছর। তাঁদের বাড়ি ব্লকের বোঁচাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর এলাকায়। দুই বন্ধু স্থানীয় একটি প্লাই মিলে কাজ করতেন। রাতে কালিয়াগঞ্জ শহরের একটি দোকানে বিরিয়ানি খেয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন তাঁরা।

গতকাল রাতে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে মৃত দু'জনের পরিবারকে সান্ত্বনা দেন কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি সুবল ঘোষ, কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরণ্ময় সরকার ও জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিতাই বৈশ্য। নিতাইবাবু বলেন, 'খুব দুঃখজনক ঘটনা। এমন মৃত্যু কখনই কাঙ্ক্ষিত নয়।'

কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, 'দুর্ঘটনাস্থল থেকে বাইকটি উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় আপাতত দুটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে।'

আমবাগান থেকে ধৃত 'গুণধর' জামাই

মানিকচক, ৪ ডিসেম্বর : শেষমেশ গুণধর জামাইকে পাকড়াও করল মানিকচক থানার পুলিশ। শুধুমাত্র প্রতিশোধের বশে শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে মাদকাসক্ত শেখ রাফিকুলের বিরুদ্ধে। স্ত্রী, সন্তান সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টায় বাইরে থেকে শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে চম্পট দেন রাফিকুল। শেষমেশ রবিবার রাতে রাফিকুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সোমবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

স্ত্রী রিনা বিবিকে বিভিন্ন অজুহাতে মদ্যপ অবস্থায় প্রায়ই মারধর করতেন শেখ রাফিকুল বলে অভিযোগ। গত শুক্রবার অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ির লোকজনদের পরামর্শে স্বামীর বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রিনা বিবি। অভিযোগের ভিত্তিতে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় পুলিশ রাফিকুলকে গ্রেপ্তার করলেও শুক্রবার রাতেই ছেড়ে দেয়। অভিযোগ, ছাড়া পেয়েই গভীর রাতে বাইরে থেকে শ্বশুরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেন তিনি। প্রতিবেশীদের তৎপরতায় বাড়ির ভেতরের ঘুমন্ত সদস্যরা প্রাণে বেঁচে গেলেও বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনায় স্বামীর বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় ফের অভিযোগ দায়ের করেন রিনা বিবি। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই গত রবিবার রাতে চৌকি মির্জাদপুর পঞ্চায়েতের একটি আমবাগান থেকে রাফিকুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

নরনারায়ণ সেবা

বুনিয়াদপুর, ৪ ডিসেম্বর : কালীপুজো উপলক্ষ্যে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হল বুনিয়াদপুরে। বুনিয়াদপুর তরুণ সংঘের তরফে আয়োজন করা হয়। সোমবার ক্লাব প্রাঙ্গণে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে এই অনুষ্ঠান।

ক্লাব সভাপতি অমূল্যকুমার সরকার জানিয়েছেন, 'রবিবার সন্ধ্যা থেকে রান্না শুরু হয়েছে। এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ প্রসাদ পেয়েছেন।'

ধান ঝাড়তে ব্যস্ত। সোমবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।

স্থানীয় শিক্ষকদের তৈরি প্রশ্নে স্কুলে মূল্যায়ন

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : বাইরের কেনা প্রশ্নপত্রে ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণিভিত্তিক সামর্থ্য অনুযায়ী প্রশ্নপত্র মেলে না। তাই জাতীয় শিক্ষানীতির গাইড লাইন মেনে শিক্ষকরাই এবার প্রশ্নপত্র তৈরি করলেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন পূর্ব সার্কেলের ৫৬টি স্কুল একযোগে জেলার মধ্যে প্রথম এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

সোমবার থেকে প্রাকপ্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের বার্ষিক মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। তপন পূর্ব সার্কেলের ২২ জন শিক্ষকদের তৈরি প্রশ্নপত্রেই এই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। কারণ, জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে শিক্ষকরা যেভাবে তাঁদের ক্লাসে পড়ুয়াদের পঠনপাঠন করান, তার সঙ্গে কেনা প্রশ্নপত্রের অনেকটাই ফারাক থাকে। ছাত্রছাত্রীরা তাল মিলিয়ে উঠতে পারে না। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা মেটাতে এবার শিক্ষার্থীদের মান যাচাই করতে নিজেরাই প্রশ্নপত্র তৈরি করেছেন শিক্ষকরা। দক্ষিণ দিনাজপুরে ১৭টি সার্কেল রয়েছে। এর মধ্যে তপন ব্লকের পূর্ব সার্কেলেই এই অভিনব পাইলট প্রোজেক্ট নেওয়া হয়েছে। এই সার্কেলের ৫৬ টি স্কুলে ওই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হচ্ছে।

> **এই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সামর্থ্য বোঝা যাবে। যদি কোনও শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে দুর্বল থাকে, এই মূল্যায়নের পর তাকে সেই বিষয়ে আলাদা করে পড়ানো যেতে পারে।**
>
> *– রঞ্জন ঘোষ, টিআইসি*

জেলার মধ্যে প্রথম এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হতেই খুশি শিক্ষকরা। তবে অনেক অভিভাবক ও শিক্ষক প্রশ্নপত্র খানিকটা কঠিন হয়েছে বলেও মতামত প্রকাশ করেছেন।

সুলপানিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রঞ্জন ঘোষ বলেন, 'এই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সামর্থ্য বোঝা যাবে। যদি কোনও শিক্ষার্থী কোনও বিষয়ে দুর্বল থাকে, এই মূল্যায়নের পর তাকে সেই বিষয়ে আলাদা করে শিক্ষাদান করা যেতে পারে।'

এপ্রসঙ্গে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক সানি মিশ্র বলেছেন, 'নতুন উদ্যোগ। তপন পূর্ব চক্রের ২২ জন শিক্ষক এই প্রশ্নপত্র তৈরি করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের মান উপযোগী এবং সামর্থ্য অনুযায়ীই প্রশ্নপত্র হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের মান যাচাই করতে সুবিধে হবে।'

গভীর রাতে দুটি টোটো চুরি সামসীতে

সামসী, ৪ ডিসেম্বর : চাঁচল-২ ব্লকের চন্দ্রপাড়ার বলরামপুর গ্রামে রবিবার গভীর রাতে দুটি টোটো চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একই রাতে একই গ্রাম থেকে নুরশেদ আলম ও বদির আলির বাড়ি থেকে দুটি টোটো চুরি হয়। টোটো মালিকরা সারাদিন টোটো চালিয়ে রাতে বাড়ির গলিতে চার্জে বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু সোমবার সকালে টোটোগুলি আর দেখা যায়নি বলে অভিযোগ। উপার্জনের একমাত্র সম্বল হারিয়ে বিপাকে পড়েছেন দুটি পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার কথা জানার পর চাঁচল থানার পুলিশ সরেজমিনে গিয়ে প্রাথমিকভাবে তদন্ত শুরু করে।

বদির আলি বলেন, 'পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিনরাজ্যে আর কাজে যাব না বলে ঋণ নিয়ে টোটো কিনেছিলাম। টোটো উদ্ধার না হলে ঋণে জর্জরিত হতে হবে।'

চুরির ঘটনার বিবরণ জানিয়ে থানায় অভিযোগ জানান বলে অপর টোটোর মালিক নুরশেদ আলম।

তৃণমূলের বিক্ষোভ

গঙ্গারামপুর, ৪ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করল তৃণমূল। সোমবার বিকেলে গঙ্গারামপুরের উদয় গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলবাড়ি বাসস্ট্যান্ডে কর্মসূচিটি হয়।

আগামী বছর লোকসভা নির্বাচন। তার আগে নিজেদের পালে হাওয়া তুলতে মরিয়া রাজনৈতিক দলগুলি। শাসক বিরোধী একে অপরের বিরুদ্ধে ইস্যু তুলে আন্দোলনে নামতে শুরু করেছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার ঘরের টাকার দাবিতে বুথে বুথে ইতিমধ্যে আন্দোলন শুরু করেছে তৃণমূল। সেই মতো এদিন পথসভাও করা হয়। বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি মৃণাল সরকার, কিষান খেতমজদুর কমিটির জেলা সভাপতি আবু হায়দার আলি প্রমুখ।

মৃণাল সরকার বলেন, 'বকেয়া ১০০ দিনের কাজের টাকার দাবিতে আমাদের এই বিক্ষোভ। না পেলে আন্দোলন চলবে।'

মৃতের বাড়িতে সাহায্য

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৪ ডিসেম্বর : ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের তালগ্রাম হাটের সুরোজ মণ্ডল। তারপর বাড়ি ফিরে মারা যান তিনি। সোমবার ওই মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে সাহায্য করলেন জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান। এদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে আর্থিক সাহায্য, খাদ্য, বস্ত্র ও অন্য সামগ্রী তুলে দেন বুলবুল খান। সামনেই ওই শ্রমিকের শ্রাদ্ধ। তার খরচও দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। আগামীদিনেও সাহায্য করার বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

মার্ক-টু টিউবওয়েলে কালো ও দুর্গন্ধযুক্ত জল

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ৪ ডিসেম্বর : বুনিয়াদপুর পিরতলার ব্যবসায়ীদের একমাত্র সম্বল ছিল মার্ক-টু টিউবওয়েল। এখন তার অবস্থা সঙ্গীন। এমনিতে জল ওঠে না। অনেকবার পাম্প করার পর তবু একটু ওঠে। তা আবার প্রচণ্ড কালো ও দুর্গন্ধযুক্ত। তা পুরোপুরি পানের অযোগ্য। অথচ দীর্ঘদিন এই টিউবওয়েলই এলাকার গৃহস্থ ও ব্যবসায়ীদের একমাত্র ভরসা ছিল। যদিও সম্প্রতি টিউবওয়েলটির পাশে পিএইচই'র তরফে একটি ট্যাপকল বসানো হয়। কিন্তু নিয়ম করে সেখানে তিনবার জল আসে। ফলে অন্য সময় জল মেলে না। এতেই মুশকিলে পড়েছেন স্থানীয়রা।

সে প্রায় ১২ বছর আগের কথা। তখন বুনিয়াদপুর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অধীনে ছিল। তৎকালীন শিবপুর পঞ্চায়েতের উদ্যোগে জাতীয় সড়কের ধারে ওই মার্ক-টু টিউবওয়েলটি বসানো হয়। বর্তমানে ওই টিউবওয়েলের পাশেই একটি শৌচাগার তৈরি করা হয়েছে। সেখানে জল প্রয়োজন হলেও তা পাওয়া যায় না। সমস্যায় পড়তে হয় ভুক্তভোগীদের।

স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রাজেশ চক্রবর্তী বলেন, 'টিউবওয়েলটি ঠিক থাকলে আমাদের আর পানীয় জলের সমস্যা হত না। অনেকেই দেরিতে দোকান খোলেন। তাঁরা ট্যাপকল থেকে জল নিতে পারেন না। এদিকে এলাকায় কোনও স্নানের যোগ্য পুকুর নেই। তাই পানের ক্ষেত্রে বাদ দিলেও স্নান ও কাপড় কাচার জন্য অনেকেই ওই টিউবওয়েলের ওপর নির্ভর করতেন। বর্তমানে ওই জল এতই দুর্গন্ধযুক্ত যে পান তো দূরের কথা, হাতে নিলে হাতেও দুর্গন্ধ হয়।' একই বক্তব্য এলাকার ব্যবসায়ী প্রহ্লাদ সাহা, সুশীল কর্মকার, নিত্য দত্তদের।

বুনিয়াদপুর পুর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন জয়ন্ত কুণ্ডুর আশ্বাস, 'কিছুদিন আগেই পুরসভার তরফে মার্ক-২ নলকূপটি সারাই করা হয়েছিল। আবার যে খারাপ হয়ে গিয়েছে, তা জানতাম না। পুরসভার তরফে অবশ্যই নলকূপটি সারাই করা হবে।'

পাঁচ বছর পর গ্রামে পৌঁছাল আলো

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৪ ডিসেম্বর : পাঁচ বছর আগে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় গড়ে উঠেছিল গ্রামটি। কিন্তু সূর্য ডুবলেই অন্ধকারে ঢেকে যেত গোটা গ্রাম। কারণ, গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। গ্রামে ৩০টি পরিবারের বাস। এই পাঁচ বছর ধরে তাঁরা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে বিদ্যুতের আবেদন জানিয়েছেন। অবশেষে এলাকার বিধায়ক তজমুল হোসেনের উদ্যোগে সোমবার ওই গ্রামে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালু হল।

হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশনের কাছেই জানকীনগর গ্রামের পিরপুকুরপাড়া। সেখানে এক অতি প্রাচীন এক পিরের সমাধি রয়েছে। পাশেই হিন্দুদের পুজোর বেদি। এই পিরপুকুরপাড়ায় প্রায় ৩০টি পরিবার গত পাঁচ বছর ধরে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় ছিল। বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেও কাজ হয়নি। অবশেষে স্থানীয় বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেনের কাছে তাঁরা বিদ্যুতের আর্জি জানান। মন্ত্রী স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই পাড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১০টি পোল দিয়ে ওই গ্রামে এদিন বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। গ্রামের সবার মুখে এখন খুশির ঝিলিক।

এদিন তজমুল হোসেন গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, 'এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করতে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। এখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পেরে আমিও খুশি।'

এদিন স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার প্রদীপ দাস বিদ্যুৎ লাইনের নিরাপত্তা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতার কথা ভালোভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দেন।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসকে সামনে রেখে বালুরঘাট শহরের সৃজনী ক্লাব সংলগ্ন বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ প্রাইমারি স্কুলে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলা হল সোমবার।

বালুরঘাট সদর চক্র সম্পদ কেন্দ্রের উদ্যোগে এই আয়োজন করা হয়েছে। এদিন বালুরঘাট সদর সার্কেলে প্রাথমিক ও হাইস্কুল মিলিয়ে অনেক পড়ুয়া ছিল। তার মধ্যে ৫০ জন পড়ুয়া ওই প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশ নেয়। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট সদর চক্রের এসআই পিঙ্কু সরকার। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, পাসিং দা বল ও ড্রপিং দা বল ইন বাসকেটে অংশ নেয় বিশেষভাবে সক্ষমরা। এছাড়াও একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়।

পিঙ্কু সরকার বলেন, 'বিশেষভাবে সক্ষমদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে আমাদের এই উদ্যোগ। আজ যারা আসতে পারেনি, তাদের বাড়িতে গিয়েও এই ধরনের প্রতিযোগিতা করা হবে।'

খেমপুরে রাস্তার শিলান্যাস

সামসী, ৪ ডিসেম্বর : চাঁচল-২ ব্লকের আজগরা প্রাথমিক স্কুল থেকে লিটিয়া মোড় এবং পাগলা রেলগেট থেকে ভেস্টপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন কিমি বেহাল রাস্তার কারণে সমস্যায় পড়েছিলেন গ্রামবাসী। এলাকাবাসীর দাবি মেনে দুই কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হল।

মালতীপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বকসি ছাড়াও ছিলেন চাঁচল-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা, জেলা পরিষদ সদস্য শিউলি বেগম সহ আরও অনেকে। বিধায়ক জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তাটি পাকা করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন এলাকার মানুষ। তাঁদের দাবিতে সারা দিয়ে এই কাজ শুরু করা হয়েছে। আশা করছি, রাস্তাটির সংস্কার কাজ শেষ হলে বহু মানুষ উপকৃত হবে। আমরাও মানুষকে পরিষেবা দিতে পেরে খুশি।'

বোল্লায় পুজো দিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

গঙ্গারামপুর, ৪ ডিসেম্বর : বোল্লায় পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গঙ্গারামপুর থানার নারই ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। মৃতের নাম রবীন মণ্ডল (৫৫)। তাঁর বাড়ি রাঘবপুর গ্রামে।

মৃতের পরিবারের দাবি, রবিবার সন্ধ্যায় তিনি বোল্লায় পুজো দিতে গিয়েছিলেন। সেখানেই সারারাত ছিলেন। তারপর সকালে বাসে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। নারইয়ে বাস থেকে নামেন তিনি। এরপর হেঁটেই বাড়ির পথে যাচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকা একটি ছোট গাড়ি পেছন থেকে রবীনকে ধাক্কা মারে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। সেখানেই এক মুহূর্তে লুটিয়ে পড়েন ওই প্রৌঢ়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তাঁরাই ওই প্রৌঢ়কে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকে ওই রাস্তায়। গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

মৃতের ছেলে জয়ন্ত মণ্ডলের শোক, 'কালই বাবা পুজো দিতে বোল্লায় গিয়েছিল। তারপর কীভাবে কী হল বুঝতে পারছি না। আমরা এমন দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না!'

বোল্লায় পুলিশকর্মীরা, বালুরঘাটে বিপর্যস্ত ট্রাফিক

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : ট্রাফিক পয়েন্টে নেই সিভিক ভলান্টিয়ার ও ট্রাফিক পুলিশ। শুধু নিয়ম করে ট্রাফিক সিগন্যালের হলুদ বাতি জ্বলছে। আলো দেখে কেউ থামছেন, কেউ আবার না থেমেই নিজের মতো গাড়ি চালাচ্ছেন। সোমবার বালুরঘাট ট্রাফিক দপ্তরে এমনই ছবি ধরা পড়ল। কিন্তু কোথায় গেল পুলিশ কর্মীরা? উত্তর, বোল্লায়। হ্যাঁ, বোল্লা মেলায় নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন এলাকার মতো বালুরঘাট থেকেও পুলিশ ও সিভিকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে কর্মী সংকটে নাজেহাল হতে হল শহরের নিত্যযাত্রীদের।

বোল্লায় রক্ষাকালী পুজোকে ঘিরে পুলিশ প্রশাসনের তরফে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার আয়োজন করা হয়েছে। মায়ের বিসর্জনের দিন প্রচুর মানুষ মন্দির সংলগ্ন পুকুরে মায়ের বিসর্জন দেখতে ভিড় জমান। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে যানবাহনেরও ইয়ত্তা থাকে না। যা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় ট্রাফিক দপ্তরের কর্মীদের। বালুরঘাটে বর্তমানে ১২০ জন ট্রাফিক দপ্তরের কর্মী রয়েছেন। তার মধ্যে অধিকাংশই বোল্লা মেলায় চলে গিয়েছেন। ফলে শহরের থানা মোড়, পুর বাসস্ট্যান্ড চত্বর, মঙ্গলপুর এলাকায় দেখা যায়নি। যদিও স্বয়ংক্রিয় সিগনালিং ব্যবস্থার মাধ্যমে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। শহরে বিশেষ করে থানা মোড় ও বাসস্ট্যান্ডে বাহন চালকদের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

এদিন বালুরঘাটের দীপালিনগরের বাসিন্দা দেবাশিস চক্রবর্তী জানান, 'বিভিন্ন কাজে বাইক নিয়ে ঘুরতে হয়। কিন্তু এদিন থানা মোড়, বাসস্ট্যান্ডে ট্রাফিক পুলিশের দেখা পাইনি। বোল্লা মেলায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে ঠিক কথা, কিন্তু তাই বলে শহর ফাঁকা করা উচিত নয়।'

বালুরঘাট ট্রাফিক দপ্তরের ওসি ব্রতীসুন্দর সাহা বলেন, 'প্রায় সমস্ত ফোর্স বোল্লা মেলায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অল্পসংখ্যক কর্মী বালুরঘাটে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। বালুরঘাট থেকে ফোর্স না নিয়ে আসলে মেলার সামনে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। মঙ্গলবার থেকে আবার সমস্ত ফোর্স বালুরঘাটে ফিরে গিয়ে নিত্যদিনের মতো ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে।' তবে দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালের সঙ্গে দুপুর নাগাদ যোগাযোগ করা হলে তিনি এবিষয়ে বলেন, 'বালুরঘাটে যথেষ্ট ট্রাফিক পারসোনেল নিযুক্ত ছিল। আমি শহরে দেখেছি। কোনওরকম যানজট সমস্যা হয়নি।'

বিপণন কর্মীদের ধর্মঘটের ডাক

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার ও নিয়োগকর্তাদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক দাবি জানিয়ে আসছে পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন। কিন্তু সেই আবেদনে কোনও সাড়া দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এর জেরে আগামী ২০ ডিসেম্বর ধর্মঘটের ডাক দিল এই সংগঠন। রবিবার বিকেলে এনিয়ে কনভেনশন করেন সংগঠনের সদস্যরা। বালুরঘাটের শ্রমিক-কৃষক ভবনে সেই কনভেনশনে উপস্থিত হয়েছিলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্তের রিপ্রেজেন্টেটিভরা।

ওষুধের সেলস প্রোমোশন কর্মীদের সর্বভারতীয় সংগঠন এফএমআরএআই-এর ডাকে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ওষুধের উপর সম্পূর্ণ জিএসটি প্রত্যাহার, জনস্বার্থে রাষ্ট্রায়ত্ত ওষুধ ও ভ্যাকসিন কোম্পানির পুনরুজ্জীবন, নয়া শ্রম কোড বাতিল, সেলস প্রোমোশন আইন ১৯৭৬ বহাল রাখা, কর্মীদের জন্য বিধিবদ্ধ কাজের নিয়ম প্রণয়ন ও কর্তৃপক্ষের অনৈতিক নজরদারি এবং হয়রানি বন্ধ করার দাবিতে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে বলে জানান সংগঠনের সদস্যরা। কনভেনশনে ফিল্ড কর্মী সহ জেলা সিটুর নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ সংস্থার জেলা সম্পাদক গগন সরকার ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব পেশ করেন। রাজ্য কমিটির সদস্য অরবিন্দ দাস ধর্মঘটের সমর্থনে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। সমর্থনে বক্তব্য রাখেন জেলার অন্যতম সিটু নেতা অসীম মণ্ডল।

গভীর রাতে ষাঁড় 'পাচার'

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহর ও আশেপাশের এলাকা থেকে পিকআপ ভ্যানে করে ষাঁড় পাচার করা হচ্ছে, এমনই দাবি পশুপ্রেমী সংস্থার সদস্যদের। রায়গঞ্জ পিপল ফর অ্যানিমালস নামে ওই সংস্থার তরফে রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। সংস্থার সভাপতি ভীমনারায়ণ মিত্র জানান, '২ জানুয়ারি গভীর রাতে হাইরোড, সুভাষগঞ্জ ও মোহনবাটি থেকে তিনটি ষাঁড়কে কেউ বা কারা তুলে নিয়ে গিয়েছে।'

সংস্থার সম্পাদক অজয় সাহাও একই অভিযোগ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'এলাকাবাসী জানিয়েছেন দু'দিন আগে বেশ কয়েকটি এলাকা থেকে রাস্তার ষাঁড়গুলি পিকআপ ভ্যানে তুলে নিয়ে গিয়েছে কয়েকজন। তাদের প্রত্যেকের হাতে ধারাল অস্ত্র ছিল। তিনটি ধর্মের ষাঁড় নিয়ে গিয়েছে।' যদিও পুলিশ এই ব্যাপারে কিছু বলতে চায়নি।

রেডিমেড ব্ল্যাঙ্কেটের চাহিদা বাড়ছে

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৪ ডিসেম্বর : ক্রমশ বিলুপ্তির পথে কম্বলশিল্প। শিল্পীদের দাবি, নতুন প্রজন্ম এমন শিল্পে আসতে আগ্রহ হারাচ্ছে। শীতের মরশুম শুরু হতেই বেড়েছে রেডিমেড কম্বলের চাহিদা। ফলে চিন্তায় পড়েছেন বিহার থেকে আসা লেপ তৈরির ধুনকররা। প্রত্যেক বছর করণদিঘি সহ উত্তর দিনাজপুর জেলার বিহার সীমান্ত এলাকা কানকি, পাঞ্জিপাড়া, ইসলামপুর, রায়গঞ্জে শীতের মরশুমে বিহারের বিভিন্ন ছাপড়া, দারভাঙ্গা, বেগুসরাই জেলা থেকে তুলো নিয়ে হাজির হন লেপ ও তোষকের কারিগররা। জেলার বিভিন্ন জায়গায় দোকান ভাড়া নিয়ে তাঁরা তিনমাস ধরে লেপ, তোষক, বালিশ তৈরি করে বিক্রি করেন। দোকানের পাশাপাশি তাঁরা গ্রামের বাড়ি গিয়েও লেপ, তোষক তৈরি করে দেন।

শিল্পী আবদুর রহমান জানান, 'একটা বড় লেপ তৈরি করতে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা খরচ হয়। এখন সিন্থেটিক কম্বল, ব্ল্যাঙ্কেট বাজার ছেয়ে যাওয়ায় লেপের বিক্রি তলানিতে। শ্রমিকের মজুরি দিয়ে একটা বড় কম্বল তৈরি করতে যে খরচ পড়বে, তাতে বাজারে বিক্রি করেও দাম পাওয়া যাবে না।'

সংকটে লেপ তৈরির কারবার

দারভাঙ্গার লেপের কারিগর ইউসুফ আলির কথায়, 'তুলো ও কাপড়ের দাম বৃদ্ধিতে লেপ তোষক তৈরির খরচ কিছুটা বেড়েছে। সেই তুলনায় ব্লাঙ্কেট অনেকটাই সস্তা। একারণেই লেপ তৈরির চাহিদা কমেছে।'

করণদিঘির এক শিক্ষক শ্যামলাল মাহাতো বলেন, 'একটি লেপের দামে দু'টি কম্বল কেনা যায়। তাই প্রতিযোগিতায় কম্বল পিছিয়ে পড়ছে।'

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গিয়ে খোঁজ নেবেন প্রধানরা

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলার ৯৮ জন প্রধানকে এবার থেকে প্রতি সপ্তাহে তাঁদের অঞ্চলের প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং স্কুলগুলি পরিদর্শন করতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি খাবার কেমন দেওয়া হচ্ছে সেসব তাঁদের খোঁজ নিতে হবে। সোমবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বিশেষ সভায় এমনটাই জানিয়েছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল। এদিনের সভায় জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সভাধিপতি পম্পা পাল বলেন, '২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৯টি টিম নিয়ে গাইডলাইন মেনে কাজ শুরু হবে। ১৮ বছরের নীচে যাতে কোনও নাবালিকার বিয়ে না হয় সেদিকে নজরদারি চালানো হবে। সেইসঙ্গে প্রধানরা প্রতি সপ্তাহে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে গিয়ে খাবারের খোঁজ নেবেন এবং প্রাথমিক সহ সমস্ত স্কুলের মিড-ডে মিল কেমন হচ্ছে তা সরেজমিনে দেখবেন।

ভাঙল খুদেদের স্কুলের একাংশ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : যে কোনও দিন নদী-গর্ভে চলে যেতে পারে আস্ত একটি স্কুল, এমনই আশঙ্কার মধ্যে পঠনপাঠন চলছিল রায়গঞ্জ ব্লকের গৌরী অঞ্চলের ভিটিয়ার নয়াটুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল রবিবার। স্কুলের একাংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল নাগর নদীর

আতঙ্কে পড়ুয়ারা

গর্ভে। স্কুল বন্ধ থাকায় বড়সুড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচল পড়ুয়ারা।

ওই সময় স্কুলের মাঠে খেলাধুলা করছিল গ্রামের কচিকাঁচারা।এমন ঘটনা দেখতেই তারা স্কুল ভবনের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। খবর পেয়ে আসেন গ্রামবাসী। এরপর বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের খবর দেওয়া হয়। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অরুণচন্দ্র দাস ইতিমধ্যে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সাব্বির আহমেদকে জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'স্কুল চলাকালীন এমন ঘটনা ঘটলে বড়সুড়ো দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। যে কোনওদিন নদীগর্ভে চলে যেতে পারে আমাদের বিদ্যালয়টি। আতঙ্কের মধ্যে স্কুলের বারান্দায় ক্লাস করতে হচ্ছে।

আশঙ্কার মধ্যে পড়েছেন পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবক ও শিক্ষকেরা। সকলেরই অভিযোগ, কয়েক বছর ধরে এমন বিপদের মধ্যে পড়াশোনা চলছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শিক্ষা দপ্তর সবাইকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।'

গ্রামের মানুষের দাবি কয়েকটি বন্যার কারণে নদী বাঁধ ভাঙতে ভাঙতে স্কুলের পাশে চলে এসেছে নাগর নদীর গতিপথ। ইতিমধ্যে বিদ্যালয়ের ভবনের কয়েক জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছে। ছাদের চাঙড় ভেঙে পড়েছে। ১৫৭জন পড়ুয়াকে নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে চলছে পঠনপাঠন।

পড়ুয়াদের দাবি, প্রি-নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে পড়াশোনা হলেও নেই পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ। ৬টি ক্লাসের জন্য আছে ২টি শ্রেণিকক্ষ। ফলে একটি ক্লাসের পড়ুয়ারা বের হয়ে যাওয়ার পর অন্য ক্লাসের পড়ুয়াদের ক্লাস নেন শিক্ষকেরা।

স্থানীয় বাসিন্দা খাইরুল মহম্মদ আতঙ্কের সুরে বলেন, 'আজ একটি দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। আগামীতে পুরো স্কুল চলে যাবে। সরকারের তরফে যদি নদীর দিকটা পাথর দিয়ে গার্ডওয়াল করে দেওয়া না হয় তাহলে যে কোনও দিন স্কুল নদী-গর্ভে চলে যাবে।' অভিভাবিকা রুকসানা খাতুন বলেন, 'নাগর নদীর গতিপথ স্কুল বিল্ডিং থেকে অনেক দূরে ছিল। বন্যা ও বর্ষায় ভাঙতে ভাঙতে একেবারে নদীর পাড়ে এসে গিয়েছে স্কুলবাড়িটি। লাগাতার ভারী বৃষ্টি হলে বা নদীতে কিছুটা জল বাড়লে গোটা স্কুলবাড়িটাই তলিয়ে যাবে। বাড়ির কাছাকাছি আর কোনও স্কুল না থাকায় বাধ্য হয়ে ছেলেকে পাঠাতে হচ্ছে। খুব ভয়ে আমরাও আছি।'

বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া নাজিম শেখ জানায়, 'একটি দেওয়াল তলিয়ে যাওয়ায় এখন স্কুল ঘরে ঢুকতে আরও ভয় করছে।' একই কথা পঞ্চম শ্রেণির সাবিনা ইয়াসমিনের, 'স্কুলটি নিয়ে গেলে ভালো হয়।'

রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীর সাফাই, 'ভাঙন ওই এলাকার একটি বড় সমস্যা। প্রশাসনের তরফে বেশ কিছু জায়গায় পাথর দিয়ে নদী বাঁধ বাধানো হয়েছে। নয়াটুলি গ্রামের মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।'

ভিটিয়ার নয়াটুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই অংশটি ভেঙে পড়ে। সোমবার তোলা সংবাদচিত্র।

শিশু-প্রসূতিদের রান্না ক্লাবঘরের বারান্দায়

আট বছর ছাউনিহীন বোমকার অঙ্গনওয়াড়ি

গৌতম দাস

গাজোল, ৪ ডিসেম্বর : ঘর বলতে একটা টিনের ছাউনি। তার চাল উড়েছে আট বছর হতে চলল। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এমন বেহাল দশার কথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হতেই পরিদর্শনে আসেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। এরপরেও সাত মাস কেটে গিয়েছে তবু হাল ফেরেনি কেন্দ্রের। ভাঙা ঘরের জন্য ক্লাবঘরের বারান্দায় রান্না করতে হয় কর্মীদের। ঘরের অভাবে খুদেদের এই কেন্দ্রে পাঠাতে পারছেন না অভিভাবকরা। এই অবস্থায় ক্ষোভ বাড়ছে গাজোল-১ পঞ্চায়েতের বোমকা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে।

ওই কেন্দ্রের কর্মী মণিকা ভৌমিকের অভিযোগ, 'প্রায় ৭-৮ বছর ধরে আইসিডিএস কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা। বেশ কয়েকবার পরিদর্শন করেছেন প্রশাসনিক কর্তারা। কিন্তু ঘরের চাল মেরামত হয়নি। আমরা সেন্টারে বাচ্চাদের জন্য কোনওরকমে খাবার তৈরি করি, অভিভাবকরা খাবার নিয়ে যায়। কিন্তু ঘরের বেহাল অবস্থার জন্য বাচ্চাদের পড়াশোনা করানো সম্ভব হয় না।'

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন অভিভাবক লিপিকা মণ্ডল। তিনি জানালেন, 'সেন্টারের টিনের ছাদ নেই। ঘরের মেঝে ও দেওয়ালের জীর্ণ দশা। আমরা ভয়ে বাচ্চাদের এখানে পাঠাচ্ছি না। যে-কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, সিডিপিও, বিডিও সবার কাছেই আবেদন জানিয়েছিলাম। কমপক্ষে একটি ত্রিপল দিয়ে ঘরের চাল ঢেকে দেওয়া হোক। কিন্তু সেই কাজটিও করা হয়নি।'

স্থানীয়দের দাবি, প্রবল ঝড়ে এই আইসিডিএস কেন্দ্রের চাল উড়ে গিয়েছে। চাল মেরামতের জন্য আইসিডিএস কেন্দ্রের কর্মী বহু জায়গায় দরবার করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও মেরামত হয়নি। ঝুঁকি নিয়ে কর্মী ও সহায়িকারা কাজ করছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই সমস্যার কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় প্রকাশিত হয়। এরপর এপ্রিল মাসে ওই কেন্দ্র পরিদর্শন করেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিও আশ্বাস দিয়েছিলেন মেরামতের। কিন্তু বছর শেষ হতে চললেও এখনও মেরামত হয়নি আইসিডিএস কেন্দ্রের চাল। যার ফলে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়।

তবে বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাসের বক্তব্য, 'কয়েকদিন হল আমি এই ব্লকের দায়িত্ব নিয়েছি। বিভিন্ন আইসিডিএস কেন্দ্র সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি। বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের বেহাল অবস্থার কথা জানতে পেরেছি। বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির সঙ্গে কথা হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, বেহাল এই কেন্দ্রগুলি মেরামত করার কাজ শুরু হবে।'

আশ্বাস দিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনও। তাঁর কথায়, 'বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং শিশুশিক্ষাকেন্দ্রগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। বোমকা কেন্দ্রের কাছ থেকে কোনও আবেদনপত্র পাইনি আমরা। হয়তো আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে জমা দিয়েছেন। বিডিওর সঙ্গে আলোচনা করে খুব তাড়াতাড়ি ওই কেন্দ্র মেরামতের কাজে হাত লাগানো হবে।'

তবে শুধু আশ্বাস ও পরিদর্শন নয়, এবার অবিলম্বে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র মেরামত করা হোক, এমনই দাবিতে সরব অভিভাবকরা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভগ্নদশার চিত্র। – পঙ্কজ ঘোষ

অন্য সংস্করণের খবর

অন্তর্দ্বন্দ্ব

কোচবিহার : দিনহাটা পুরসভায় আদি-নব্য দ্বন্দ্ব। উদয়ন অনুগামী বনাম উদয়ন বিরোধী গোষ্ঠীর কোন্দল ক্রমশ বাড়ছে

কোচবিহার

পুরসভার অন্দরে। পাত্তা পাচ্ছেন না বলে সরব আদি তৃণমূল কাউন্সিলাররা। সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন সেই বিষয়েই চর্চা।

বন্য দত্তক

কোচবিহার : দুটি চিতা বাঘের জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ হল। ১৯১টি চিতল হরিণের জন্য বছরে দশ হাজার টাকা। এগারোটি ঘড়িয়ালের জন্য পনেরো হাজার টাকা। পাইথনের জন্য পনেরো হাজার টাকা। ম্যাকাওয়ের জন্য দশ হাজার। আমেরিকান ফ্রিজেন্ট-এর জন্য সাত হাজার টাকা। রসিকবিলে চালু হল দত্তক নেওয়ার ব্যবস্থা। প্রথমে একটি মেছোবিড়াল দত্তক নিলেন এসপি।

হাতাহাতি

আলিপুরদুয়ার : ভিজিটিং আওয়ার্সে রোগীর সঙ্গে দেখা করা নিয়ে পরিজনদের সঙ্গে জেলা

আলিপুরদুয়ার

হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের মারামারি। রক্তাক্ত পরিজন।

হাতি অভিযান

হাতি নিয়ে অভিযানের পদ্ধতি পরিবর্তন করল। এখন চেষ্টা করা হবে সুন্দরের খোঁজ পেলে দূরে হাতি রেখে পায়ে হেটে ঘুমপাড়ানি গুলি করার। কারণ হাতিদের গন্ধ পেতেই পালিয়ে যাচ্ছে ও।

খুনি হাতি

জলপাইগুড়ি : খুনি হাতির আতঙ্ক কাটছে না। গত কালকের পর হাতির আতঙ্কে এদিনও গরুমারার জঙ্গলে দুই শিফটের সাফারি বন্ধ রাখল বন দপ্তর। বন দপ্তর হাতিটির গতিবিধির ওপর

জলপাইগুড়ি

নজর রাখলেও, বনকর্মীদের চোখে ধুলো দিয়ে এই দিনও বেশ কয়েকবার জাতীয় সড়কে উঠে পড়ে দাঁতাল হাতিটি। যদিও এদিন হাতিটির কাউকে আক্রমণ বা তাড়া করার কোনও খবর মেলেনি। জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফ ও বিকাশ ভি জানান, হাতিটি বর্তমানে মস্তিতে রয়েছে।

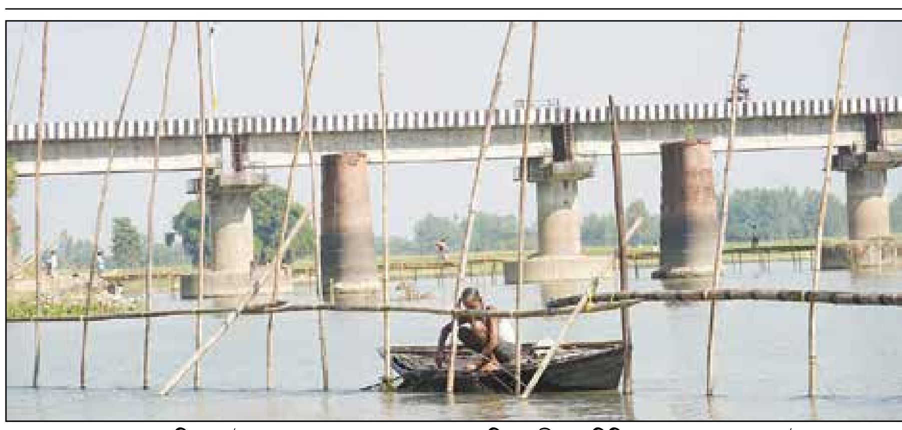

মৎস্য মারিব, খাইব সুখে... । সোমবার রায়গঞ্জে কুলিক নদীতে ছবিটি তুলেছেন সুকুমার বাড়ই।

স্ত্রীকে খুনের দায়ে ধৃত স্বামী

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : স্ত্রীর গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে খুন করার অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের নাম দুলাল মহম্মদ (৪০)। বাড়ি শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কাশিমপুর গ্রামে। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮(এ) ও ৩০৬ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। সোমবার রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী পিন্টু ঘোষ জানান, 'অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। আজ ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।'

মৃত বধূর নাম বুলি খাতুন। শনিবার রাত ১০টা নাগাদ অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। রাতেই মারা যান তিনি। তাঁর বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, শনিবার রাতে বুলির গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয় তার স্বামী। দীর্ঘদিন ধরেই সে বুলির উপর নির্যাতন চালাত। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। রবিবার বুলির দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেলে পাঠানো হয়।

চোরাই বাইক সহ ধৃত দুষ্কৃতী

ইটাহার, ৪ ডিসেম্বর : চুরি হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই চোরকে পাকড়াও করে চোরাই মোটরবাইক উদ্ধার করল ইটাহার থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম সাহেব আলি। তার বাড়ি মালদার চাঁচল থানার বাকিপুরে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত যুবক একজন দাগী অপরাধী। মালদার পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে মোটরবাইক চুরি করেই সে জীবিকানির্বাহ করে।

পুলিশ জানিয়েছে, ২৭ নভেম্বর ইটাহার থানার দুর্গাপুর অঞ্চলের কমলাই গ্রামে একটি দোকানের সামনে থেকে সমীর বর্মন নামে এক ব্যক্তির মোটরবাইক চুরি হয়। লিখিত অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে ইটাহার থানার পুলিশ। সূত্র মারফত পুলিশ জানতে পারে, চাঁচলের বাকিপুরের সাহেব আলি এই ঘটনায় জড়িত। সাহেবকে পাকড়াও করতে ফাঁদ পাতে পুলিশ। কৌশলে লোক মারফত টোপ দিয়ে ২৯ নভেম্বর ইটাহারের কাপাসিয়া অঞ্চলের কামাড়ডাঙা গ্রামের রাসমেলায় সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসা হয়। আড়ালে ওঁত পেতে ছিল ইটাহার থানার পুলিশ। মেলায় পৌঁছোতেই তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে তদন্তের স্বার্থে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। লাগাতার জেরা চালাতেই পুলিশের কাছে ওই মোটরবাইক চুরির কথা স্বীকার করে সাহেব। এরপরেই তাকে সঙ্গে নিয়ে চাঁচল থানার পুলিশের সহযোগিতায় সাহেবের বাড়ি থেকে সমীর বর্মনের খোয়া যাওয়া মোটরবাইকটি উদ্ধার করা হয়। হেপাজতের মেয়াদ শেষে সোমবার তদন্তের রিপোর্ট সহ সাহেব আলিকে আদালতে হাজির করে পুলিশ।

কর্ণরাজার পুকুরকে সাজিয়ে ইকো পার্ক

করণদিঘি, ৪ ডিসেম্বর : করণদিঘির ঐতিহ্যবাহী কর্ণরাজার পুকুরকে সাজিয়ে ইকো পার্ক তৈরি করতে বিশেষ উদ্যোগ নিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের তরুণ তুর্কি বিধায়ক গৌতম পাল। জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সামনে এলাকার ঐতিহ্যবাহী কর্ণরাজার পুকুরের গৌরবময় কথা ও কাহিনী তুলে ধরেন স্থানীয় বিধায়ক।

করণদিঘির বিধায়ক গৌতম পাল জানান, 'মাসখানেক আগে জেলা শাসক কর্ণরাজার পুকুর পরিদর্শনের পরে ইকো পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পার্ক তৈরি সহ পুকুরের পাড় বাঁধাই করা হবে। বাতিস্তম্ভ বসানো সহ পুকুরের চারিদিকে গড়ে তোলা হবে ছোট কুটির। আনুমানিক বরাদ্দের পরিমাণ দুই কোটি তিরিশ লক্ষ টাকা। কর্ণদিঘিতে প্রতি বছর দুইবার ১৫ দিন টিকিট কেটে মৎস্যপ্রেমীরা মাছ ধরতে আসেন। ইকো পার্কে মৎস্যপ্রেমীদের মাছ ধরার জন্য থাকবে ছোট কুটির। তাঁরা এই ঘরে থাকতে পারবেন।'

স্থানীয় শিক্ষক শ্যামলাল মাহাতো জানান, 'করণদিঘি এলাকার সাধারণ মানুষের আবেগের জায়গা কর্ণদিঘি যা কর্ণরাজার পুকুর বলেই পরিচিত। শিরুয়া উৎসব মূলত রাজবংশীদের কাদা খেলার উৎসব। পাড়ায় কাদামাটি খেলার পরে নারী ও পুরুষ উভয়েই কর্ণরাজার এই পুকুরে স্নান করেন ও পুজো দেন। কর্ণদিঘির অদূরে রয়েছে একটি মাজার। কর্ণদিঘিতে স্নান সেরে মাজারে চাদর চড়ান এলাকার হিন্দু ও মুসলিম ভাইয়েরা। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের মেলবন্ধন ঘটায় এই কর্ণদিঘির পুকুর।'

করণদিঘি ব্লকের বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরীর মতে, 'কর্ণদিঘি পুকুরকে কেন্দ্র করে জেলা পরিষদ ও করণদিঘি পঞ্চায়েত সমিতি সহ অন্যান্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।'

বসল নতুন বাতিস্তম্ভ

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ৪ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে নড়ে-চড়ে বসল রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তর। নতুন বাতিস্তম্ভ বসানোয় বুনিয়াদপুর পুরসভার আট নং ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লী রেল কোয়ার্টার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা খুশি।

গত ২৯ নভেম্বর পত্রিকা এই বাতিস্তম্ভ নিয়ে একটি খবর প্রকাশ

উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জের

করে, যেখানে তুলে ধরা হয়েছিল বাসিন্দাদের উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। ছিল চাপা ক্ষোভ। ক্ষোভের অন্যতম কারণ, পুরনো বাতিস্তম্ভ নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তর ও রেলের মধ্যে দায় নিয়ে তরজা। বিদ্যুৎ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'রেলের বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য পোলগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।' তবে তিনি এও জানান, 'দপ্তরের কর্মীরা শীঘ্রই সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবেন।'

খবর প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে সোমবার রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা রামকৃষ্ণপল্লি পৌঁছে সেখানকার পুরনো তিনটি বাতিস্তম্ভ সরিয়ে নতুন তিনটি বাতিস্তম্ভ বসায়। কাজ তদারকি করেন বিদ্যুৎ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ বিশ্বাস। ছিলেন দপ্তরের অন্যান্য পদস্থকর্তারা। নতুন বাতিস্তম্ভ পেয়ে খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

সম্মেলন

ইটাহার, ৪ ডিসেম্বর : ব্লক মানবিক বিশেষভাবে সক্ষম কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ইটাহারে। এই উপলক্ষ্যে ইটাহার চৌরাস্তা মোড়ে বাসস্ট্যান্ড চত্বরে একটি জনসভার আয়োজন করেন প্রতিবন্ধীরা। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল। সভাধিপতি ছাড়াও এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদ সদস্য শায়েস্তা আলম ও ইটাহার পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি আব্দুস সামাদ। নিজেদের দাবিদাওয়ার কথা তুলে ধরেন কমিটির সম্পাদক আব্দুল মালেক, সদস্য রেবতী দাস প্রমুখ।

বোল্লামেলার শেষে দেবীর অলংকার ব্যাংকে

সাজাহান আলি

পতিরাম, ৪ ডিসেম্বর : সোমবার সন্ধ্যায় অগণিত ভক্তের জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে বিসর্জন হল বোল্লা রক্ষাকালীর। বিসর্জনের সঙ্গে শেষ হল চার দিনের মেলা। ঘাটে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দেবীর পরনে ১০ কেজি সোনার ও ১৩ কেজি রুপোর এবং হীরের আংটি সহ সমস্ত অলংকার খুলে বিশেষ বাক্সে বন্দি করা হয়। পরের দিকে কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ওই বাক্স ব্যাংকের লকারে পাঠানো হয় ।

শুক্রবার সকাল থেকে হাজার হাজার ভক্তের আগমনে যে মেলা শুরু হয়েছিল এদিন সন্ধ্যায় রক্ষাকালী প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তা আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয়। বিসর্জন ঘিরে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন ছিল, তেমনই যানবাহনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ ছিল নজর কাড়ার মতো। এদিনের কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও বিসর্জন পর্ব নজরদারির জন্য বোল্লা মন্দির চত্বরে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ নাসিম, ডিএসপি (হেড কোয়ার্টার) সোমনাথ ঝা, পতিরাম থানার ওসি সংকার স্যাংবো সহ সমস্ত শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক। মোতায়েন করা হয় বিভিন্ন থানার আইসি সহ কয়েকশো পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ার। ঘাটে মোতায়েন করা হয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ডুবুরি। সোমবার বিসর্জন পর্ব শুরু হতে অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেকটা দেরি হয়। বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ প্রথম ঘট বিসর্জন শুরু হয় মন্দিরের নিজস্ব পুকুরে। তারপর বিকেল পাঁচটা নাগাদ রক্ষাকালী প্রতিমাকে দড়ির সাহায্যে টেনে মন্দির থেকে বাইরে বের করা হয়। দেবীকে চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী দক্ষিণ দিক বরাবর প্রায় ১০০ মিটার টেনে নিয়ে আবার পিছন দিকে আগের জায়গায় নিয়ে আসা হয়। এইভাবে দক্ষিণ-উত্তর দিক বরাবর তিনবার নিয়ে যাওয়া ও নিয়ে আসার পর শেষ পর্যন্ত পূর্ব দিকে মুখ করে মন্দিরের নিজস্ব পুকুরঘাটে দেবীকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য দাঁড় করানো হয়। বিসর্জন পর্বে মৃন্ময় দেবীর রশিতে টান দেওয়ার জন্য শত শত ভক্তের হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সকলেই চাইছিলেন, বিদায় বেলায় অন্তত একবার দড়ি স্পর্শ করে নিজের আবেগ ও ভক্তিকে দেবীর কাছে সমর্পণ করতে।

উল্লেখ্য, রবিবার মেলায় রেকর্ডসংখ্যক ভিড় হয়েছিল। সোমবার সকাল থেকে মেলা প্রাঙ্গণে তেমন ভিড় না হলেও মন্দির চত্বরে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। শেষ দুই দিনে পুলিশের হাতে আরও ২৫ জন পকেটমার ধরা পড়ে। এর আগে শুক্রবার প্রথম দিনের মেলায় ৩৫ জন পকেটমার গ্রেফতার হয়েছিল। সব মিলিয়ে এবছরের বোল্লা মেলায় গ্রেপ্তার হওয়া পকেটমারের সংখ্যা মোট ৬০ জন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এদিকে রবিবার সপরিবারে বোল্লা কালীমন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তাঁর কথায় শৈশবেও এ মেলায় তিনি এসেছিলেন। তাই রবিবার তিনি হয়ে পড়েন নস্টালজিক। সাংসদ চলে যান 'ফানি গান পয়েন্টে'। খেলনা বন্দুক দিয়ে থরে থরে সাজানো বেশ কয়েকটা বেলুন ফাটান। অব্যর্থ নিশানা দেখে বিস্মিত কর্মী-সমর্থকরা। এমনকি সাধারণ মানুষও। অনেককে বলতে শোনা গেল-'সুকান্তবাবুর নিশানা একেবারে ফাস্ট বোলারের এর মতো। সব ডেলিভারিতেই ক্লিন বোল্ড।' পুজো দিতে এসে সাংসদ এক ঢিলে দুই পাখি মারলেন। পুজো দেওয়া হল, হল জনসংযোগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাঁর সাংসদ তহবিলের প্রায় ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবছরই প্রথম বোল্লা বাসস্ট্যান্ডের কাছে বিরাটাকার একটি প্রবেশদ্বার তৈরি হয়েছে। কয়েকদিন আগে প্রবেশদ্বারের উদ্বোধন করেন সুকান্ত মজুমদার। কেমন লাগছে? হাসি মুখে জানালেন, 'লক্ষ মানুষের সমাগমে এসে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে।'

নিরঞ্জনের পথে বোল্লা রক্ষাকালী। (বাঁদিকে)। অন্য মেজাজে সাংসদ সুকান্ত। (ডান দিকে)। – সংবাদচিত্র

বিশিষ্ট গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের জন্ম ১৯২৫ সালে আজকের দিনে।

১৯৫১ সালে আজকের দিনে প্রয়াত হন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী, লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মঙ্গলবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৯৬ সংখ্যা

রাজনীতির রকমসকম

বিরোধীদের এখন নরেন্দ্র মোদি বলতেই পারেন, খামোশ। বলতে শুরু করেছেনও। চার রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের পরদিনই। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, হারের রাগ যেন বিরোধীরা সংসদে উগরে না দেয়। অর্থাৎ সংসদে সব সমালোচনা আটকে দেওয়ার নয়া কৌশল। তাঁর পরামর্শ, পরাজয় থেকে শিক্ষা নেওয়ার এটাই সুযোগ বিরোধীদের। সরাসরি খামোশ শব্দটি না বললেও ফল প্রকাশের রাতে বুঝিয়ে দিলেন, ইডি-সিবিআইয়ের তৎপরতায় সামান্যতম লাগাম পরবে না।

বিজেপির এখন আর হারানোর কিছু নেই। বরং বিরোধীদের হারানোর জন্য পড়ে আছে গোটা দেশ। হঠাৎ একটা কর্ণাটক, হিমাচলপ্রদেশ কিংবা পঞ্জাব বাদ দিলে কার্যত একে একে নিভিছে দেউটি। হারাধনের ১০টি ছেলের পরিণতির অপেক্ষায় যেন বিরোধীরা। শুধু রাজ্য হারানো নয়, সংসদীয়, পরিষদীয় মানচিত্রে লুপ্তপ্রায় হয়ে উঠছে বিভিন্ন দল। যেমন রাজস্থানে টিমটিম করে তিনটি আসনে সিপিএমের এতদিনের অস্তিত্ব এই নির্বাচনি ফলাফলে মুছে গেল গেরুয়া ধাক্কায়।

সদ্য ঘোষিত ভোটের এই ফলাফলকে শুধু বিজেপির দলগত জয় হিসেবে ধরলে ভুল হবে। এই সাফল্যকে গেরুয়া শিবিরের ভাবনার জয় হিসেবে দেখা বরং ভালো। সেই ভাবনার মোকাবিলা করতে না পারলে অপারেশন লোটাসের গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠা নিশ্চিত। জনমানসে সেই ভাবনার বীজ ইতিমধ্যে অনেকটাই গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে। একা বিজেপি নয়, দীর্ঘ পরিকল্পনায় অনেকদিন ধরে ধীরে ধীরে এই বীজ বপনের কাজটি করে গিয়েছে সংঘ পরিবার।

হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী বিভিন্ন সংগঠন সেই কাজে নিরলস সংগত করে চলেছে। যা সবসময় সাদা চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু সমাজের গোড়ায় নীরবে ভাবনা সিঞ্চন করে মহীরুহ গড়ার কাজ ইতিমধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। সেই ভাবনা মোকাবিলার নামে আরেক ধরনের ভুল করে চলেছে বিরোধীরা। নরম হিন্দুত্বের মতো সোনার পাথরবাটিকে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরে ব্যর্থ চেষ্টা চলছে।

রাহুল গান্ধি, কমল নাথ, এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিষ্ফল পথের পথিক। শুধু ধর্ম নয়, সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র, এমনকি ভাষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে ভিন্ন এক ধরনের ভাবনাকে জারিত করে দেওয়া হচ্ছে জনমনে। ভাবনাটির ভিত এত শক্তিশালী যে তার সামনে তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে অনাহার-অর্ধাহার, বেকারত্ব, জীবন-জীবিকার সংকট। চাকরি না পাওয়ার যন্ত্রণা ঢেকে নবীন প্রজন্মের মধ্যে নীতি পুলিশ হয়ে ওঠার মরিয়া চেষ্টা দেখা যায় এই কারণে।

বহুত্ববাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ইত্যাদি ধারণাগুলি সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলেও তার ভিত ধীরে ধীরে আলগা হয়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগে সমাজে গেঁড়ে বসেছে ভিন্ন ভাবনা। এখনকার বিরোধী দলগুলি কখনও না কখনও কেন্দ্রে বা বিভিন্ন রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় ছিল। সংবিধানের মূল ধারণাগুলির ভিত আলগা হয়ে যাওয়ার পিছনে তাদের দায় কম নয়। পাশাপাশি ভিন্ন ভাবনার জাঁকিয়ে বসাকে সেই শাসকরা তুচ্ছ জ্ঞান করেছে।

আজ যখন সেই ভাবনা মহীরুহের চেহারা নিচ্ছে, তখন করণীয় সম্পর্কে বিরোধীরা দিশেহারা, ছন্নছাড়া। 'ইন্ডিয়া' জোট গঠনের পিছনে যেন শুধু পাখির চোখ ছিল কেন্দ্রের ক্ষমতা দখল। অথচ সেই লক্ষ্যে রাজ্যে রাজ্যে জমি তৈরিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। যেজন্য পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে 'ইন্ডিয়া'র কোনও প্রতিফলন ছিল না। না ঐক্যে, না ভাবনায়। বরং ছিল 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে রাগ, ক্ষোভ, বিদ্বেষ।

কংগ্রেসের একা চলো নীতি ও দাদাগিরির মানসিকতা অন্য শরিকদের আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ফলে ঢাকঢোল পিটিয়ে অনেক প্রত্যাশা জাগানোর কথা বলে যে জোট তৈরি হয়েছিল, তার সুতো ইতিমধ্যে ছিঁড়ে গিয়েছে। সেই বন্ধন নতুন করে জোড়া খুব সহজ নয়।

গোবলয়ে আসলে মোদির জয়, নাকি দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতির পরাজয়

দীপ্তেন্দ্র রায়চৌধুরী

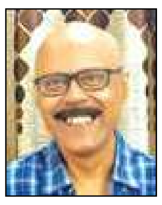

আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে টমাস গ্রে তাঁর এক কবিতায় বলেছিলেন 'ইগনরেন্স ইজ ব্লিস'। ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন। আমাদের দেশের মানুষের অবশ্য কথাটা জানা। তাঁরা বহু হাজার বছর ধরে এই দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছেন। তাঁরা ভোট দেওয়ার সময় নিজেদের প্রগতিকে সবকিছুর উপরে রাখেন। পশ্চিমবঙ্গে কাজ নেই, শিল্প নেই, সেসবের কথা তুলে ধরার মতো বিরোধী পক্ষও নেই। তাই পাঁচশো টাকাকেই আঁকড়ে ধরেন মানুষ। তাছাড়া ২০২১ সালে ভাগ্যনির্ণয় করে দিয়েছিল ৩০ শতাংশ মুসলিম ভোট, যা সঙ্গে এসে গেলে হিন্দুদের এক-চতুর্থাংশ ভোটই বৈতরণি পার করে দেয়। মুসলিম মেরুকরণ ঘটেছিল বিজেপির ভয়ে, আর যে হিন্দুরা ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই দুর্নীতির বিস্তৃত জাল থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লাভবান হয়েছিলেন।

এবার চার রাজ্যের মানুষও ঠিক সেভাবেই ভোট দিয়েছেন। রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও তেলেঙ্গানার মানুষ অবশ্যই সরকারি দুর্নীতি নিয়ে বিব্রত ছিলেন। তার কারণ ওখানে দুর্নীতির জাল পরিকল্পিতভাবে এত দূর বিস্তৃত করে দেওয়া সম্ভব হয়নি যে বহু মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হবেন।

মধ্যপ্রদেশে বিজেপি জিততেই অনেকে বলতে শুরু করেছেন, বাংলার অনুকরণে 'লাডলি বহেন' প্রকল্প চালু করে বিজেপি সাফল্য পেয়েছে। আদৌ নয়। কারণ, প্রকল্পটি বাংলার মতো একেবারেই নয়। বাংলায় যাঁদের কোনও প্রয়োজন নেই, তাঁদের পাঁচশো টাকা দেওয়া হচ্ছে, যা সরকারি কোষাগারের অপব্যবহার ও অনৈতিক কাজ (কারণ এর দায় বহন করতে হয় গরিবতম মানুষকেও, যাঁরা পণ্য বা পরিষেবা ক্রয়ের সময় জিএসটি দেন)। মধ্যপ্রদেশে এটা টার্গেটেড বা লক্ষ্যযুক্ত কর্মসূচি, যেখানে আন্ডারপ্রিভিলেজড বা সুবিধাবঞ্চিত নারী ও মেয়েদের মাসে ১,২৫০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এ হল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। এটা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া ২০০৭ সাল থেকে সেখানে লাডলি লক্ষ্মী প্রকল্পও চালু আছে।

আরও অনেক ঘটনা আমাদের অলক্ষে ঘটে যায়, কিন্তু মানুষের রায়ে তা প্রতিফলিত হয়। মধ্যপ্রদেশে ২০০৫ সালে শিবরাজ সিং চৌহান মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই কৃষির উন্নয়নে মন দেন। তাঁর লাগাতার প্রয়াসের ফলে গত দশ বছরে কৃষির বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬.১ শতাংশ, যেখানে সারা দেশে তা ৩.৯ শতাংশ।

এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখতে হবে। মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণাংশ কিছুটা ভালো বৃষ্টিপাত পেলেও তা বাংলার মতো নয়, আর উত্তরাংশের জমি অনুর্বর। সেই রাজ্যে কৃষির এই অগ্রগতি অসামান্য কৃতিত্বের। সেই কারণেও ভোট এসেছে। নাহলে তো কোথাও প্রায় ৫০ শতাংশ ভোট কোনও দল সাধারণত পায় না। কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন, তাহলে পাঁচ বছর আগে কংগ্রেস জিতেছিল কী করে! ২০১৮ সালে কংগ্রেস ৫টা আসন বেশি পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বিজেপি কংগ্রেসের চেয়ে ভোট (০.৩ শতাংশ) বেশি পেয়েছিল।

এবার ছত্তিশগড়ে আমাদের অলক্ষে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা বলি। সেখানকার সাজা বিধানসভা কেন্দ্রে এক শ্রমিক, বিজেপির ঈশ্বর সাহু, হারিয়ে দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ও সাতবারের বিধায়ক রবীন্দ্র চৌবেকে। কে এই ঈশ্বর সাহু? তিনি মুসলিম জনতার আক্রমণে প্রাণ হারানো এক সন্তানের পিতা, যিনি আজ অবধি ন্যায়বিচার পাননি। এসব কথা কেউ লেখে না। কারণ এখানে মিডিয়ায় ইতালির মাফিয়ার মতোই চালু আছে ওমেরতা, অর্থাৎ নীরবতার শপথ। কিন্তু সত্য তো সত্যই। হিন্দু জনতার আক্রমণে মুসলিম মানুষ মারা গেলে মুসলিমদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া তো হবেই। আবার মুসলিমদের আক্রমণে হিন্দুরা মারা গেলে হিন্দুদের মনেও তার প্রতিক্রিয়া হবে। এই ভয়ংকর ক্ষতে সম্প্রদায়নির্বিশেষে মলম লাগাতে পারে শুধুই ন্যায়বিচার। যেখানে ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না, সেখানে সেই আগুন প্রচ্ছন্নভাবে, সংগোপনে ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর। ছত্তিশগড় ছোট রাজ্য। এমন ঘটনার প্রভাব কিছু নাহলেও প্রায় অর্ধেক আসনে তো পড়বেই।

আমরা এগুলোকে 'হিন্দুত্ব' বা 'মেরুকরণ' বলে ব্র্যাকেট করে দিই। কেউ প্রশ্ন করতে পারেন ছত্তিশগড়ে ঈশ্বর সাহুর জয় কি হিন্দু মেরুকরণ বোঝাচ্ছে না? নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে। কিন্তু তার মূলগত কারণ হল মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকার যারা লঙ্ঘন করবে কর্মফল তাদের তাড়া করবেই। যেমন ২০২১-এ পশ্চিমবঙ্গে ন্যায্য কারণে মুসলিম মেরুকরণ ঘটেছিল (মিডিয়া বা স্বঘোষিত সেকুলারদের অনেকেই অবশ্য মুসলিমদের ক্ষেত্রে মেরুকরণ শব্দটা ব্যবহার করে না)। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা রাজ্যে এসে হিন্দুদের আশ্বাস দিলেও বলতে ভুলে গিয়েছিলেন, বা ইচ্ছা করে বলেননি, এনআরসি হলে ভারতীয় মুসলমানদের কোনও ভয় নেই। বিজেপিও এই রাজ্যে কর্মফল ভোগ করেছিল।

নরেন্দ্র মোদি যেহেতু প্রধানমন্ত্রী, তাই চার রাজ্যে ভোটের ফলের কৃতিত্ব বা ব্যর্থতা দুটোই তাঁর বলে গণ্য হবে। তাছাড়া এই জয় তাঁর ২০২৪-এর পথ অনেকটা মসৃণ করে দিল। চার রাজ্যের ৮২ লোকসভা আসনের মধ্যে ২০১৯-এ তিনি পেয়েছিলেন ৬৫ আসন। লোকসভা ভোটের চার মাস আগে দেখা যাচ্ছে বিধানসভার ফলের নিরিখে এই আসনসংখ্যা কমছে তো না, বরং বাড়ছে। তা ছাড়া মোদি আবার প্রায় সর্বত্র বিধানসভায় দল যত ভোট পায়, লোকসভার ভোটে তার থেকে বেশি ভোট পান। কাজেই ওই ৮২ আসন থেকে ৭২টা তিনি পেতেই পারেন। তারপর উত্তরপ্রদেশ সহ দেশের বাকি সাড়ে চারশোরও বেশি আসন থেকে ২০০টা পেলেই তো কেল্লা ফতে হবে।

কিন্তু এই কৃতিত্বের সবটাই মোদির নয়। উপরে যেসব বিষয়ের কথা বলেছি সেগুলো এবং তার পাশাপাশি বিরোধীদের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রচারও এই ফলাফলের কারণ। সনাতন ধর্মকে ইন্ডিয়া নামক জোটের শরিক বিশ্রীভাবে আক্রমণ করলে তার প্রভাব তো পড়বেই। জাত শুমারির মতো পশ্চাৎমুখী বিষয়কে ইস্যু করলে যে ওবিসিদের সমর্থনও পাওয়া যায় না, তা রাহুল গান্ধি জানেন না। সমর্থন পাওয়া যায় না, কারণ সরকারি চাকরিই নেই। তাহলে জাত শুমারি কোন কাজে লাগবে? তাছাড়া মোদিকে 'ফ্যাসিস্ট' বললে হেরে যাওয়ার গায়ের ঝাল মেটানো যায়, কিন্তু মানুষ তা গ্রাহ্য করেন না। কারণ মানুষ জানেন মোদি যদি সত্যিই হিটলার হতেন, তাহলে যাঁরা তাঁকে ফ্যাসিস্ট বলছেন তাঁরা পরের দিন 'অদৃশ্য' হয়ে যেতেন। তা তো হয় না। দশ বছর ধরে তো তাঁরা এসব বলেই চলেছেন। আদানি আর মোদির যোগসাজশের কথা বলা হচ্ছে। অতীতে আম্বানি আর কংগ্রেস নেতাদের যোগসাজশ ছিল না?

এখন কিন্তু কেন্দ্রের সাফল্যের চেয়ে বেশি করে 'মোদি ম্যাজিক'-এর প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছে বিরোধীদের প্রমাণিত দুর্নীতি, দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজকর্ম ও কথাবার্তা, এবং বিশ্বাসযোগ্যতাহীন প্রচার। কাজেই মোদি ম্যাজিক যে ২০২৪-এও কাজ করতে পারে, তাতে বেশি সংশয় কোথায়?

(লেখক সাংবাদিক)

টেস্টে উপস্থিতির সংখ্যাই শিক্ষাক্ষেত্রে মারাত্মক চিন্তার

সুমন্ত বাগচী

আপাতত উৎসবের মরশুম শেষ। 'শূন্য এখন ফুলের বাগান, দোয়েল কোকিল গাহে না গান।' এই সময় সরকারি ও সরকারপোষিত বিদ্যালয়গুলিতে চলছে একইসঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের টেস্ট।

২০২৩ সালে করোনার ধাক্কা সামলে উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষা তার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসে। মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে সারা রাজ্যে ব্যাপক ধস লক্ষ করা যায়। প্রায় চার লক্ষ ছাত্রছাত্রী কমে যায়।

আর মাস তিনেক বাদেই ২০২৪ সালের মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। যতক্ষণ না দুটো পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ শেষ হচ্ছে, মোট কতজন পরীক্ষা দিচ্ছে, তা জানার কোনও উপায় নেই। তবে উত্তরবঙ্গের স্কুলগুলোতে টেস্টে উপস্থিতির হার একটা পূর্বাভাস দিতে পারে।

শিলিগুড়ি শহরের অতিপরিচিত শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল এবং শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের টেস্টের ফল তেমন উদ্বেগজনক নয়। সামান্য। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শহরের অন্য স্কুলগুলোতে অনুপস্থিতির হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক। প্রায় বারো শতাংশ। শিলিগুড়ি সংলগ্ন গ্রামীণ অঞ্চলে এই চিত্র ভয়াবহ। তিরিশ শতাংশের ওপরে।

জলপাইগুড়ির অন্যতম ঐতিহ্যশালী স্কুল সদর গার্লস। এখানে শহরের এলিট অংশ থেকে ছাত্রী আসে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এদের ক্ষেত্রেও মাধ্যমিকের টেস্টে আটজনের মতো ছাত্রী অনুপস্থিত।

কদমতলা গার্লস স্কুলের চিত্রও প্রায় একই। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ও মালবাজার অঞ্চলের চিত্র যথেষ্ট উদ্বেগজনক। শুনলাম, বানারহাট অঞ্চলের আটটি স্কুলের মাধ্যমিকের টেস্টে গড় অনুপস্থিতির হার বারো শতাংশের ওপরে। মালবাজার অঞ্চলের প্রধান পাঁচ-ছয়টি স্কুলের মাধ্যমিকের টেস্টে অনুপস্থিতির হার সেই বারো শতাংশের বেশি।

কোচবিহার শহরে যাওয়া যাক। নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের মাধ্যমিকের টেস্টে অনুপস্থিতির হার সামান্য। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকে এই হার প্রায় ছয় শতাংশ। এর একটা কারণ বোধহয় উচ্চমাধ্যমিকের আগে অনেক মেয়েই প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে যায়। তাই অভিভাবকদের তাকে পাত্রস্থ করার কোনও আইনগত বাধা থাকে না। উত্তর দিনাজপুরের গ্রামীণ এলাকায় আলতাপুর হাইস্কুলে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক টেস্টে অনুপস্থিতির হার কুড়ি শতাংশের বেশি।

এই পরিসংখ্যান থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট। বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী টেস্টেই বসছে না। এরপর আছে ফর্ম ফিলআপ। টেস্টের উত্তীর্ণদের মধ্যে সবাই ফর্ম ফিলআপ করবেই এই গ্যারান্টি নেই।

তাহলে ২০২৩ সালে মাধ্যমিকে যে সাত লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেছিল, এবার কি সেই সংখ্যাটাও ছোঁয়া যাবে না? উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রী সংখ্যার ক্ষেত্রেও কি ধস নামবে? সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে ধারাবাহিকভাবে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমা নিয়ে বহু আলোচনা হলেও প্রতিকার আদৌ কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। টেস্টে অনুপস্থিতির হার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ক্লাস টেন বা টুয়েলভ থেকে বড় সংখ্যার ছাত্রছাত্রী শিক্ষার আঙিনার বাইরে চলে যাচ্ছে। স্কুল স্তরে একটু সতর্ক এবং যত্নবান হলে সংখ্যাটা অনেক কমানো যাবে। এবার হয়তো করার তেমন কিছু নেই। তবে আগামীদিনে বিদ্যালয় স্তরে এখন থেকে আগাম পরিকল্পনা করার চেষ্টা করলে ফল পাওয়া যাবেই। সেই পরিকল্পনাই অবিলম্বে দরকার।

(লেখক ফাটাপুকুর সারদামণি স্কুলের প্রধান শিক্ষক)

বিন্দু বিসর্গ

এই ব্যাগ দিয়ে কী হবে? চটের বস্তা দাও! –অভি

আলোচিত

একটা ভোট জিততেই বাবুদের কী অবস্থা! কংগ্রেস আসনরফা সেরে ফেলতে পারলে এই অবস্থা হত না। আমরা বারবার বলেছিলাম, আসনরফা সেরে ফেলতে। সেইজন্য ৭০টা আসনে হেরেছে। এই ফল ভোট কাটাকাটির ফল। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয়।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ

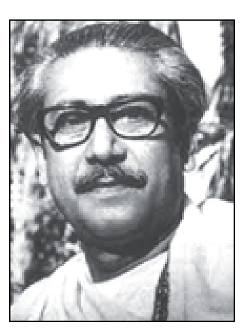

১৯৬৯ সালে আজকের দিনে ঢাকার এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশ ঘোষণা করেছিলেন।

২০১৭ সালে আজকের দিনে ডোপিংয়ের অভিযোগে ২০১৮-র শীতকালীন অলিম্পিক থেকে রাশিয়াকে নির্বাসিত করেছিল আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি।

ভাইরাল

বিধানসভায় জিতে সমর্থকদের নিয়ে ভোটারদের ধন্যবাদ জানাতে বেরিয়েছিলেন আরএলপি নেতা হনুমান বেনিওয়াল। সঙ্গীরা তাঁর নামে স্লোগান দিচ্ছিলেন। স্লোগান বন্ধ হতেই বিরক্ত বেনিওয়াল অনুগামীদের উদ্দেশে বলেন, 'থেমে গেলে কেন? সবাই মরে গেল নাকি?' নেতার ধমকে সমর্থকরা ফের স্লোগান দিতে শুরু করেন।

অমৃতধারা

সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা ধর্মজগতের কোনওদিনই কখনও কল্যাণ হয়নি, বরং যথেষ্ট ক্ষতি ও অপকার হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে মানুষ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্য ভুলে যায়। ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত নৃশংস ব্যাপার ঘটেছে তার মূল কারণই সাম্প্রদায়িকতা। সরল সত্যপরায়ণ ও সংযমী ব্যক্তিই ধর্মলাভের অধিকারী। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনকে যিনি নিজের আয়ত্তে এনেছেন, একমাত্র তিনিই ধর্মকে জানতে পারেন। কুচিন্তা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মন কিছুতেই ধর্মসাধনায় স্থির ও শান্ত হয় না। সুচিন্তা ও সংকর্মের অভ্যাসই মনঃসংযমের প্রধান উপায়। সম্পূর্ণভাবে সরল না হলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। আত্ম বিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়।

– স্বামী অভেদানন্দ

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৯৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। জনসেবামূলক কাজ ৩। গোপন বিষয় প্রকাশ ৫। এলাহি ব্যাপার ৬। শক্ত নয় ৭। ঘুটঘুটে অন্ধকার ৯। নোবেলজয়ী সন্ত ১২। ক্ষণস্থায়ী তীব্র দীপ্তি ১৩। জৈন ধর্মগুরু।

উপর-নীচ : ১। শিবের এক নাম ২। ঝোপঝাড় ৩। মজুরি ছাড়া কাজ ৪। সবটুকু ৫। ফলের নাম ৭। তীব্র শব্দের তালবাদ্য ৮। জলাশয় ৯। রামায়ণের সোনার হরিণ ১০। কাপড় ধোয়াই পেশা ১১। সাতাশ নক্ষত্রের অন্যতম।

সমাধান ■ ৩৬৯৬

পাশাপাশি : ১। পিপাসু ৪। বউনি ৫। নীবি ৭। তরল ৮। শয্যাগত ৯। সরঞ্জাম ১১। পালুই ১৩। কদু ১৪। নধর ১৫। দশন।

উপর-নীচ : ১। পিশিত ২। সুবল ৩। অনির্দেশ ৬। বিরত ৯। সস্ত্রীক ১০। মসনদ ১১। পারদ ১২। ইন্দন।

জনমত

চটকদারির বিপণনে হারিয়ে যাচ্ছে চায়ের স্বাদ

উত্তরবঙ্গের চা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। হালকা শীত শীত ভাব আর তার মধ্যে গরমাগরম দার্জিলিং টি, আহা! ভাবলেই লোভ হয়।

তবে যেটা না বললেই নয়, চা চাষ হচ্ছে, চায়ের স্বাদও ঠিক আছে। কিন্তু অত্যাধুনিক হওয়ার দৌড়ে এতটাই মজে যাচ্ছি যে সামান্য চা-টুকুর জন্য আমরা ঢুকছি কোনও ক্যাফেতে কিংবা দ্বিতল কোনও কফিশপে। ওয়েল মেইনটেইন্ড, ওয়েল ফার্নিশড কোনও বড় ঝকঝকে দোকানে শুধুমাত্র চায়ের জন্য ঢোকাটা আমার মতে যেন নিতান্তই বিলাসিতা এবং সেসব জায়গায় চায়ের স্বাদ বাড়ানোর জন্য মেশানো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের জিনিস। কিন্তু তাতে চা পাতার পরিমাণ কতটা থাকছে সেটা আমরা কেউই দেখতে যাচ্ছি না।

নিতান্তই স্বাদ বদলের জন্য কিছু জায়গায় মশলা চায়ের নামে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঝাঁঝালো কিছু একটা। ভাগ্যিস রসুন-পেঁয়াজ-লংকাটুকু যোগ করে না! অথবা কোথাও বানানো হচ্ছে চকোলেট চা। ভাগ্যিস ফুচকা বা ঝালমুড়ি চা এখনও বাজারে আসেনি। এই ধরনের চাগুলির দাম নিয়ে নেওয়া হচ্ছে ৫০ থেকে ১০০ টাকা। চা অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পানীয়। একে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা যেতেই পারে। যে কেউই করতে পারেন, তবে এক্সপেরিমেন্টের চক্করে আসল চা ভুলে গেলে সেটা ক্ষতির।

রাস্তায় ঠ্যালাগাড়ি নিয়ে বসা ছোট ছোট দোকান বা টেবিল পেতে ওপরে স্টোভ, চায়ের প্যান, ছাঁকনি, গ্লাস সাজিয়ে রাখা ছোট দোকানগুলোয় চায়ের স্বাদ আসল বোঝা যায়। কথায় আছে, চা কোনও নেশা না, এটাই আসল ভালোবাসা। ভালোবাসা তো এমনই তাই না, যাকে যে কোনও সময়ই গ্রহণ করা যাবে। আর চা সত্যিই চাপ কমাতে পারে।

তাই অপ্রয়োজনীয় ওয়েল ফার্নিশড শপে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে চা খাওয়ার দরকার কী, যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে আপনি আপনার থেকেও বেশি কাউকে চাপে দেখে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন। আসল চায়ের অনেক উপকারিতা রয়েছে। নিজেকে অতি আধুনিক করতে গিয়ে আমরা আমাদের চা'কে যেন হারিয়ে না ফেলি।

শ্রেয়সী চট্টোপাধ্যায়
হাতিয়াডাঙ্গা, শিলিগুড়ি।

চায়ের দোকানে আড্ডাটাই আছে

পাড়ার দোকানে কিংবা রাস্তার মোড়ে মাটির ভাঁড় বা কাপে গরম চায়ে চুমুক না হলে মোটেই চলে না বাঙালির। চা প্রিয় বাঙালির চা খেতে খেতে ক্লান্তি মেটানো আর সঙ্গে দেদার আড্ডা নতুন কিছু নয়। তার উপরে এখন ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। তাই চা পানের হিসেবটিও বেড়েছে। আড্ডায় ভিন্ন স্বাদের গল্প জায়গা পেলেও সবচেয়ে বেশি জায়গা করে নিয়েছে রাজনীতির চর্চা। ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতির মতামত নিয়ে চলে তুলকালাম চর্চা। এমন করে কেউ কেউ সকাল-সন্ধে অবসরের সময়গুলো চায়ের দোকানেই কাটিয়ে দেন। কোন দল ভালো আর কোন দল খারাপ, কোন দল কতটা কর্মসংস্থান করল, কে দলবদল করে কোন দলে গেল, তা নিয়ে চলতে থাকে তুমুল চর্চা। সেই আড্ডায় স্থান পায় বিভিন্ন বয়সি মানুষও। কেউ রাজনীতি বোঝেন আর কেউ শুধুই না বুঝে ঘাড় নাড়িয়ে যান। তাঁদের রাজনীতির বিশ্লেষণ অনেক সময় মনে করিয়ে দেয়, টিভির পর্দায় যুক্তিতর্কের সেইসব পর্বকে। পথেঘাটে বেরোলে শুধুই কানে আসে রাজনীতি চর্চা। বিভিন্ন জন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতির বিশ্লেষণ করেন।

এই কর্মব্যস্তময় জীবনে এই চায়ের দোকানের আড্ডাটুকুই বেঁচে আছে বাঙালির সঙ্গে। আর সেই আড্ডায় যদি রাজনীতির চর্চা ও বিশ্লেষণ চলে আসে তাহলে চায়ের আস্বাদনও বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

শংকর সাহা, পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

আংরাভাসায় এটিএম চাই

জলপাইগুড়ি জেলার আংরাভাসা এলাকায় ব্যাংক থাকলেও কোনও এটিএম নেই। এলাকার বিরাট সংখ্যক মানুষ এবং আশপাশের অনেকেই আংরাভাসার ব্যাংকগুলির উপর নির্ভর করেন। যদি এখানে ব্যাংকগুলির তরফে একটি বা দুটি এটিএম কাউন্টার খোলা হয় তাহলে এখানকার লোকেরা হয়রানির হাত থেকে বাঁচবেন। এখানে ব্যাংকের শাখার সংখ্যাও খুব কম। এই পরিস্থিতিতে এটিএম শাখা খোলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সোহম সরকার
আংরাভাসা, সজনাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সৌরভকে ৩৫০ একর জমি

কারখানা গড়তে সাহায্য রাজ্যর

- সৌরভকে কারখানার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় জমি দেবে রাজ্য সরকার
- সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত
- কী শর্তে শিল্পোন্নয়ন নিগম সৌরভকে এই জমি দেবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যে এই রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ করবেন, তা স্পেন সফরের সময়ই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মাসে কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনেও সৌরভ সকলের সামনে দাবি করেছিলেন, রাজ্যে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। এবার সৌরভকে কারখানার জন্য পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমকে গড়বেতায় ৩৫০ একর জমি ১ টাকায় দিয়েছে। নিগম ওই জমি সৌরভের হাতে তুলে দেবে। সোমবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে গড়বেতায় ওই জমি দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কী শর্তে শিল্পোন্নয়ন নিগম সৌরভকে এই জমি দেবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে ওই জমি যে শুধুমাত্র শিল্প তৈরিতেই ব্যবহার করা যাবে, তা অবশ্য স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

অনেক সময় কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখে নামমাত্র মূল্যে শিল্প সংস্থাকে জমি দেয় সরকার। রাজ্যে এর আগেও শিল্পের জন্য এরকম অনেক জমি শিল্প সংস্থাকে রাজ্য সরকার দিয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওই সংস্থা শিল্প গঠন না করায় সরকার সেই জমি ফিরিয়েও নিয়েছে।

সৌরভ আগেই জানিয়েছিলেন, ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার জন্য তিনি আগ্রহী। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর কথাও চলছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনীতে জিন্দালদের অব্যবহৃত জমি সৌরভকে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু ওই জমি জিন্দালদের হাত থেকে নিয়ে তা ফের সৌরভকে দিতে হলে প্রশাসনকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। সেই কারণে গড়বেতার এই জমি চিহ্নিত করে তা সৌরভের হাতে তুলে দেওয়া হবে। শিল্প সম্মেলন থেকেই সৌরভকে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সৌরভ তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় রাজ্যের শিল্পবান্ধব পরিস্থিতি, সুলভে দক্ষ শ্রমিক ও রাজ্য সরকারের ইতিবাচক মনোভাবের তারিফ করেন। সেইসঙ্গে বাংলায় বিনিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ করতেও তিনি সরকারের কাছে অনুরোধ জানান।

নবান্ন সূত্রে খবর, শিল্প সম্মেলনেই নিজের নতুন প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন সৌরভ। দ্রুত সেই জমি সৌরভের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলেও তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শিল্প সম্মেলনের পরে এদিনই প্রথম রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক বসল। সেখানেই এই জমি নিগমের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২৯ তম আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের প্রস্তুতি। কলকাতার নন্দনে সোমবার। –পিটিআই

বিজেপির অবস্থান। কলকাতায় গান্ধীমূর্তির সামনে। সোমবার।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে চোর চোর ধ্বনি

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : তিন রাজ্যের ফলে উজ্জীবিত বিজেপি সোমবার দিনভর রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাল অধিবেশনের বাইরে থেকেই।

বিধানসভার মূল ফটকের বাইরে বিজেপি বিধায়করা তাঁদের সমর্থকদের নিয়ে উল্লাস করেন। সেখানে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে আসা হয়। চলে লাড্ডু বিতরণ। এদিন শুরু থেকেই

বিধানসভা চত্বর উত্তাল

বিজেপি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়। বিধানসভার শুরুতে নির্ধারিত সময় অধিবেশন কক্ষে ঢুকে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ঢোকা মাত্রই বিজেপি বিধায়করা 'চোর চোর' ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে যান। পরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর কথায় অধ্যক্ষ আমাকে সাসপেন্ড করেছেন। সেজন্য বিজেপি বিধায়করা মুখ্যমন্ত্রী সভায় থাকলে তা বয়কট করবেন।'

এদিন যে বিজেপি বিধায়করা ময়দানে বিআর আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে ধর্না কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তা আগে থেকেই জানানো হয়েছিল। কর্মসূচি অনুযায়ী প্রথমার্ধ জুড়ে বিজেপি বিধায়করা পোস্টার, প্ল্যাকার্ড সহ নানা প্রস্তুতি নেন। দুপুর ২টোয় শুভেন্দুর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা 'মমতা চোর' লেখা সাদা টি-শার্ট পরে দল বেঁধে আম্বেদকরের মূর্তি পর্যন্ত যান। যাওয়ার পথে তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। বিকাল পর্যন্ত তাঁদের ধর্না অবস্থান চলে। মুখ্যমন্ত্রীর নামে চোর লেখা টি-শার্ট নিয়ে পরে জল অনেকটাই গড়ায়। শুভেন্দু ও অন্যান্য বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে হেয়ার স্ট্রিট ও ময়দান থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, এতে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মানহানি করা হয়েছে। রাজ্যবাসীর আবেগেও আঘাত করা হয়েছে। সেজন্যই অভিযোগ যাতে এফআইআর হিসাবে গ্রাহ্য হয়, সেই আবেদনও করা হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত শুভেন্দু বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার অফিসেই তাঁর সংগঠন চালাচ্ছিলেন। এবার অধ্যক্ষ নতুন নির্দেশিকা জারি করায় তা কার্যত বন্ধ হতে চলেছে। শুভেন্দু এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'এসব নির্দেশিকা মানবে কে? আম্বেদকার আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছেন, তার ওপর কারও খবরদারি মানব না। উত্তরবঙ্গে বহু বিধায়কের গাড়ি নেই। তাঁরা কি তাহলে অধিবেশনের পর গাড়ির জন্য অপেক্ষাও করতে পারবেন না? কারও যদি শৌচাগার ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে তিনিও ভিতরে থাকতে পারবেন না? এসব মানা যাবে না।'

পৌষমেলা হচ্ছে না, জানিয়ে দিল বিশ্বভারতী

আশিস মণ্ডল

আজ আন্দোলনে ব্যবসায়ীরা

এবার আর দেখা যাবে পৌষমেলার এই দৃশ্য। ফাইল চিত্র

শান্তিনিকেতন, ৪ ডিসেম্বর : আশঙ্কা সত্যি করেই এবছর বসছে না ঐতিহ্যের পৌষমেলা। সোমবার বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছে বিশ্বভারতী এবং শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। ৫টি কারণ দেখিয়ে বিবৃতি আকারে তা প্রকাশ করা হয়েছে। মূলত, কম সময় এবং পরিকাঠামোর অভাবকে কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত কানে যেতেই ব্যবসায়ীদের মন খারাপ। ব্যবসায়ী সমিতি ও বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ মেলা বসানোর দাবিতে বিশ্বভারতীর কাছে স্মারকলিপি জমা দেয়। কবিগুরু মার্কেট হস্তশিল্প ব্যবসায়ী তরফে আমিনুল হোদা বলেন, 'এটা একটা ঐতিহ্য। এই মেলার জন্য আমরা মুখিয়ে থাকি। মেলা না হওয়ায় আমাদের ক্ষতি হল। আমরা মঙ্গলবার থেকে আন্দোলনে নামব।'

ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার বলেন, 'মেলা না হওয়ায় ব্যবসার ক্ষতি হবে। কিন্তু কিছু করার নেই। সফটওয়্যার না থাকলে বুকিং কী করে হবে?' যদিও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, 'আমাদের কাছে কোনও নির্দেশ আসেনি। এলে তা কার্যকর হবে। আজই তো শুনলাম। দেখা যাক।' সোমবার সকালে কর্মসমিতি, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট, সমস্ত ভবনের অধ্যক্ষ, আধিকারিকরা বৈঠকে বসেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে পৌষমেলার মতো বড় ইভেন্ট করা সম্ভব নয় বলে মত উঠে আসে। শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতী যৌথ বিবৃতি দিয়ে বলে, অনলাইন বুকিংয়ের জন্য খড়গপুর আইআইটি থেকে সফটওয়্যার চেয়ে পাঠালেও কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি। ভুবনডাঙ্গার চারটি বাঁধ পরিষ্কার করা বিশ্বভারতীর পক্ষে সম্ভব নয়। এমন বড় মেলাকে ছোট আকারে করা কোনওভাবে সম্ভব নয়। ২০১৯ সালের পর বিশ্বভারতী বা ট্রাস্টের উদ্যোগে পৌষমেলার আয়োজন হয়নি। ২০২০ সালে এবং তারপরের বছরও করোনা পরিস্থিতিতে পৌষমেলার আয়োজন করতে পারেনি বিশ্বভারতী বা ট্রাস্ট। পুরসভার অনুমতিক্রমে ডাকবাংলো মাঠে ছোট আকারে পৌষমেলা হয়। মেলা হবে না শুনে প্রবীণ আশ্রমিক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মন খারাপের খবর। কিন্তু কিছু করার নেই। বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট যেটা বলেছে, তা অযৌক্তিক কিছু নয়। আমরা আশা করব আগামী বছর পৌষমেলা হবে।'

প্রতিবেশীর হাতে প্রাণ গেল বাবা ও ছেলের

বাঁকুড়া, ৪ ডিসেম্বর : প্রতিহিংসার জেরে খুন। বাঁকুড়া শহরের নতুনচটি এলাকায় বাবা ও ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী পরিবারের বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম মথুরামোহন দত্ত (৬৩) ও ছেলে শ্রীধর দত্ত (২৯)। মৃত শ্রীধর দত্তের মা মল্লিকা দত্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনার পর থেকে প্রতিবেশী পিন্টু রুইদাস, তার দুই ছেলে ও স্ত্রী পলাতক। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

মৃত মথুরামোহন বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজিয়েট স্কুলে পড়াতেন। মথুরামোহন দত্ত ও পেশায় ভ্যানচালক পিন্টু রুইদাসের পাশাপাশি বাড়ি। গলির জায়গা নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিনের ঝামেলা। প্রতিবেশী পিন্টু রুইদাস বিতর্কিত জায়গায় বাড়ি নির্মাণ করলে মথুরামোহন আদালতের শরণাপন্ন হন। রবিবার বাড়িতে ফেরেন মথুরামোহনের আরেক ছেলে সায়ন দত্ত। তাঁর অভিযোগ, ভাই সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ স্থানীয় মুদির দোকান থেকে ফিরছিল। বাড়ি ঢোকার মুখে পিন্টু রুইদাস, তার দুই ছেলে এবং স্ত্রী অস্ত্র দিয়ে ওকে আঘাত করে। মা ও বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাঁচাতে গেলে তাঁদের ওপর হামলা হয়।

স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে মুখ্যমন্ত্রী–বোস বৈঠক

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্যে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকালে বিধানসভা থেকে বেরিয়ে রাজভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় একঘণ্টা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠক হয় তাঁর।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকার আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করবে। সেইমতো আমি রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করেছি। বৈঠক যথেষ্ট ফলপ্রসূ হয়েছে। এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে বলেই আমার ধারণা।' যদিও বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে, তা বিস্তারিত জানাতে রাজি হননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমাদের মধ্যে প্রায় একঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। আলোচনার সবকিছু আমি বলতে পারি না। তবে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

আলোচনা ফলপ্রসূ

বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজভবনের বিরোধ চরমে উঠেছে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করেই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অস্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তা নিয়ে চরম সমালোচনায় সরব হয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তে মুখ খুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীও। কিন্তু রাজ্যপাল তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। এরই মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে। সেই নির্দেশের পরই মুখ্যমন্ত্রীকে পুজোর আগেই ফোন করেছিলেন রাজ্যপাল। তখন মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে আঘাত ছিল। তাই মুখ্যমন্ত্রী তখন রাজভবনে যেতে পারেননি। এদিন বিকাল ৫টা নাগাদ বিধানসভা থেকে বেরিয়ে রাজভবনে পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর যে কোনও বিরোধ নেই, তা বোঝাতে কসুর করেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'রাজ্যপালের সঙ্গে তো আমাদের কোনও ঝগড়া নেই। কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য হতেই পারে। প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত রয়েছে। আমি রাজ্যপালের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি। উনি আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয়েই একমত। সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলেই বিশ্বাস করি।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নীল-সাদা বদলাতে নারাজ মমতা

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকার সর্বস্তরে গৈরিকীকরণ করতে চাইছে। বাদ দিচ্ছে না স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকেও। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধানসভায় এই অভিযোগ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বকেয়া টাকা নিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। উত্তরে কেন্দ্রীয় সরকার চিঠি দিয়ে বলেছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির রং গেরুয়া করতে হবে। প্রতিটি প্রকল্পের নিজস্ব থিম রং ব্যবহার করা হয়। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের টাকা পেতে গেলে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রের নির্দিষ্ট শর্তগুলি মানতে হবে। সেই প্রসঙ্গেই মমতা বলেন, 'ওদের নীল–সাদায় আপত্তি। কারণ, ওরা রাজনীতি করতে চায়। কিন্তু নীল–সাদা কোনও রাজনৈতিক দলের রং নয়। এটা আকাশের রং। সীমাহীন আকাশের কথা ভেবেই এই রং করা হয়েছে।' তিনি জানিয়ে দেন, 'কেন্দ্রের শর্ত মেনে এই রং আমি বদলাব না।'

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, রাজ্যে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭১ হাজার ৫৫৯টি পরিবারকে স্বাস্থ্যসাথীর অধীনে আনা হয়েছে। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁদের অন্যান্য বিমা রয়েছে, তাঁদের বাদ দিলে এরাজ্যে একশো শতাংশ মানুষকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেওয়া হয়েছে। কার্ড না মানলে সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশন। কমিশন ইতিমধ্যেই রাজ্যের ৫৫টি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে। তবে কমিশনে যত অভিযোগ জমা পড়ে, সবই সত্যি নয়।'

রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষপ্রকাশ করে বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় আসার আগে মাত্র ৬৬ শতাংশ মায়ের প্রসব হাসপাতালে হত। এখন ৯৯ শতাংশ মায়েরই প্রসব হয় হাসপাতালে। আমার ইচ্ছে আছে, একশো শতাংশ মাকেই হাসপাতালে ভর্তি করে প্রসব করানোর।' নিজের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'আমিও কিন্তু জন্মেছি মাটির ঘরেই। তখন জন্মের রেকর্ড রাখার ব্যবস্থাও ছিল না। এখন সব হয়েছে। সুন্দরবনে যাতায়াত ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য আগে অনেক মাকেই হাসপাতালে প্রসব করানো সম্ভব হত না। এখন আমরা আসন্ন প্রসবাদের গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে এসে হাসপাতালের পাশে শিবির করে রাখি। সেজন্যই প্রসববেদনা উঠলে তাঁদের চট করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।' রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতিতে ভেলোরের হাসপাতালের সঙ্গে মউ চুক্তি করা, পিজি হাসপাতাল ও উত্তরবঙ্গে ক্যানসার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সহ নানা সাফল্যের দিক তুলে ধরেন তিনি। তিনি জানান, এখন প্রতিটি মহকুমাতেই আইসিইউ ও এইচডিইউ হয়ে গিয়েছে। পিজির পাশাপাশি রাজ্যের বহু জায়গায় ট্রমা কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে।

প্রাথমিক টেট পিছিয়ে ২৪ ডিসেম্বর

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : টেট-এর দিন পরিবর্তন হল। ১০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে পরীক্ষা নেওয়া হবে ২৪ ডিসেম্বর। পরীক্ষা হবে দুপুর ১২টা থেকে ২.৩০ টে পর্যন্ত।

ইতিমধ্যে সব জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিদর্শকদের চিঠি লিখে এই বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল বলেন, 'আমাদের মনে হয়েছে আরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তাই আরও একটু সাজিয়ে গুছিয়ে পরীক্ষাটি নিতে চাই। কাজেই আরও খানিকটা সময় নিচ্ছি। অন্য কোনও কারণ নেই।' মোট ১৫০ নম্বরের হবে এবারের টেট। মূল ওএমআর শিটের আসল কপি পর্ষদ নিয়ে নেবে। কার্বন কপি পরীক্ষার্থীরা বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন। এবারের টেট-এ শিশু বিকাশ মনস্তত্ত্ব, প্রথম ভাষা (বাংলা, সাঁওতালি, ওড়িয়া, উর্দু, হিন্দি, তেলুগু), দ্বিতীয় ভাষা (ইংরেজি), গণিত ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয় প্রশ্ন করা হবে। ইতিমধ্যেই পর্ষদ নমুনা প্রশ্নপত্র ও পাঠক্রম প্রকাশ করেছে।

বিধানসভায় মিউজিয়াম

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা তৈরির সময় থেকে এযাবৎকালের ইতিহাস এবং পুরনো দিনের যা যা স্মারক রয়েছে তা তুলে ধরতে সোমবার বিধানসভাতেই একটি মিউজিয়ামের উদ্বোধন হল। মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিধানসভা ও পরিষদীয় রাজনীতির ইতিহাসকে ধরে রাখতে এই উদ্যোগ। বিধানসভার বিভিন্ন জিনিস ও ঐতিহাসিক নথি এখানে থাকবে।' শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে এই মিউজিয়াম দেখার সুযোগ করে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা আক্ষেপের সুরে বলেন, 'বাংলাকে নিয়ে গর্ব করার মতো অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে ভুলে যাচ্ছি।' মিউজিয়াম উদ্বোধনে তাঁকে আমন্ত্রণ না জানানোয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমি আমার বাবার হাত ধরে রাজনীতিতে এসেছি। বহুবার বিধানসভায় এসেছি। হাসিম আব্দুল হালিমের মতো অধ্যক্ষকে দেখেছি। এরকম নিয়মজ্ঞানহীন পরিচালক আমি দেখিনি।'

যৌন নির্যাতনের অভিযোগে জেলে

বর্ধমান, ৪ ডিসেম্বর : সাত বছরের শিশুর ওপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগে জেলে ঠাঁই হল এক ব্যক্তির। কুকীর্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া সত্তর বছর বয়সি ওই বৃদ্ধের নাম বিভাস কোনার। জামালপুর থানার পুলিশ রবিবার ভোরে বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে ধৃতকে পেশ করে বর্ধমান সিজেএম আদালতে। সোমবার তাকে বর্ধমানের পকসো আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অভিষেক-কথায় নবীন-প্রবীনের ভারসাম্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : দলে নেতৃত্বের প্রশ্নে প্রবীণ এবং নবীনের দ্বন্দ্বে তিনি যে দলনেত্রীর কথার সঙ্গে সহমত নন তা ফের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও মতান্তরের কথা তিনি মুখে স্বীকার করেননি। সোমবার অভিষেক জানালেন তিনি মনে করেন রাজনৈতিক দলে বয়সের একটা ঊর্ধ্বসীমা থাকা উচিত।

গত সপ্তাহে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলের বিশেষ অধিবেশনে প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়ের বয়স সম্পর্কে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'সৌগতদা অনেক সময়ই বলেন, আমার বয়স হয়েছে। আমি বলি বয়স কিসের। মনের কি আর বয়স হয়?' আর ঠিক তার উলটো সুরে এদিন অভিষেক বলেন, 'আমি মনে করি সব পেশা বা চাকরিতে যেমন একটা বয়সের ঊর্ধ্বসীমা থাকে, তেমনই রাজনৈতিক দলেও বয়সের ঊর্ধ্বসীমা থাকা উচিত। ৩০–৪০ বছরের একটা মানুষ যতটা দৌড়ে কাজ করতে পারেন, ৭০ বছরে তা পারা যায় না।' তাঁর এই মন্তব্য থেকে যে বিতর্ক হতে পারে, তা নিয়ে সতর্ক ছিলেন অভিষেক। তাই তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনও মতান্তর নেই।'

আমি মনে করি সব পেশা বা চাকরিতে যেমন একটা বয়সের ঊর্ধ্বসীমা থাকে, তেমনই রাজনৈতিক দলেও বয়সের ঊর্ধ্বসীমা থাকা উচিত।

– অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও অভিষেক ও মমতার মতান্তরকে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'দল এখন পিসি না ভাইপোর সেটাই বড় প্রশ্ন। আগামী দিনে আরও উদাহরণ সামনে আসবে।' সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'দলে কে বড় তা নিয়ে পিসি ও ভাইপোর লড়াই চলছে। আদর্শ ও নীতিহীন দলে এটাই হয়।'

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তৃণমূলের বিশেষ অধিবেশনে মঞ্চ এবং আশপাশে কোথাও অভিষেকের কোনও ছবি ছিল না। যা গত কয়েক বছরের নিরিখে ব্যতিক্রমী দৃশ্য বলা যেতে পারে। অভিষেকের ছবি না থাকা নিয়ে প্রকাশ্যেই সরব হয়েছিলেন দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তখনই রাজনৈতিক মহল প্রশ্ন তুলেছিল, তাহলে কি মমতা ও অভিষেকের মধ্যে ফাটল তৈরি হয়েছে? সেইসময় দলে নেতৃত্বের বয়সের ঊর্ধসীমা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিষেক ঘনিষ্ঠ কুণাল ঘোষ। কুণাল বলেছিলেন, 'দেহত্যাগ না করলে পদত্যাগ নয়, এ কেমন কথা? দলে এক শ্রেণির নেতা রয়েছেন যাঁদের মনোভাব হল আমিই আমৃত্যু সাংসদ বা বিধায়ক থেকে যাব। আর কিছু কর্মী রয়েছেন, যাঁরা সারাজীবন ধরে আমার জন্য দেওয়াল লিখে যাবেন।' এদিন কুণালের ওই মন্তব্যকে পরোক্ষে সমর্থন করে অভিষেক বুঝিয়ে দিলেন, কুণাল তাঁর অনুমোদনক্রমেই দলের পলিতকেশ নেতাদের আক্রমণ করেছিলেন। অভিষেক বলেন, 'আমাদের দলে ব্যক্তিগত মতামতের গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রতিভাকে কখনই গায়ের জোরে বা ষড়যন্ত্র করে চেপে রাখা যায় না। প্রবীণদের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু নবীনদেরও প্রতিভা ও মেধা অনুযায়ী সুযোগ করে দিতে হবে। না হলে দলে সমস্যা তৈরি হবে।' রাজস্থানে নবীন নেতা শচীন পাইলটের সঙ্গে প্রবীণ নেতা অশোক গেহলটের বিরোধ গত তিন বছর ধরে চলছে। শচীনকে কোনওভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতে রাজি হননি অশোক গেহলট। সেই প্রসঙ্গ তুলে এদিন অভিষেক বলেন, 'কংগ্রেসের প্রবণতা তারা দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে চায়। এই ভুল ৬ মাস বা এক বছর আগে সংশোধন করলে রাজস্থানে এই ভরাডুবি হত না।'

জাতীয় সংগীত অবমাননায় পদ্মের স্বস্তি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : জাতীয় সংগীত অবমাননা মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে বিজেপি বিধায়করা। সোমবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দিয়েছেন, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ১১ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনওপ্রকার পদক্ষেপ করা যাবে না। বুধবার মামলার পরবর্তী শুনানির দিন পুলিশকে কেস ডায়ারি নিয়ে হাজির থাকতে হবে। এদিন শুনানিতে আদালতের ভর্ৎসনার মুখেও পড়ে রাজ্য।

এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করে বিচারপতি বলেন, 'সাধারণ মানুষ কী ভাবছেন? কয়েক লাখ টাকা খরচ করে মামলা হচ্ছে। খুনের অভিযোগে পুলিশ এফআইআর নেয় না। ধর্ষণের অভিযোগে তদন্ত সঠিকভাবে করে না পুলিশ। আর জাতীয় সংগীত অবমাননা নিয়ে দ্রুত মামলা দায়ের হয়ে গেল। এই ধরনের ছেলেমানুষি মামলার জন্য কত মামলা আটকে রয়েছে। স্লোগান চলছে দেখেও জাতীয় সংগীত করার কী দরকার ছিল?' এরপরেই বিচারপতি নির্দেশ দেন, বুধবার পুলিশকে কেস ডায়ারি নিয়ে আসতে হবে। ততদিন পর্যন্ত ওই বিধায়কদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না।

গত বুধবার বিধানসভায় তৃণমূলের ধর্না কর্মসূচি চলাকালীন বিজেপি বিধায়করাও বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তখন তৃণমূল জাতীয় সংগীত গাওয়া শুরু করে। তৃণমূলের অভিযোগ, জাতীয় সংগীত চলাকালীন বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দিতে থাকেন। এতে জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হয়েছে।

মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের পর্যবেক্ষণ, জাতীয় সংগীত আচমকা শুরু করা যায় না। কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মানা দরকার। আম্বেদকারের মূর্তির সামনে তৃণমূল বিধায়করা ধর্না কর্মসূচি পালন করেন। অন্যদিকে বিধানসভার গেটের সামনে বিরোধীরা পালটা স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। দুটি ঘটনা একই সঙ্গে শুরু হয়। জাতীয় সংগীত শুরু হতেই তাঁরা স্লোগান দিয়েছেন, বিষয়টি এক নয়। তাহলে জাতীয় সংগীতের সময় কিভাবে বাধা দেওয়া বা বিরক্ত করা হল? রাজ্যকে প্রশ্ন করেন বিচারপতি।

বিজেপির আইনজীবী জানান, বিজেপি বিধায়করা যা করেছেন তা অপরাধযোগ্য নয়। শিষ্টাচার মেনে সঠিকভাবে জাতীয় সংগীত গাওয়া উচিত। জাতীয় সংগীত শুরুর আগে তাঁদের তা জানানো হয়নি।

চাকরি চাই।। রাস্তায় গড়িয়ে আন্দোলন উচ্চ প্রাথমিক চাকরি প্রার্থীদের। কলকাতায় সোমবার। ছবি : অভীক পুরকাইত

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। আলস্যের কারণে হওয়া কাজ পণ্ড। বৃষ : আজ মাথা গরম করবেন না। বাবার সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। মিথুন : যে কাজ নিয়ে ঝামেলায় ছিলেন তা আজ মিটে যাবে। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। কর্কট : হঠাৎ ব্যবসার জন্যে অনেক অর্থ দরকার হতে পারে। উচ্চশিক্ষার বাধা। সিংহ : কোনও আশাপূরণ হতে পারে আজ। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। কন্যা : অফিসে জনপ্রিয়তা বাড়বে। কাউকে বেশি বিশ্বাস করতে যাবেন না। তুলা : হঠাৎ কোনও আইনি সমস্যা হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। বৃশ্চিক : বোনের বিয়ে ঠিক হওয়ায় নিশ্চিন্ত হবেন। নতুন অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। ধনু : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। সামান্য কারণে স্ত্রী সঙ্গে মনোমালিন্য। মকর : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। চোখের সমস্যা। বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। কুম্ভ : খুব কাছে লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। চাকরিতে পদোন্নতি ও বদলি। মীন : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কষ্ট বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ভাঃ ১৪ অগ্রহায়ণ, ৫ ডিসেম্বর ২০২৩, ১৮ অঘোন, সংবৎ ৮ মাগশীর্ষ বদি, ২০ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৬।১৮ অঃ ৪।৪৮। মঙ্গলবার, অষ্টমী রাত্রি ১১।২। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ২।৫৯। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ১০।৫৫। বালবকরণ দিবা ৯।৫৭ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১১।২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ২। ৫৯ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, রাত্রি ২।৫৯ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, রাত্রি ১১।২ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৭।২৮ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ১২। ৪৮ গতে ২।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৮ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৭।২৬ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১১।২ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১১।২ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৪৫ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৫ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ৯।২৩ গতে ১২।৪ মধ্যে ও ১। ৫২ গতে ৩।৩৯ মধ্যে ও ৫। ২৭ গতে ৬।৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩৫ মধ্যে।

উচ্ছেদ অভিযান

বালুরঘাট যুব সংঘ এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালাল পুলিশ। আদালতের নির্দেশে ওই এলাকায় বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে সেখান থেকে তুলে দেওয়া হয়।

তুলির ছোঁয়ায় ছাতায় শিল্পকলা। *সোমবার মালদায় ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম বাগ।*

কানু সান্যালের গ্রামে আদিবাসীদের আর্জি নিয়ে আজ শুনানি

জলসমস্যা মেটাবে আদালত

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : নকশাল নেতা কানু সান্যালের গ্রাম নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে পরিস্রুত পানীয় জল মেলে না। সেই সমস্যা মেটাতে এবারে আদালত আসরে।

সরকারি কর্মসূচি অনুসারে সেবদোল্লাজোতে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। চেষ্টা হলেও তা সেভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। এলাকায় মাত্র দুটি ট্যাপকল। অন্য কোনও উপায় না থাকায় অনেকের কাছে ঝোরার দূষিত জলই ভরসা। বাসিন্দাদের ভোগান্তির একশেষ। বাধ্য হয়েই তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হন। মামলাটি সোমবার হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে ওঠে। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) নির্বাহী বাস্তুকারকে আদালতে সশরীরে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ পেয়ে ওই আধিকারিক এদিনই আদালতে হাজির হয়ে বিচারপতিকে জলপ্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। বিচারপতি মঙ্গলবার ফের এই মামলার শুনানির দিন ধার্য করেছেন। জল সরবরাহকারী সংস্থার প্রতিনিধিকেও সেদিন বাধ্যতামূলকভাবে আদালতে সশরীরে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি, সেবদোল্লা গ্রামের বাসিন্দাদেরও আদালতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

পিএইচই'র রিপোর্ট অনুসারে, নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতে বর্তমানে তপশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত ১০৬ জন, তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ৮৩৮ জন ও সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত ৩৩৩ জন সাধারণ সম্প্রদায়ভুক্ত বাসিন্দার বসবাস। ২০১৪ সালে দার্জিলিংয়ের তৎকালীন সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়া এই গ্রামটিকে দত্তক নিয়েছিলেন। এলাকায় বরাবরই পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যা মেটাতে সরকার একসময় উদ্যোগ নেয়। ২০২০ সালের ৮ জুন কেন্দ্রীয় সরকারের জল শক্তি দপ্তরের কর্মসূচি অনুসারে ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০২০ সালে পিএইচই রিপোর্ট দেয় গ্রামের ৩০৪টি বাড়ির ১৯৭টি বাড়িতে জল পৌঁছেছে। গোটা গ্রামে মাত্র দুটি ট্যাপকল। বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে মাঞ্জাঝোরার দূষিত জল খাচ্ছেন। জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য নিম্নমানের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এভাবে প্রতিনিয়ত সমস্যার মুখে পড়ায় দীপু হালদার, শান্তি নাগেশিয়া, ছোটন মুন্ডার মতো বাসিন্দারা চলতি বছরের ১০ মে আদালতে মামলা করেন বলে তাঁদের হয়ে আইনজীবী সন্দীপ মণ্ডল জানান। মামলা দায়েরের আগে তাঁদের সমস্যার বিষয়ে গ্রামবাসীরা দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক সহ প্রশাসনের নানা শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের দ্বারস্থ হলেও কোনও কাজের কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিক সকালে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে মামলাটির শুনানি হয়। সমস্যা বিষয়ে পিএইচই'র ভূমিকা জানতে বিপারপতি ওই দপ্তরের নির্বাহী বাস্তুকারকে বেলা ৩টায় আদালতে তলব করেন। সেইমতো ওই আধিকারিক আদালতে উপস্থিত হয়ে সেবদোল্লাজোতে পিএইচই'র কাজের অগ্রগতির বিষয়ে বিচারপতিকে অবহিত করেন। ফাঁসিদেওয়া রুরাল এজেন্সি এই প্রকল্প রূপায়িত করেছে বলে ওই আধিকারিক আদালতকে জানান। মঙ্গলবার ফের এই মামলার শুনানি হবে। বিচারপতি সেদিন ওই সংস্থার প্রতিনিধিকে বাধ্যতামূলকভাবে আদালতে উপস্থিত থাকার কথা জানিয়েছেন। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এদিন বলেন, 'যে সমস্ত এলাকায় জলের সমস্যা রয়েছে, সেখানকার বাসিন্দারা মামলা করলে আদালত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।'

আজও শুনানি

- **সরকারি উদ্যোগ সত্ত্বেও নকশালবাড়ির সেবদোল্লাজোতের বাসিন্দারা পানীয় জল পাচ্ছেন না**
- **এলাকায় মাত্র দুটি ট্যাপকল। বাধ্য হয়েই ঝোরার দূষিত জল খাচ্ছেন বাসিন্দারা**
- **১০ মে আদালতে মামলা বাসিন্দাদের, সোমবার জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে শুনানি**
- **পিএইচই'র আধিকারিক এজলাসে, মঙ্গলবারের শুনানিতে জল সরবরাহ সংস্থাকে তলব**

সরকারের ঘরে বকেয়া লক্ষাধিক টাকা

'শ্মশানযাত্রার' জন্য প্রস্তুত 'মাতৃযান' পরিষেবা

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : একেকজন 'মাতৃযান'-য়ের মালিকের বকেয়া লাখ টাকার ওপর। বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের। বাকি টাকা আদায় করতে গিয়ে মাতৃযান মালিকদের জুতোর শুকতলা খুইয়ে গিয়েছে। কারণ, জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ছোট-বড় কত্তারা রয়েছেন দিবানিদ্রায়। মালিকরা নিজেদের গাঁটের টাকা খরচ করে পরিষেবা বজায় রেখেছেন। অবিলম্বে টাকা না পেলে 'মাতৃযান'-য়ের শ্মশানযাত্রার জন্য তাদের প্রস্তুতি নিতে হবে।

বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে মোট ৩১টি বেসরকারি 'মাতৃযান' অ্যাম্বুল্যান্স রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে দুটি ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স। মোট ৩৩টি অ্যাম্বুল্যান্স গর্ভবতী মায়েদের বাড়ি থেকে হাসপাতালে আনা ও হাসপাতাল থেকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে। আবার অনেক সময় গর্ভবতী মা বা সদ্যোজাত শিশুর বাইরে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করতে হয়েছে অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা।

সূত্রে খবর, এই পরিষেবা নিয়ে '১১-তে চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, প্রতি কিলোমিটারে অ্যাম্বুল্যান্স মালিকরা পাবেন আট টাকা। ২১ দিন পর তাদের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা। টাকা দেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ২১ দিন বাদে টাকা পেলেও তাদের খুব একটা অসুবিধে হত না। অ্যাডজাস্ট করে চলতেন।

কিন্তু গত আট-নয় মাস টাকা পাচ্ছেন না 'মাতৃযান'-য়ের মালিকরা। অনেক বলাবলির পর গত পুজোর আগে শুধু এক মাসের বিল দেওয়া হয়েছে। ব্যস ওই পর্যন্ত। সম্প্রতি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে এনিয়ে কথা বলেন 'অল বেঙ্গল নিশ্চয়যান অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাসোসিয়েশন'-য়ের সদস্যরা।

'মাতৃযান'-য়ের মালিক পুলক তরফদার বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া পাচ্ছি না। আগামীদিনে কীভাবে অ্যাম্বুল্যান্স চালাবো তা নিয়ে চিন্তায় আছি। গাড়ির দেখভালের খরচ আছে। দিতে হবে চালকের বেতন। কিন্তু কোথা থেকে দেব, ভেবে পাচ্ছি না। বকেয়া না পেলে পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই।' তবে সেটা বেশিদিন টেনে নিয়ে যেতে পারব না।'

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তা ডাঃ সুদীপ দাস বলেন, ' এই সমস্যা শুধু বালুরঘাটের নয়। রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় এই সমস্যা চলছে। টাকা আসে কেন্দ্র থেকে। কেন্দ্র টাকা মঞ্জুর করছে না বলেই এই সমস্যা। আমরা আমাদের সাধ্যমতো এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি।

বকেয়া প্রসঙ্গে বালুরঘাট জেলা

হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্সের সারি। সোমবার তোলা সংবাদচিত্র।

এবিষয়ে 'অল বেঙ্গল নিশ্চয়যান অ্যাম্বুল্যান্স অ্যাসোসিয়েশন'-য়ের জেলা সভাপতি সনৎ দত্ত বলেন, 'বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ৩১ টি 'মাতৃযান' রয়েছে। গত ৮-৯ মাস আমরা বকেয়া টাকা পাচ্ছি না। একেকজন মালিকের কম করে হলেও দেড় লক্ষ টাকা আটকে রয়েছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তার সঙ্গে দেখা করে দ্রুত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছি। আশ্বাস দিয়েছেন দ্রুত সমস্যা সমাধানের। ইতিমধ্যে অন্য বেশ কয়েকটি জেলায় পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পকেটের টাকা খরচ করেও আমরা এই পরিষেবা বজায় রেখেছি। হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দু বিকাশ বাগ বলেন, 'ফান্ডে যখন যেভাবে টাকা আসছে, আমরা সেভাবে মিটিয়ে দিচ্ছি। কিছুদিন হল সমস্যা দেখা দিয়েছে। টাকা পেলে আবার দেওয়া হবে।'

এবিষয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'কেন্দ্র নয়া-পয়সা আটকায়নি। সব টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। তারপরও দেখা যাচ্ছে রাজ্যের তরফ থেকে সেই টাকা ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না। বাংলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। সবক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে। জনগণের টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে। আমি খোঁজখবর নেব।'

'মালদার গর্ব' হস্তশিল্পীর লক্ষ্য জাতীয় স্তরে প্রথম স্থান

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : হস্তশিল্পে অনেক আগেই স্বনির্ভর পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাবনাপাড়ার বাসিন্দা পাখি হালদার। জেলাস্তরে এবং রাজ্যস্তরে পেয়েছেন প্রথম পুরস্কার। পাখির লক্ষ্য এবার জাতীয়স্তরে প্রথম স্থান অর্জন করা।

গত ২৪ নভেম্বর থেকে কলকাতার ইকো পার্কে শুরু হয়েছে রাজ্য হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা ও মেলা। ওর হাতে তৈরি সাদা ওড়নার ওপর আকাশি রংয়ের সুতোয় সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা নকশা নজর কেড়েছে বিচারকদের।

পাখি হালদার বলেন, 'বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে জেলা হস্তশিল্প প্রতিযোগিতায় আমার কাজের নমুনা পাঠানো হয়। জেলাস্তরে প্রথম হয়েছি। রাজ্যস্তরেও প্রথম পুরস্কার পেয়েছি। প্রথম হওয়ায় ভালো লাগছে। এতটা সাফল্য পাওয়ার আশা করিনি। এবার লক্ষ্য জাতীয়স্তরে সাফল্য অর্জন।'

কাঁথা স্টিচ বা সূঁচ শিল্প পাখিকে এনে দিয়েছে আর্থিক স্বনির্ভরতা। পাবনাপাড়ার বাসিন্দা মালদা শহরের কৃষ্ণকালীতলা এলাকায় একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নেয়। পরিবারের সদস্য বলতে মা পদ্মাবতী হালদার ও ভাই দীপঙ্কর হালদার। তিনজনকে নিয়েই সংসার। এখন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে আর্থিকভাবে অনেকটাই স্বনির্ভর।

পাখির এই সাফল্যে খুশি কৃষ্ণকালীতলা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্পাদক সুমিত্রা হালদার। বলেন, 'পাখির সাফল্যে আমরা খুবই খুশি। পাখির মতো বহু মেয়ে আমাদের এখান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হয়েছে। আমরা চাই, সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মেয়েরা প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বনির্ভর হোক। যাদের অর্থ দিয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই, তাঁদের জন্য রয়েছে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ।'

ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের ডাক অভিষেকের

বাগডোগরা ও কার্সিয়াং, ৪ ডিসেম্বর : হাতে সময় কম, নিজেদের ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে ইন্ডিয়া জোটকে দ্রুত মাঠে নামার ডাক দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবার দুপুরে সপরিবারে বাগডোগরা হয়ে কার্সিয়াং পৌঁছান অভিষেক। বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজেপির স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমি মনে করি সময় অত্যন্ত কম, সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। যতটা সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের স্বার্থে রাজনীতির ঊর্ধ্বে বিজেপির বিরুদ্ধে সবাইকে লড়তে হবে।' আবার ইডি ও সিবিআই নিয়ে পদ্ম শিবিরের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে অভিষেক বলেন, 'বিজেপি ইডি-সিবিআইকে ডাবল ইঞ্জিন হিসাবে ব্যবহার করে ভোটে লড়ছে। এভাবে বেশিদিন জেতা যাবে না।'

অভিষেককে স্বাগত জানাতে শাসকদলের একঝাঁক নেতা-নেত্রী বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন এদিন। তাঁদের অধিকাংশ বিমানবন্দরে ঢোকার জন্য আগাম পাস নিয়েছিলেন। তবে জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতা সৈকত চট্টোপাধ্যায় থাকলেন বাইরেই। সৈকতকে দেখা গেল হাতে একটি উত্তরীয় নিয়ে গেটের মেটাল ডিটেক্টরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। অভিষেক বাইরে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে এক পুলিশ আধিকারিক তাঁকে যাত্রীদের জন্য ট্যাক্সিচালক ও তাঁদের পরিবার যেখানে অপেক্ষা করে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে বলেন। তিনি শেষপর্যন্ত সেদিকেই সরে যান। এদিন কার্সিয়াংয়ে পৌঁছানোর পর গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা সহ দলের নেতা-নেত্রীরা সাংসদকে স্বাগত জানান। কার্সিয়াং জিরো পয়েন্টে শান্তা ছেত্রীর নেতৃত্বে তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রসঙ্গে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নে অভিষেক কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে জানিয়েছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হবে কি না বা কংগ্রেসের প্রতি আস্থা না রাখার তিনি কেউ নন। লোকতন্ত্রে মানুষই শেষ কথা বলে। মানুষ চাইলে, কংগ্রেস চাইলে সবাই মিলে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে, ইগো বাইরে রেখে বিজেপির সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ৬ ডিসেম্বর জোটের বৈঠক। সেখানে তৃণমূলের তরফে কে অংশ নেবেন, তা ঠিক করবেন দলনেত্রী।

দেশের পাঁচ রাজ্যে নির্বাচনে কংগ্রেসের হার নিয়ে অভিষেকের মত, 'নির্বাচনে সবাই মিলেমিশে প্রার্থী দিলে এমনটা হত না। তবে রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে খুব সামান্য ব্যবধানে কংগ্রেসে হেরেছে। আগে থেকেই যে ফারাক ছিল, সেটাকে মেরামত করতে পারলে কংগ্রেস ভালো ফল করত।'

এদিন রোহিণী রোড ধরে কার্সিয়াং পৌঁছান অভিষেক। শিমুলবাড়ি থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এবং অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজেপিএম) নেতা-কর্মীরা রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। রোহিণী রোড, কার্সিয়াংয়ের জিরো পয়েন্ট, কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ড সর্বত্রই ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে স্বাগত জানাতে দলে দলে মানুষ ভিড় করেন। অনীত থাপা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব কার্সিয়াং মোটরস্ট্যান্ডে অভিষেককে খাদা পরিয়ে স্বাগত জানিয়েছে। মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা পথ হাঁটেন তিনি। তারপর আবার গাড়িতে উঠে পাঙ্খাবাড়ি রোড হয়ে মকাইবাড়ির তাজ টি রিসর্টে পৌঁছান। ভাই আবেশের বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে ৮ ডিসেম্বর কার্সিয়াং থেকে অভিষেকের কলকাতায় ফিরে যাওয়ার কথা।

'মানুষের নয়, কংগ্রেসের হার'

প্রথম পাতার পর

বাড়িতে বসেছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। কংগ্রেস নীরব থাকলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। ভোটের ফলাফলের বিশ্লেষণ শোনা গিয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যেও।

বিরোধীদের এই হারকে পিসি ও ভাইপো দুজনই সামলে ওঠা সম্ভব বলে প্রত্যয় প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী সোমবার যোগ দিয়েছিলেন বিধানসভার অধিবেশনে। সেখানে তিনি ভোটের ফলাফল প্রসঙ্গে অনেক কথা বলেন সাংবাদিকদের। তাঁর মতে, 'এটা কংগ্রেসের হার, মানুষের পরাজয় নয়। বিজেপি একটা রাজ্য বেশি পেয়েছে। কংগ্রেসের থেকে ছত্তিশগড় ও রাজস্থান নিয়ে নিয়েছে। আবার কংগ্রেস তেলেঙ্গানায় জিতেছে।'

মমতার কথায়, 'আমরা বারবার বলেছিলাম, আগে আসন ভাগ করো। আসন ভাগ করলে এই অবস্থা হত না। ৭০টি আসনে বিজেপি জিতেছে ভোট কাটাকাটির জন্য। এটা ভোট কাটার জয়।' একই সুরে কিছু পরিসংখ্যান দেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, 'রাজস্থানে কংগ্রেস মাত্র ২ শতাংশ ভোটে বিজেপির কাছে হেরেছে। দীর্ঘদিন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা কংগ্রেসের রয়েছে। এই ভুল যদি ৬ মাস বা এক বছর আগে সংশোধন করা যেত তাহলে এমন ভরাডুবি হত না।'

এই ফলাফলের পর সংসদে বিরোধীদের আর আক্রমণাত্মক না হতে মোদির পরামর্শেও মিশে ছিল কটাক্ষের বিষ। তিনি বলেন, 'সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে বলতে হলে বলব, এটা বিরোধীদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ। নির্বাচনে বিধ্বস্ত হওয়ার রাগ সংসদে এসে উগরে দেবেন না। ইতিবাচক এবং গঠনমূলক মনোভাব নিন।' কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের সংখ্যা কমে এখন ৩-এ ঠেকেছে। হিমাচলপ্রদেশ বাদে গোটা উত্তর ভারত 'কংগ্রেসমুক্ত'।

সোনিয়া গান্ধির বাড়িতে সোমবার উপস্থিত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, গৌরব গগৈ, নাসির হুসেন, মণিকম ঠাকুর, প্রমোদ তিওয়ারি, অভিষেক মনু সিংভি প্রমুখ সেই হারের কারণ অনুসন্ধান করেন। শীতকালীন অধিবেশনে দলের রণকৌশল নিয়েও আলোচনা হয়। ভোটের ফলাফল পর্যালোচনায় ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশের উপজাতি এলাকায় বিজেপির বিপুল জয় চমকে দিয়েছে কংগ্রেস নেতাদের।

বিশেষ করে দলের দুর্গ বলে পরিচিত ছত্তিশগড়ের বস্তার ও সরগুজার সিংহভাগ আসন বিজেপির দখলে যাওয়ার কারণ খুঁজতে এখন মরিয়া কংগ্রেস নেতারা। আদিবাসী এলাকায় দলের ভোটব্যাংকে ধস নামার কারণ জানতে স্থানীয় নেতৃত্বকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। মিজোরামে দলের খারাপ ফল নিয়েও হতাশ কংগ্রেস নেতারা। তবে তেলেঙ্গানায় দলের জয়ের অন্যতম কারিগর রেবন্ত রেড্ডির মুখ্যমন্ত্রী পদ একপ্রকার নিশ্চিত।

কিন্তু সংসদ চত্বরে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, 'যাঁরা মানুষের জন্য কাজ করতে চান, তাঁদের কাছে ৪ রাজ্যের ভোটের ফল খুবই উৎসাহজনক।' পাঁচ রাজ্যের ফলাফলের কারণ হিসেবে তাঁর মতে, 'দেশ নেতিবাচক মনোভাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অধিবেশনের শুরুতে আমরা প্রতিবার বিরোধী বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করি। সবসময় সবার সহযোগিতা চাই। এবারও সেই প্রক্রিয়া হয়েছে।'

হারে বিপর্যস্ত কংগ্রেস সহ বিরোধীদের তাঁর পরামর্শ, 'আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছি, আপনাদের অবস্থান বদল করুন। বিরোধিতার জন্য বিরোধিতার অভ্যাস ছাড়ুন। দেশের স্বার্থে গঠনমূলক উদ্যোগকে সমর্থন করুন। ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি নিয়ে বিতর্ক হোক। দেখবেন, মনের মধ্যে যে ঘৃণা তৈরি হয়েছে, তা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হবে।'

এক সপ্তাহ পর শুরু সিটি স্ক্যান

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : অবশেষে সাতদিন পর ঠিক হল বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের বিকল সিটি স্ক্যান মেশিন। সোমবার পরিষেবা স্বাভাবিক হতেই সিটি স্ক্যান করাতে ভিড় জমান রোগী ও তাদের পরিজনরা। এদিন দুপুর পর্যন্ত কম করে ২০ জন রোগীর সিটি স্ক্যান হয়েছে। গত এক সপ্তাহ ধরে এই পরিষেবা বন্ধ থাকায় বহু মানুষ সমস্যায় পড়েছিলেন। সিটি স্ক্যানের একটি পার্টস মুম্বই থেকে নিয়ে আসার পর মেশিন ঠিক করা হয়েছে বলে খবর।

গত ২৭ নভেম্বর রাতে হঠাৎ এই সিটি স্ক্যান মেশিন বিকল হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় পরিষেবা। সমস্যায় পড়ে যান বহু মানুষ। অনেক রোগী সিটি স্ক্যান করতে এসেও ফিরে যান। এনিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। মেশিন ঠিক করাতে অনেক আগেই হাসপাতালে চলে এসেছিলেন টেকনিসিয়ান। কিন্তু তিনি মেশিন ঠিক করতে পারেননি। অবশেষে মুম্বই থেকে পার্টস এনে সেই মেশিন ঠিক করা হয়েছে। এবিষয়ে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'আজ সিটি স্ক্যান মেশিন ঠিক হয়েছে। সকাল থেকেই ফের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। মুম্বই থেকে একটি পার্টস আনাতে একটু সময় লেগেছিল। কয়েকদিন মেশিন খারাপ থাকায় আজ খুব চাপ ছিল। দুপুর পর্যন্ত প্রায় ২০ জন রোগীর সিটি স্ক্যান হয়। আমি নিজেও গিয়ে দেখে এসেছি।'

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ দাস বলেন, 'বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের সিটি স্ক্যান মেশিনটি খারাপ ছিল। একটা পার্টস খারাপ হয়েছিল। সেটা নিয়ে এনে মেশিন ঠিক করা হয়েছে। আজ থেকে সিটি স্ক্যান পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে।'

শহর পরিক্রমা

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জয়লাভ করায় আনন্দে মাতল মালদা জেলা বিজেপি। সোমবার সন্ধেয় জেলা বিজেপির তরফে একটি বিজয় মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে। মিছিলে পা মেলান বিজেপির উত্তর ও দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত, পার্থসারথি ঘোষ সহ অন্যরা।

পার্থসারথি ঘোষ বলেন, 'এই জয়ের মাধ্যমে মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে আগামী লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি চারশোরও বেশি আসন নিয়ে ফের সরকার গড়তে চলেছে।'

শুটআউটে

প্রথম পাতার পর

কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। লালুয়া শেকের স্ত্রী সাহানাজ খাতুনের অভিযোগ, 'আমার স্বামী মুদির দোকান বন্ধ করছিল। সেই সময় পিছন দিক থেকে দুজন দুষ্কৃতী গুলি করে পালিয়ে যায়। তাদেরকে আমি চিনতে পেরেছি। দুষ্কৃতীরা গ্রামেরই বাসিন্দা। ওদের মধ্যে একজন হল সানাউল হক। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর গ্রামে। এছাড়াও ছিল আশরাফুল হক। তার বাড়ি রায়গঞ্জ থানার বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুলকাই গ্রামে।' পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে জেলা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। সোমবার বিকেলে ওই ব্যক্তির শরীরের ভেতর থেকে বের করা হয় একটি বুলেট। সেইগুলি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। পাশাপাশি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ করে ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে বলে মেডিকেল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনার কবলে আপ রাধিকাপুর

প্রথম পাতার পর

ভয় হচ্ছিল। কোনও মতে প্রাণে বেঁচে গেয়েছি।'

যদিও মালদার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিকাশ চৌবের দাবি, 'রাতেই আমরা আশেপাশের যাত্রীদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যাত্রীরা সহযোগিতা করেছেন। তবে রেল লাইনচ্যুত হয়নি। অল্পের উপর দিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ট্রাক ফিটনেস হয়ে গিয়েছে। রেল সুরক্ষার জন্য যতটুকু স্লিপার এখন বসানোর দরকার সে কাজও হয়েছে। আপ-ডাউন দু'ট লাইনই এখন প্রস্তুত হয়ে গেছে ট্রেন চলাচলের জন্য। আমরা আপ বালুরঘাট ট্রেন ঠিক সময় লাইন দিয়ে নিয়ে যাব বলে আশা করছি।'

ডিআরএম আরও জানান, 'বালি বোঝাই লরিটি কীভাবে এত উপর থেকে হঠাৎই চলে এল তা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হবে। দেখে মনে হল অনেক বালি বোঝাই ছিল ওই লরিতে।'

কামরার দরজা বন্ধ

প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, 'আমি আর আমার ৯ বছরের ছেলে ট্রেনে ছিলাম। এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হল। এস-৪ কামরা একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। তবে আমরা সুস্থভাবে ফিরেছি। যাত্রীরা সবাই সুস্থভাবে ফিরেছে এটাই অনেক বড় ভাগ্য।' মিঠুন রায় নামে আরেক রেলযাত্রীর কথায়, 'রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেন বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গেল। আমরাও হয়তো বেঁচে গেলাম।' এদিকে, সোমবার বাতিল হয়েছে সাহেবগঞ্জ এক্সপ্রেস। ঘুরিয়ে দেওয়া হয় কলকাতা-আগরতলা কাটিহার এক্সপ্রেস, হাটেবাজারে এক্সপ্রেস। রাধিকাপুর এক্সপ্রেসও জঙ্গিপুর রোডে ফিরিয়ে এনে আজিমগঞ্জ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছে রেল। ওই ট্রেনের যাত্রী ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রলয় মণ্ডল, চন্দন গোস্বামী, প্রবীর সরকাররা। এদিন তাদের আতঙ্কের কথা জানিয়ে বলেন, ট্রেনের চালক এমারজেন্সি ব্রেক কষতেই ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়। সেইসময় ডাউন লাইনে যে কোনও ট্রেন আসলে আরও বড়সড়ো দুর্ঘটনা হতে পারত। স্থানীয় বাসিন্দা, পুলিশ ও রেলকর্মীরা তৎপরতার সঙ্গে কোনওরকমে যাত্রীদের টোটো, অটো ও সরকারি বাসে করে যাত্রীদের ঘটনাস্থল থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হয়। এরপর সরকারি বাসে করে যাত্রীদের রায়গঞ্জে নিয়ে আসা হয়েছে। এদিকে সোমবার বিকেল চারটা ২৬ নাগাদ বিকল্প ট্রেন এসে পৌঁছায় রায়গঞ্জ স্টেশনে। ট্রেন পৌঁছাতেই যাত্রীদের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের প্রিয়জনকে দেখতে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ রাধিকাপুরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় ট্রেনটি। রায়গঞ্জ স্টেশন ম্যানেজার রাজু কুমার জানান, 'সোমবার কলকাতাগামী রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে।'

শুধু বিজেপি নয়, ফলে খুশি

প্রথম পাতার পর

নীতীশের দলের নেতা কেসি ত্যাগী তো খোলাখুলি বলেছেন, পাঁচ রাজ্যের ভোটে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিল কংগ্রেস। তার ফলে কী হল দেখাই যাচ্ছে। তৃণমূলের তরফে বলা হয়েছে, জমিদারি মনোভাব ছেড়ে অন্য নেতা-নেত্রীদের কথা শুনতে হবে। এটা কংগ্রেসের ব্যর্থতা। এক কদম এগিয়ে আপ জানিয়ে দিয়েছে উত্তর ভারতে তারাই এক নম্বর দল। সব মিলিয়ে অবস্থা যা তাতে বেশ বেকায়দায় পড়তে হবে কংগ্রেসকেই।

বেঙ্গালুরুতে ইন্ডিয়া জোটের শেষ বৈঠকে ঠিক হয়েছিল, একটা সমন্বয় কমিটি তৈরি হবে। সেই কমিটির একটাও মিটিং হয়নি। বিধানসভার ভোটে একসঙ্গে না লড়ার একটা যুক্তি খাড়া করেছে সোনিয়ার দল। তাদের কথা, বিধানসভার কথা আলাদা, কিন্তু লোকসভার ভোট হবে জোট বেঁধে। পাঁচ রাজ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ার তিন মাস পরে সাধারণ ভোটাররা ঠিকঠাক শত্রুমিত্র চিনতে পারবেন তো? সবার কমন প্রতিপক্ষ বিজেপি সেখানে বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাবে না তো? তারা তো একটি দলের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী সরকারের পক্ষে জোরদার প্রচার চালাবে। তাকে পালটা ধাক্কা দেওয়ার মতো কী কী অস্ত্র আছে ইন্ডিয়ার হাতে, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে।

আর ক'দিন পরেই রাম মন্দির নিয়ে ব্যাপক প্রচারে নামছে বিজেপি এবং সংঘ পরিবার। সেই আগ্রাসী হিন্দুত্বের মোকাবিলায় জোটের শরিকদের নরম হিন্দুত্ব কতটা কাজে দেবে প্রশ্ন তা নিয়েও। কাজে যে দিচ্ছে না তা তো পরিষ্কার। সবমিলিয়ে পাঁচ রাজ্যের ভোটের এই ফল বিরোধী জোটকে কোথায় দাঁড় করাবে দ্রুতই পরিষ্কার হবে সেই ছবিটা।

তৃণমূল নেতৃত্ব জেলে

প্রথম পাতার পর

দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ধর্মেন্দ্রর বক্তব্যকে 'সংখ্যাগরিষ্ঠতার বেনজির আস্ফালন' বলে লঘু করার চেষ্টা করেছেন। সুদীপের বক্তব্য, 'এটা বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার প্রয়াস।'

আবাস যোজনা ও একশো দিনের কাজ সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলার বরাদ্দ আটকে রাখার প্রসঙ্গ তোলায় তাঁকে ধর্মেন্দ্রর কড়া বার্তা হজম করতে হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, 'ভারত সরকার বাংলায় আর্থিক অবরোধ করছে বলে সুদীপবাবুর অভিযোগ ঠিক নয়। কেন্দ্র থেকে বাংলার গরিবদের জন্য পাঠানো বরাদ্দ নিয়ে ওখানে তোলাবাজি চলে, কাটমানি নেওয়া হয়। সব রাজ্য আর্থিক শৃঙ্খলা মেনে চললেও বাংলা সরকার মনে করে তারা সবার ওপরে।'

পরে অধিবেশনের বাইরে সুদীপ বলেন, 'যে মন্ত্রীর উদ্দেশে আমার প্রশ্ন ছিল, তাঁকে বলতে না দিয়ে অন্য একজন মন্ত্রী উপযাচক হয়ে বলতে শুরু করলেন। কদর্য রাজনীতি করলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।' যদিও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী কেন্দ্রের অভিযোগেই সায় দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'তদন্ত হলেই সবকিছু জানা যাবে। পশ্চিমবঙ্গে চুরি তো হয়ই। তার জন্য আমাদের আদালতেও যেতে হয়।'

রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বালুরঘাট থেকে টেলিফোনে বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন যা বলে এসেছি, ধর্মেন্দ্রজি সংসদে দাঁড়িয়ে তাই বললেন। আমি অবাক হব না যদি এর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে যায়। এজন্য আমাদের স্লোগান- চোর ধরো, জেল ভরো।' ধর্মেন্দ্রর আক্রমণাত্মক ভাষণে কার্যত পিছনে চলে যায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ। সুদীপ বলেছিলেন, '১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা, স্বাস্থ্য মিশনের বরাদ্দের বকেয়া নিয়ে আমরা কৃষি ভবনে সত্যাগ্রহ করলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের বসিয়ে রেখে পালিয়ে যান। পুলিশ দিয়ে আমাদের উঠিয়ে দেওয়া হয়। আমরা আবার বলছি, এ বিষয়ে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে এসে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন।'

তৃণমূলের আরেক প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় বলেন, '১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে ৭০০০ কোটি টাকা বকেয়া থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও হেলদোল নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্বেচ্ছাচারিতা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' এরপর জবাব দিতে উঠে তৃণমূল সরকারকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধুয়ে দিতে চেষ্টা করলে চিৎকার করে তাঁকে বাধা দিতে থাকেন তৃণমূলের অন্য দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া মৈত্র। কিন্তু তাতে কান না দিয়ে ধর্মেন্দ্র কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে যান।

নর্দমার জল উপচে ফুটপাথে

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহরের মোহনবাটি এলাকায় নর্দমা উপচে নোংরা জল ফুটপাথে চলে আসায় সমস্যায় পড়েছেন ব্যবসায়ী থেকে পথচারীরা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে নর্দমার জল উপচে পড়ছে ফুটপাথে। কোনও সময় সেই জল দোকানে ঢুকে পড়ছে। অথচ পুরসভার কোনও নজরদারি নেই।

স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজীব সিং বলেন, 'নর্দমাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় জল নিষ্কাশন হচ্ছে না। নোংরা জলে আশপাশ ভরে যাচ্ছে। দুর্গন্ধ সহ্য করা যাচ্ছে না। এমনকি দোকানে খরিদ্দার পর্যন্ত আসছে না।'

যদিও পুরসভার স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর ভোলা পালের দাবি, 'স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই এজন্য দায়ী। তাঁরা নর্দমার মধ্যে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, ডাব সহ নানারকম জিনিসপত্র ফেলায় নর্দমাগুলি ভরে যাচ্ছে। তাঁদেরও সচেতন হতে হবে।'

রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য সাধন বর্মন বলেন, 'আদালতের দুই নম্বর গেট থেকে লেবার লাগানো হয়েছে। নর্দমাগুলি পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। দুই একদিনের হয়ে যাবে।'

ব্লু জিনস ডে

সবধরনের টপ, কুর্তির সঙ্গে মানিয়ে যায় ব্লু জিনস। ছেলে হোক বা মেয়ে, উভয়েরই ওয়ার্ডরোবে এই ব্লু জিনস মাস্ট। ৫ ডিসেম্বর ব্লু জিনস ডে পালন করা হয়।

লোডশেডিংয়ে জেরবার তুঁতবাড়ি

আমার পাড়া — পুরাতন মালদা পুরসভা, ওয়ার্ড ৪

তুঁতবাড়ি, কাটরাবাজার, বাগানপাড়া, বাঙালটুলি, শেখপাড়া, শর্বরীপাড়া নিয়ে পুরাতন মালদার ৪ নম্বর ওয়ার্ড। ওয়ার্ডের জনসংখ্যা ৫ হাজারের বেশি হলেও ভোটার রয়েছে ২ হাজার মতো। ওয়ার্ডের প্রধান সমস্যাই এখানে কিছু এলাকায় পাকা রাস্তা গড়ে ওঠেনি। কিছু এলাকায় ট্রান্সফর্মারের সমস্যার কারণে ঘনঘন লোডশেডিং সমস্যায় পড়তে হয়। বিদ্যুৎ দপ্তর ও পুরসভার কাছে জানিয়েও কাজ হচ্ছে না। এলাকার পাঁচশো পরিবার ভোগান্তির মুখে পড়ছে। এছাড়া অবৈজ্ঞানিকভাবে নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, ফলে জল বের হতে সমস্যা হচ্ছে। ওয়ার্ডের এমন অনেক সমস্যার কথা এলাকাবাসীর মুখ থেকে শুনলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিনিধি জসিমুদ্দিন আহম্মদ।

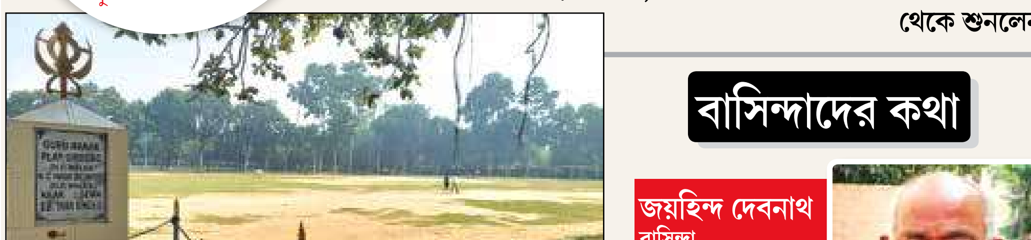

আমাদের ওয়ার্ডের প্রধান দুটি সমস্যা তুঁতবাড়িতে বিদ্যুৎ আর জামাই কলোনিতে নতুন রাস্তা ও ড্রেনের পরিষেবা। তুঁতবাড়িতে ট্রান্সফর্মার বসানোর জায়গা আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরকে দিতে চেয়েছি। কাজিপুকুর মাঠকে খেলাধুলোর উপযোগী করে তুলে ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করা এবং কালাচাঁদ হাইস্কুলের পিছনের মাঠকে স্টেডিয়াম তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছি।

নির্মল অধিকারী, কাউন্সিলার

বাসিন্দাদের কথা

জয়হিন্দ দেবনাথ
বাসিন্দা

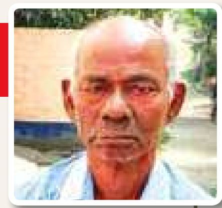

আমাদের জামাই কলোনির বড় সমস্যা পাকা রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থা। আমরা দীর্ঘদিন ধরে পুরসভার কাছে সমস্যার কথা জানিয়ে আসছি। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। বর্তমান কাউন্সিলার আশ্বাস দিয়েছেন। রাস্তা ও নিকাশির সমস্যা মিটলে আমাদের খুব সুবিধা হবে।

তুঁতবাড়ি এলাকায় ৫০০ পরিবারের বসবাস। আমাদের এখানে বিদ্যুৎ পরিষেবা বেহাল। গরমের সময় লোডশেডিং হলে দু-তিন ঘণ্টার আগে আসে না। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে। বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানিয়ে লাভ হয়নি। কাউন্সিলারকেও জানিয়েছি, কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।

রানি ঘোষ
বাসিন্দা

খরমুজাঘাটে দ্বিতীয় বৈদ্যুতিক চুল্লি দাবি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : খরমুজাঘাটে আরও একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি চেয়ে সরব হলেন এলাকার বাসিন্দারা। এই দাবি তাঁদের দীর্ঘদিনের। এলাকাবাসীর এই দাবি পুরপ্রশাসনের কানে গিয়েছে। জেনেও কেন তারা ব্যবস্থা নেয়নি, তা নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের মনে যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে।

রায়গঞ্জ পুরসভার উদ্যোগে বন্দর শ্মশানঘাটে ২০১৯ সালে প্রথম বৈদ্যুতিক চুল্লি বসে। এই শহরের পাশাপাশি শহরতলি এলাকার মানুষ সংকারের জন্য এই শ্মশানঘাটের দ্বারস্থ হয়। প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করে ২০২৩ সালে বসানো হয়েছিল পুরোনো চুল্লি। তাতেও চিত্রের তেমন রকমফের হয়নি। রায়গঞ্জ পুরসভার এক থেকে নয় নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা

রায়গঞ্জ

খরমুজাঘাট শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির দাবি তুলে জানিয়েছেন, পুরসভার ২৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১২টি ওয়ার্ডের বাসিন্দা এবং আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে বহু মানুষ এই শ্মশানঘাটে আগে মৃতদেহ সংকার করতে আসত। কিন্তু শ্মশানঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি না থাকায় শ্মশান পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ দেহ নিয়ে বন্দর শ্মশানঘাটে আসে। ফলে সমস্যা আগে যা ছিল, এখনও তাই।

মোহনবাটির বাসিন্দা রায়গঞ্জ করোনেশন হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক তিলকতীর্থ ভৌমিক জানান, 'রায়গঞ্জ শহরের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই এই শহরে দুটি শ্মশানঘাট রয়েছে। একটি বন্দরে, অপরটি খরমুজাঘাটে। খরমুজাঘাট শ্মশানে শহরের উত্তরভাগের বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেমন সোহারই, উদয়পুর, কর্ণজোড়া, কাশীবাটি ও শহরের উত্তর ভাগের বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিশাল সংখ্যক

রায়গঞ্জের খরমুজাঘাট শ্মশান। সোমবার ছবিটি তুলেছেন সুকুমার বাড়ই।

মানুষ সংকারের জন্য এখানে আসে। বিষয়টি পুরপ্রশাসন জানে না, এমন নয়। জেনেও তারা সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করছে না। আরও একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি খরমুজাঘাট শ্মশানেই বসাতে হবে।'

রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ বিদ্যাভবনের গ্রন্থাগারিক সুনীলেন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের এই এলাকা থেকে বন্দর শ্মশানঘাট অনেকটাই দূরে। আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা বাধ্য হয়ে খরমুজাঘাট শ্মশানেই দেহ সংকার করেন। তাই আরও একটি বৈদ্যুতিক চুল্লির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।'

কাশিবাটি-রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা প্রণব দেবনাথ বলেন, ' দেহ সংকারের জন্য আমাদের খরমুজাঘাট শ্মশানে যেতে হয়। সেখানে বৈদ্যুতিক চুল্লি মাত্র একটি। তাই বাধ্য হয়ে খড়ি দিয়ে সংকার করতে হয়। আমাদের দাবি, এই শ্মশানঘাটেও আরও একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানো হোক। এই দাবি তাঁদের একার নয়। দাবি, নেতাজিপল্লি, রবীন্দ্রপল্লি, মিলনপাড়া, শক্তিনগর, তুলসীতলা সহ কর্ণজোড়া, বারোদুয়ারি গ্রামের সাধারণ মানুষের।

রায়গঞ্জ পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার জানিয়েছেন, 'রায়গঞ্জ বন্দর শ্মশানঘাটে দুটি বৈদ্যুতিক চুল্লি আছে। কোনও কারণে একটি বিকল হলে দ্বিতীয় চুল্লিতে দেহ সংকার করা যাবে। এই শ্মশানে শহরের মানুষের পাশাপাশি গ্রামের মানুষও দেহ সংকারের জন্য আসে। তবে খরমুজাঘাট শ্মশান নিয়েও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে আরও একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি বসানো হবে।'

রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী স্বীকার করে নিয়েছেন, দেহ সংকার নিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা। আশ্বাস দিয়েছে সমস্যা সমাধানের। বিধায়ক জানিয়েছেন, 'সাধারণ মানুষের সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য মা-মাটি-মানুষের নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদা তৎপর। তাই অবশ্যই দাবি পূরণ হবে'। রায়গঞ্জ পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের কোঅর্ডিনেটর অরুণচন্দ্র চন্দর কথায়, 'খরমুজাঘাট শ্মশানে খড়ি দিয়ে দাহ করায় অনেকে বাধ্য হয়ে বন্দর শ্মশানে যান। সাধারণ মানুষের দাবি মেনে এই শ্মশানে আরও একটি বৈদ্যুতিক চুল্লি বসালে ভালোই হয়।'

জিৎকে দেখতে ব্যাপক উত্তেজনা

ভিড় সামলাতে লাঠি হাতে পুলিশ

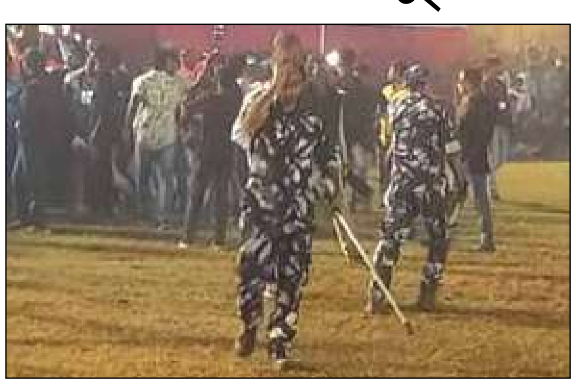

কড়া পুলিশি প্রহরা। সোমবার মালদায়। -সংবাদচিত্র

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৪ ডিসেম্বর : ফিল্মস্টারকে দেখতে গিয়ে নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠি হাতে ময়দানে নামতে হয় পুলিশকে। লাঠি দিয়ে দর্শকদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে আয়োজক সংস্থার ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে।

প্রতি বছর গুডমর্নিং ক্লাবের পরিচালনায় সুচন্দন মেমোরিয়াল নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। ফাইনাল খেলার দিন দর্শকদের উৎসাহ বাড়াতে খ্যাতনামা শিল্পীদের আনা হয়। গতবছর এই খেলা চলাকালীন ১০০ মিটার দূরেই দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। গতকাল রাতে শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ছিল। টুর্নামেন্টে বিশেষ অতিথি ছিলেন টলিউড অভিনেতা জিৎ। প্রিয় অভিনেতাকে দেখতে সন্ধে থেকেই ময়দানের চারিদিকে ভিড় উপচে পড়েছিল। মোতায়েন করা

হয়েছিল পুলিশবাহিনী। রাত ১০টা নাগাদ অভিনেতা মাঠে প্রবেশ করতেই ভক্তরা মাঠের ভেতরে ঢুকতে শুরু করে। চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। পদপিষ্ট হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠি হাতে ময়দানে নামে পুলিশ। আয়োজক সংস্থার ভলান্টিয়াররা দর্শকদের সরাতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে বলেও অভিযোগ। কোনওমতে মাঠ ছাড়েন টলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর ফের খেলা শুরু হয়। ফাইনাল খেলাতেও দু'পক্ষের বিবাদ সামাল দিয়ে ময়দানে নামতে হয় পুলিশকে। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে আয়োজক সংস্থা কিংবা পুলিশ প্রশাসনের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

নবরূপে সেজে উঠছে মোটরকালী মন্দির

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের আদলে রায়গঞ্জ শহরের উপকণ্ঠ কর্ণজোড়া কালীবাড়িতে তৈরি হচ্ছে মোটরকালী মন্দির। এখানে একটি ২৫ জনের ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। তারাই পুরো বিষয়টি দেখাশোনা করে। আনুমানিক ৫০ লক্ষ টাকার বাজেট নিয়ে নতুন সুদৃশ্য মন্দির তৈরির কাজ শুরু হয় ২০২১ সালে। মূল মন্দিরের নির্মাণকাজ শেষ। রংয়ের প্রলেপ শেষ হলে বিদ্যুৎ সংযোগ সহ ভেতরের শেষ মুহূর্তের কাজ বাকি। আগামী পুজো নতুন মন্দিরেই হবে।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত অসীম

চট্টোপাধ্যায় জানান, 'এই অঞ্চলে এক জমিদারের মোটরগাড়ি কোনও এক কারণে এখানে আটকে যায়। তারপর স্বপ্নাদেশ পেলে এখানে মায়ের পুজো শুরু হয়।'

সহযোগী পুরোহিত রিন্টু চক্রবর্তীর মতে, 'প্রতি বছর চৈত্র মাসের শেষ শনিবারে এখানে মায়ের বার্ষিক পুজো হয়। দীপান্বিতা কালীপুজোও হয় এখানে ধুমধাম করে। নিত্য পুজোও হয়।'

মন্দির লাগোয়া বাড়ি জেলা পরিষদের প্রাক্তন সহকারী সভাধিপতি পূর্ণেন্দু দে'র। তিনি বলেন, 'মন্দির নির্মাণে ৫ শতক জমি দেন বাবা ইন্দ্রমোহন দে। জাগ্রত এই মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে ভক্ত আসেন। নতুন গাড়ি কিনলে এসে পুজো দেওয়ার প্রচলন রয়েছে।'

স্টেশন সাজাতে শিল্পীদের আবেদন

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সমস্ত স্টেশনকে নতুনভাবে সাজানোর আবেদন জানাল বালুরঘাটের এক শিল্পী সংস্থা। সোমবার ই-মেইল মারফত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারকে জেলার সব স্টেশনে সৌন্দর্যায়নের কথা বিস্তারিত তুলে ধরেন ওই সংগঠন।

বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর সহ সব স্টেশনে জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, স্বাধীনতা আন্দোলন, সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরতে চিত্রকলা, লেখার মাধ্যমে তুলে ধরার আবেদন করেছেন তাঁরা। দাবি, পর্যটকদের আকর্ষণ করতে ও স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হোক।

ইতিমধ্যেই বালুরঘাট রেলস্টেশনের সৌন্দর্যায়নের জন্য দুকোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করেছে রেল দপ্তর। যার টেন্ডার প্রক্রিয়াও হয়ে গিয়েছে বলে আগেই বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন। এখন শুধু কাজ শুরু হওয়ার অপেক্ষা। মূলত বাচিক শিল্পীদের ওই সংগঠন আবেদন করেছেন, স্টেশনগুলিতে জেলার বৈচিত্র্যময় সম্পদগুলির ফোকাস করা উচিত। পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে ও দক্ষিণ দিনাজপুরের নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য দেওয়ালচিত্র, সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য, সৌন্দর্যায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে পদক্ষেপ নিক।

বালুরঘাট স্টেশনের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘটনা এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত মুক্তিযোদ্ধার ঘটনা, লেখা, ছবি ও চিত্রগুলি থাকুক। আত্রেয়ী নদী সম্পর্কিত মানচিত্র, তথ্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য-মিথ থাকতে পারে। অবিভক্ত সময় থেকে বালুরঘাটে থিয়েটার কার্যক্রমের ঐতিহ্য, হিলি সীমান্ত ও গুরুত্ব, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের তথ্য ও পরিসংখ্যানের প্রতিফলন তুলে দেওয়া হোক। কারণ এই ঐতিহাসিক ঘটনায় বালুরঘাট একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। বোল্লা কালীমাতার পুজো সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হোক। গঙ্গারামপুর স্টেশনে ঘটনা ও পরিসংখ্যানে বাণগড়ের ইতিহাস, পুনর্ভবা, আতান শাহ দরগা, বখতিয়ার খিলজি কবরস্থান, পিরপাল, ধলদিঘি, কাল দীঘি, ক্ষীর দই, ইত্যাদি। বুনিয়াদপুর স্টেশনে টাঙন নদী, মহিষবাথান মুখোশ গ্রাম, খন লোকসংস্কৃতি, শমী গাছের মিথ এবং বিভিন্ন দিঘি ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য ও পরিসংখ্যান দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

সোমবার বালুরঘাট স্টেশনের ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ মহন্ত।

শিল্পীর ছোঁয়া।। *একমনে ছবি আঁকছেন রণিত। সোমবার বুনিয়াদপুরে। -সংবাদচিত্র*

তুলির টানে তাক লাগাচ্ছেন রণিত

দিলীপকুমার তালুকদার

বুনিয়াদপুর, ৪ ডিসেম্বর : হাতেকলমে তেমন শিক্ষালাভ করতে পারেননি কেবলমাত্র দরিদ্র্যতার কারণে। কিন্তু আজ নিজ অধ্যবসায়ে তিনি একের পর এক ছবি ও কাগজের প্রতিমা বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন এলাকাবাসীদের। তিনি বুনিয়াদপুরেরই এক যুবক। নাম রণিত পোদ্দার। রণিতের পড়াশোনা অঙ্কে অনার্স গ্র্যাজুয়েট। তাঁর বাড়ি বুনিয়াদপুরের বড়াইল এলাকায়। বাড়িতে বাবা-মা ও ছোট বোনকে নিয়ে তাঁদের অভাবের সংসার। বাবা তাপস পোদ্দার চায়ের দোকান করে সংসার চালান। মা গৃহবধূ ও বোন উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রী। রণিত কয়েকবছর আগে দুইজন শিক্ষকের কাছে মাত্র দেড় বছর আর্ট শিখেছিলেন। তারপর আর তাঁর শেখা হয়নি।

শনিবার সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, রণিত একচিলতে ঘরের মেঝেতে বসে একমনে কাগজের উপর রং তুলি নিয়ে আপন খেয়ালে ছবি এঁকে চলেছেন। তার ঘরের শোকেসে থরে থরে সাজানো তারই সৃষ্টি কাগজের হরেকরকমের প্রতিমা।

রণিত পোদ্দার বলেন, 'সামান্য কয়েকদিন আঁকা শিখেছিলাম দুইজন শিক্ষকের কাছে। সে অনেক দিন হয়ে গেল। এখন নিজ প্রচেষ্টায় এঁকে যাচ্ছি। আমি সাধারণত কাগজের উপর রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকি। এছাড়া কাগজ দিয়ে প্রতিমা এঁকে থাকি। সামান্য টিউশন করে যা পাই, তা দিয়ে আঁকার জন্য উপকরণ কিনি। এছাড়া চাকরির জন্য পড়াশোনা করছি। বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা না দিয়ে সেই সময়টা আঁকার কাজে ব্যয় করি। আমার প্রবল ইচ্ছা যে, কলকাতা কিংবা অন্য কোনও স্থানের কোনও আর্ট কলেজে ভর্তি হয়ে নিজেকে একজন প্রকৃত শিল্পী হিসেবে গড়ে তোলা।'

রণিতের মা বিউটি পোদ্দার বলেন, 'কতবার ছেলেকে বলেছি, এইসব ছবি আঁকা ছেড়ে চাকরির

বুনিয়াদপুর

চেষ্টার পাশাপাশি কোনও ছোট ব্যবসা কর। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ছেলের ধ্যানজ্ঞান শুধু ছবি আঁকা ও কোনও আর্ট কলেজে পড়ে একজন ভালো শিল্পী হওয়া। কিন্তু অর্থাভাবে কী করে তা সম্ভব, ভেবে পাচ্ছি না। তবে ছেলের আঁকা ছবি দেখে মা হিসাবে গর্বে বুকটা ভরে ওঠে।'

বুনিয়াদপুর পুরসভার পুরপ্রশাসক অখিলচন্দ্র বর্মন বলেন, 'আমি ছেলেটার প্রতিভার ব্যাপারে এই প্রথম জানলাম। আমি একদিন তার আঁকা ছবি দেখতে তার বাড়িতে যাব। অবশ্যই ছবির প্রদর্শনীর জন্য ও অন্য প্রয়োজনে তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব।'

তাঁতিপাড়ার কার্নিভালে সেলফি জোন

পুরাতন মালদা, ৪ ডিসেম্বর : পুরাতন মালদার তাঁতিপাড়া মাঠে শুরু হতে চলেছে ক্রিসমাস কার্নিভাল ও বর্ষবরণ উৎসব। শহরের যানজট এড়াতে মঙ্গলবাড়ি চৌরঙ্গি মোড় থেকে সরিয়ে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তাঁতিপাড়া মাঠে কার্নিভালকে সরানো হয়েছে। সোমবার দুপুরে মালদা থানার আইসি হীরক বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে মাঠ পরিদর্শনে যান পুরপ্রধান কার্তিক ঘোষ। ছিলেন কাউন্সিলার শত্রুঘ্ন সিংহ বর্মা, শ্যাম মণ্ডল, শিবাঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। কার্তিক ঘোষ বলেন, 'গোটা শহরকেই আলোকমালায় মুড়ে ফেলা হবে। করা হবে সেলফি জোন। আমাদের উদ্দেশ্য, মানুষের মুখে হাসি ফোটানো।'

অ্যাফিডেভিট

আমি ইছা মহাম্মদ, পিতা মৃত আমিরুদ্দিন মিঞা, গ্রাম - ডহুয়াকুড়ি, পোস্ট - জোরদিঘি, থানা - বংশীহারির বাসিন্দা। আধার কার্ড ও ভোটার কার্ডে এই নাম থাকলেও একডালা বৈরহাট্টা মৌজার জমির খতিয়ানে আমার নাম ইউসুফ আলি ও বাবার নাম সরিফদ্দিন সরকার নামে রেকর্ড হয়েছে। ০১.১২.২৩ তারিখে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ইছা মহাম্মদ পিতা মৃত আমিরুদ্দিন মিঞা এবং ইউসুফ আলি পিতা সরিফদ্দিন সরকার একই ব্যক্তি বলে অঙ্গীকার করলাম। (M-SR)

অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার যেন ভূতুড়ে বাড়ি

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : বছরকয়েক ধরে জরাজীর্ণ দশা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের। বিষধর সাপ, ব্যাং থেকে শুরু করে নানা প্রজাতির পোকামাকড়ের বাস সেখানে। তারই মধ্যে চলছে শিশুদের পড়াশোনা। চলছে রান্নাবান্না, দেওয়া হচ্ছে খাবার। সন্তানদের পাঠিয়েও রীতিমতো উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা।

রায়গঞ্জ শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের যাদবপাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চিত্রটা ঠিক এমনই। বাম আমলে রায়গঞ্জ পুর এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলি চালু করা হয়। অধিকাংশ সেন্টারের কোনও পরিকাঠামো নেই। পড়াশোনার পরিবেশ নেই। অভিযোগ, পঠনপাঠন নামমাত্র হয় সকাল ৯টা বাজলে শিশুরা বাড়ি থেকে পাত্র নিয়ে আসে, অনেক সময় অভিভাবকরা আসেন। এরপর তাঁদের হাতে খিচুড়ি ধরিয়ে দেওয়া হয়। মাঝেমধ্যে ডিম দিতেও

সাপ-ব্যাং-এর অবাধ প্রবেশ

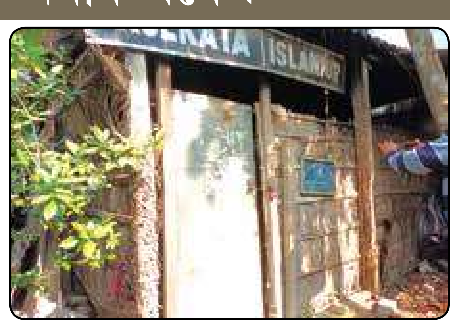

বেহাল দশায় ধুঁকছে যাদবপাড়ার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। নেই পরিকাঠামো। -সংবাদচিত্র

দেখা যায়।

সুসংহত শিশু বিকাশ কেন্দ্রের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারটি একেবারে জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ওই কেন্দ্রের পেছনের দিকের ছাউনি ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। চারিদিকে বেড়াগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেন্টারে নেই কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা। পাশের বাড়ি থেকে পানীয় জল নিয়ে এসে রান্না করতে হয়। অভিভাবকদের দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের যে অবস্থা তাতে ছেলেমেয়েদের পাঠাতে ভয় হয়। আমরা দিদিমণিকে অনেকবার বলেছি কিন্তু সেন্টারটি মেরামত করা হচ্ছে না। সাপ, পোকামাকড় ভর্তি ওই ঘরের মধ্যে। মা ও শিশু মিলিয়ে প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ জন সেন্টারে আসেন।

রেবা মাহাতো নামে এক অভিভাবক জানান, 'সেন্টারের ভগ্নদশার কারণে বাড়ির কাজ ফেলে বসে থাকতে হয় শিশুদের সঙ্গে সেন্টারে। এক চিলতে ভাঙাচোরা ঘরে চলে রান্নাবান্না। পুরোটাই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।' এদিকে, এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিশু ও প্রসূতি মায়েদের রান্না করা খিচুড়ি দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় ১০ বছর ধরে এমন বেহাল অবস্থায় চলছে সেন্টারটি। খিচুড়ি দিলেও পড়াশোনা হয় না।

কেন্দ্রে কর্মরত শিক্ষিকা শিউলি মোদক বলেন, 'আগে সেন্টারটি অন্যত্র ছিল। ১০ বছর হল এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। বাড়ির মালিক নিয়মিত দেখভাল করেন, কিন্তু ওনাদের পরিবারে একটি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় মেরামত করতে পারছেন না। শীঘ্রই ঠিকঠাক করে দেবেন ওনারা। আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি। তবে বর্ষাকালে অসুবিধা হয়, সেসময় বাড়ির মালিকের ঘরেই চাল সহ অন্যান্য জিনিসপত্র রাখা হয়।

স্থানীয় কোঅর্ডিনেটর বাসুদেব ভট্টাচার্য জানান, 'সেন্টারটি যাতে মেরামত করা যায় বা নতুনভাবে তৈরি করা যায়, সে ব্যাপারে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

খাড়গের সভা নিয়ে প্রশ্ন অনেকের

কংগ্রেসের ওপর ক্ষুব্ধ জোটসঙ্গী অনেক দল

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : তিন রাজ্যের নির্বাচনে ধরাশায়ী হওয়ার পরেই বুধবার ৬ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডেকেছে কংগ্রেস। কিন্তু কোনও শরিক দলের সঙ্গে আগাম আলোচনা না করেই যে ভাবে একতরফা ইন্ডিয়া জোটের চতুর্থ বৈঠক ডেকেছে তাতে কংগ্রেসের ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস সহ জোটের শরিক বেশ কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল।

দল যে ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের সঙ্গে নিয়েই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবে সেই বার্তা দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ৬ ডিসেম্বর দিল্লিতে বৈঠক ডেকেছেন। তবে গত কয়েকমাস ধরে বিরোধী জোট নিয়ে বৃহত্তম বিরোধী দলের আপাত উদাসীনতা এবং হঠাৎ করে বৈঠক ডাকায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি (সপা), আপ নেতৃত্ব।

ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে একাধিক শরিক দল। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে হারের দায় যে ইন্ডিয়ার নয়, দলগতভাবে কংগ্রেসের, সোমবার সেই বার্তা দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং।

৩টি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে ভোটের ফল বিজেপির সাফল্য বলে মনে করছেন না বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, কংগ্রেসের পরাজয়ের কারণে এই ফল হয়েছে।

ভোটের শতাংশের হিসাব পর্যালোচনা করে মমতা বলেন, 'শুধু প্রচার করলে আর বক্তৃতা দিলে হয় না, স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হয়। স্ট্র্যাটেজি ঠিক করলে বিজেপিকে হারানো কঠিন নয়।'

সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গের ডাকা বিরোধী বৈঠকে অংশ নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সংসদীয় নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েন। বৈঠকের পরে সংবাদ মাধ্যমের সামনে লোকসভায় দলের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই যে বলা নেই, কওয়া নেই, ৬ তারিখ বৈঠক ডেকে দেওয়া হল কোনও দলের সঙ্গে আলোচনা না করে, এটা সঠিক নয়। ৬ তারিখ বাবরি মসজিদ দিবস, বি আর আম্বেদকরের মৃত্যু দিবসও। ভোট থাকার জন্য দীর্ঘদিন তাদের (কংগ্রেসের) অনুপস্থিতির জন্য চতুর্থ সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। তবু সবার সঙ্গে আলোচনা করে পজিটিভ মনোভাব নিয়ে চতুর্থ সভার আয়োজন করার দরকার ছিল, যেভাবে সভা ডাকা হয়েছে তা ঠিক হয়নি।'

রাজস্থান, ছত্তিশগড় হাতছাড়া হওয়ার পর কংগ্রেসের তড়িঘড়ি জোটের বৈঠক ডাকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। উত্তরবঙ্গে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি থাকায় ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন মমতা কারণ বৈঠকের ব্যাপারে তাঁকে আগে থেকে জানানো হয়নি। কংগ্রেসের আরও প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক ডাকা উচিত ছিল বলে মনে করেন তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের হারের পর অবিজেপি জোটের নেতা হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান জোরাল হবে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে অখিলেশ যাদবের দলও। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসকে আসন রফার প্রস্তাব দিয়েছিল সপা। পাঠপত্র সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছিলেন রাজ্যে কংগ্রেসের সেনাপতি কমল নাথ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, অখিলেশের কথা বাদ দিন। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে সপা মুখপাত্র মনোজ যাদব কাকা বলেন, 'অখিলেশ যাদব সম্পর্কে কমল নাথ যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন সেটাই কংগ্রেসের হারের কারণ।' তিনি বলেন, 'বিজেপির মতো দলকে হারাতে আমাদের অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে। এটা একটা দীর্ঘ লড়াই। আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ওদের কৌশলের সঙ্গে লড়ে যেতে হবে।' কংগ্রেস আঞ্চলিক দলগুলিকে গুরুত্ব না দিলে ইন্ডিয়া জোট যে দানাবাঁধবে না তা খোলাখুলি বলেছেন সপা নেতা।

জেডিইউ নেতা কেসি ত্যাগী বলেন, 'কংগ্রেস ইন্ডিয়ার অন্যান্য দলগুলিকে উপেক্ষা করেছে। কিন্তু ওরা নিজেদের ক্ষমতায় জিততে পারছে না।' বিরোধী জোটের শরিকদের কিছু আসন ছেড়ে দিলে মধ্যপ্রদেশের ফল অন্যরকম হত বলে জানিয়েছেন শিবসেনা-ইউবিটি নেতা সঞ্জয় রাউতও। তাঁর সাফ কথা, 'এতদিন ইন্ডিয়া জোটের বৈঠক ডাকতে চায়নি কংগ্রেস। ওরা সম্ভবত আরও বেশি দরকষাকষির ক্ষমতা পেতে ৫ রাজ্যে ভোটের ফলের জন্য অপেক্ষা করছিল।' ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে মনোমালিন্য না মিটলে বিজেপির বিরুদ্ধে জয় সম্ভব নয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা।

তাৎপর্যপূর্ণ হল, মুম্বইয়ে ইন্ডিয়া জোটের শেষ বৈঠকে ১ সেপ্টেম্বর স্থির হয়েছিল অবিলম্বে শুরু করতে হবে আসন ভাগাভাগির কাজ। এর পরে ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল ইন্ডিয়া জোটের কো অর্ডিনেশন কমিটির বৈঠক। তারপরেও মূলত কংগ্রেসের 'ধীরে চলো' নীতির কারণেই আসন ভাগাভাগির গোটা বিষয়টি থমকে আছে। এই পরিস্থিতিতে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গেই ইন্ডিয়া জোটের ভিতর থেকে পুনরায় আসন ভাগাভাগির কাজ শেষ করার দাবি উঠছে জোরালো ভাবে।

সোমবার খড়গের সংসদীয় কক্ষে আয়োজিত বৈঠকে বিরোধী শিবিরের তরফে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দ্রুত আসন ভাগাভাগির কাজ শেষ করার দাবিতে সোচ্চার হন তৃণমূল কংগ্রেসের দুই সংসদীয় নেতা, দাবি সূত্রের। শুধু আলোচনা করে কোনও লাভ নেই, অবিলম্বে অ্যাকশনে নামতে হবে, জোড়া ফুল শিবিরের তরফে দলের অবস্থান স্পষ্ট করা হয় এই ভাবেই। পরে এই মর্মে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের ইন্ডিয়া জোটের নীতিতে ১ বনাম ১ প্রার্থী দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা যদি ৭০ শতাংশও পৌঁছতে পারি, তাহলে তৃতীয় বারের জন্য মোদী সরকার ক্ষমতায় আসবে না। আমরা নিশ্চিত কংগ্রেসকে তাদের নিজেদের মনোভাব কিছুটা নরম করে, কিছুটা বাস্তবমুখী হয়ে বিরোধী দলদের সঙ্গে নিয়ে সুসংবদ্ধভাবে জোটের মধ্যে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।'

ভারী বৃষ্টিতে রাজপথে ভরসা নৌকো... সোমবার চেন্নাইয়ের এক এলাকায়।

ঘূর্ণিঝড় মিচাংয়ের জেরে বানভাসি চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে মৃত ৫

চেন্নাই, ৪ ডিসেম্বর : ঘূর্ণিঝড় 'মিচাং'-এর জেরে একটানা বৃষ্টিতে ভেসে গেল তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরির বিস্তীর্ণ এলাকা। রবিবার থেকে শুরু হওয়া ভারী বৃষ্টিতে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে রাজধানী চেন্নাইয়ের। সেখান থেকে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। ইতিমধ্যে তামিলনাড়ুর উত্তর উপকূলের বিস্তীর্ণ অংশ জলের তলায় চলে গিয়েছে। রবিবার রাত থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত চেন্নাইয়ের বেশ কিছু জায়গায় ২০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে মিচাং। মঙ্গলবার রাজ্যে ঘূর্ণিঝড়ের আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকায় মঙ্গলবার রাজ্য জুড়ে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

সেই বৃষ্টির মধ্যেই চেন্নাইয়ের পেরুনগালাতুর এলাকায় রাস্তায় উঠে আসে একটি কুমির। বৃষ্টিভেজা রাস্তায় তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এরপরেই বন্যপ্রাণী বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। তামিলনাড়ুর বনসচিব সুপ্রিয়া সাহু জানিয়েছেন, 'চেন্নাইয়ের একাধিক জলাশয়ে কয়েকটি মুগার বা মার্শ কুমির রয়েছে। জলাশয় ভেসে যাওয়ায় সম্ভবত ওই কুমিরটি রাস্তায় চলে এসেছে।'

ভারী বৃষ্টির জেরে লাইনে জলে ডুবে যাওয়ায় ৩-৭ ডিসেম্বরের মধ্যে কমপক্ষে ৪০টি আন্তঃরাজ্য ট্রেন বাতিল করেছে দক্ষিণ রেলওয়ে। দুর্যোগ এড়াতে ইতিমধ্যে চেন্নাই থেকে বেঙ্গালুরুগামী অন্তত ৩৩টি বিমানের যাত্রাপথ পালটে দেওয়া হয়। চেন্নাই বিমানবন্দর জলমগ্ন হয়ে সরোবরের মতো হয়ে যাওয়ায় সোমবার সারাদিন তা বন্ধ রাখা হয়। ফলে সোমবার আগামী কয়েকদিন দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে চেন্নাই এবং লাগোয়া জেলাগুলিতে সরকারি স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। কর্মীদের বাড়ি থেকে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। চেন্নাইয়ের অধিকাংশ জায়গাতেই নীচু এলাকাগুলিতে জল ঢুকেছে। বেশ কিছু ভিডিওতে দেখা যায়, জলের তোড়ে ভাসছে পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি।

শুধু তামিলনাড়ু নয়, অন্ধ্রপ্রদেশ, কারিকলের বিস্তীর্ণ জায়গাতেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তরফে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সোমবার ক্রমশ উত্তর তামিলনাড়ু উপকূল ধরে দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে পৌঁছোবে ঘূর্ণিঝড়। অন্ধ্রের নেল্লোর এবং মছলিপত্তনমের মধ্যবর্তী এলাকা দিয়ে স্থলভাগে ঢোকার কথা মিচাংয়ের। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ স্থলভাগে আছড়ে পড়ার কথা সেটির। সেই সময় ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার।

দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে ইতিমধ্যে পাঁচ হাজার ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে তামিলনাড়ুর ডিএমকে সরকারের পক্ষ থেকে। জলবন্দি মানুষকে উদ্ধার করতে সেনাবাহিনীকে নামানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন নিজে উদ্ধারকাজের বিষয়ে তদারকি করছেন বলে খবর। দুর্যোগের মধ্যে রাজ্যবাসীকে বাড়ি থেকে না বেরোনোর আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কলকাতার আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, মিচাংয়ের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। হালকা বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব বর্ধমানেও।

ইন্দিরার প্রাক্তন নিরাপত্তা আধিকারিক মিজোরামের মুখ

আইজল, ৪ ডিসেম্বর : একসময়ে তিনি ছিলেন ইন্দিরা গান্ধির নিরাপত্তার দায়িত্বে। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সেই নিরাপত্তা আধিকারিক লালডুহোমা মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন।

বুথফেরত সমীক্ষাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর নেতৃত্বে জোটশক্তি জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)। সোমবার মিজোরামের ৪০টি আসনের মধ্যে জেডপিএম ২৭টি পেয়েছে। দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আইজলে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসছেন প্রিয়দর্শিনীর প্রাক্তন এই আধিকারিক। প্রাক্তন আইপিএস লালডুহোমা বিধানসভা নির্বাচনে জেডপিএম-এর মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ছিলেন।

৭৩ বছর বয়সি লালডুহোমা সের্চিপ আসনে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) —এর জে মালসাওমজুয়ালাকে ২,৯৮২ ভোটে হারিয়ে দিয়েছেন। গত তিন দশকেরও বেশি মিজোরামে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসছেন দুই প্রবীণ রাজনীতিবিদ-কংগ্রেসের লাল থানহাওলা এবং এমএনএফ-এর জোরামথাঙ্গা। এই প্রথম এক নতুন মুখ আসছে মুখ্যমন্ত্রীর পদে। জেডপিএম জোটের উত্থান তাঁকে ঘিরেই। ২০১৯ সালে জেডপিএম রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছিল। মাত্র চার বছরের মধ্যে সেই জোট ক্ষমতার কুর্সিতে এল।

ইন্দিরার নিরাপত্তা পরিষদ থেকে ইস্তফা দিয়ে লালডুহোমা প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন কংগ্রেসের টিকিটে ১৯৮৪ সালে। সেবার তিনি হেরে গিয়েছিলেন পিপলস কনফারেন্স পার্টির প্রার্থী লালমিংথাঙ্গার কাছে। আইনসভার বিরোধী নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় দলত্যাগ বিরোধী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে তাঁকে বিধানসভার সদস্য হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

জোরামের উত্থানে ধরাশায়ী জোরাম

মিজোরামে পালাবদল

আইজল, ৪ ডিসেম্বর : রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানার পথেই প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার শরিক হল মিজোরাম। উত্তর-পূর্বের রাজ্যে ক্ষমতাসীন মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ)-কে পর্যুদস্ত করেছে ৬টি আঞ্চলিক দলের জোট জোরাম পিপলস মুভমেন্ট (জেডপিএম)। সোমবার প্রকাশিত বিধানসভা ভোটের ফলাফল বলছে, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রাক্তন নিরাপত্তা আধিকারিক লালডুহোমার নেতৃত্বাধীন জেডপিএমের দখলে গিয়েছে ২৭টি আসন। বিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার দল এমএনএফ জিতেছে ১০টি কেন্দ্রে। বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন ২টি আসনে। একটি মাত্র আসন জিতে কোনওমতে মুখরক্ষা করেছে কংগ্রেস।

অধিকাংশ প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষায় জেডপিএমের বড় জয়ের ইঙ্গিত মিলেছিল। তবে এমএনএফ, কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে জেডপিএমের চতুর্মুখী লড়াইয়ে বিধানসভা ত্রিশঙ্কু হতে পারে বলে মনে করেছিলেন ভোট বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ। এদিন গণনার শুরুতে জেডপিএম ও এমএনএফের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইঙ্গিত মিলেছিল। একসময় কংগ্রেস প্রার্থীরাও এগিয়ে গিয়েছিলেন ১০টি আসনে। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমীকরণ বদলাতে থাকে। বিরোধীদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় ৬ দলের জোট। খোদ মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা নিজের আইজল পূর্ব-১ কেন্দ্রে জেডপিএম প্রার্থী লালথাংসাঙ্গার কাছে ২,১০১ ভোটে পরাজিত হয়েছেন। হেরেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী তাউনলুইয়া টুংচনও। জেডপিএমের ডব্লিউ চুয়ানাউয়ারের কাছে ৯০৯ ভোটে পরাজিত হয়েছেন তিনি। শাসক দলের অধিকাংশ মন্ত্রীও বিধায়কপদ ধরে রাখতে ব্যর্থ। স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লাংথাংলিয়ানাকে দক্ষিণ তুইপুই কেন্দ্রে পরাজিত করেছেন জেডপিএম প্রার্থী তথা প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার জেজে লালপেকলুয়ার। দীর্ঘদিন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে খেলা জেজে ১৩৫ ভোটে হেভিওয়েট এমএনএফ-মন্ত্রীকে হারিয়ে দিয়েছেন।

জয় পেয়েছেন লালডুহোমা। সের্চিপ আসনে এমএনএফ প্রার্থী জে মালসাওমজুয়ালা ভানচাওংকে ২,৯৮২ ভোটের ব্যবধানে পরাস্ত করেছেন এই প্রাক্তন আইপিএস। জয়ের পর দৃশ্যতই খুশি লালডুহোমা জানিয়েছেন, মঙ্গল বা বুধবার তিনি রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সরকার গঠনের দাবি জানাবেন। তাঁর কথায়, 'এই ফলাফলে অবাক হইনি। যা আশা করেছিলাম সেটাই ঘটেছে।' ১৯৮৭-তে স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে মিজোরামে পালা করে ক্ষমতায় এসেছে কংগ্রেস ও এমএনএফ। কয়েকবছর ধরে চেষ্টা করেও এখানে ভিত শক্ত করতে পারেনি বিজেপি। এই প্রথম রাজ্যে তৃতীয় কোনও রাজনৈতিক শক্তি সরকার গঠন করতে চলেছে।

মণিপুরে মেইতেই-কুকি সংঘাতের আবহে মিজোরামের ভোট সব দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জোরামথাঙ্গা চিন-কুকি-জো উপজাতিদের হয়ে জোরাল সওয়াল করেছিলেন। প্রচারে এমএনএফকে উপজাতিদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন তিনি। জেডপিএম অবশ্য শুরু থেকে রাজ্য সরকারের দুর্নীতি, স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলে জনতার দরবারে গিয়েছিল। ভোটের ফল বলছে জোরামথাঙ্গা সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

এমএনএফ ও জেডপিএমের মেরুকরণে রাজ্যে প্রান্তীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে কংগ্রেস। বরং বিজেপি কিছুটা জমি রক্ষা করতে পেরেছে। এনডিএ জোটের শরিক হলেও মিজোরামে এবার আলাদাভাবে লড়াই করেছিল বিজেপি ও এমএনএফ। দু'দলই হেরে যাওয়ায় বর্তমানে মিজোরাম উত্তর-পূর্বের একমাত্র রাজ্য যেখানে অবিজেপি জোট সরকার গঠন করতে চলেছে।

লালডুহোমাকে জয়ের শুভেচ্ছা কর্মীদের। সোমবার আইজলে।

মিজোরাম

মোট আসন	৪০
দল	ফলাফল
জেডপিএম	২৭
এমএনএফ	১০
বিজেপি	২
কংগ্রেস	১
অন্যান্য	০

মণিপুরের গ্রামে সংঘর্ষের পর ১৩ জনের দেহ উদ্ধার

ইম্ফল, ৪ ডিসেম্বর : আবার অশান্ত মণিপুর। সোমবার রাতে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের তেংনুপাল জেলার সাইবলের কাছে লেইথু গ্রামে সংঘর্ষ শুরু হয়। গোলাগুলির খবর পেয়ে অভিযানে নামে অসম রাইফেলস। এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ১৩টি দেহ উদ্ধার করে তারা। মৃতদের পরিচয় এখনও মেলেনি। নিরাপত্তাবাহিনী সূত্রে খবর, ঘটনাস্থল থেকে কোনও অস্ত্র মেলেনি। কারা গুলি চালিয়েছে, স্পষ্ট নয়। মৃতরা স্থানীয় বাসিন্দা নন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। একদিন আগেই কয়েকটি জায়গা ছাড়া রাজ্যে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হয়। তারপরেই প্রকাশ্যে এল এই ঘটনা।

সাম্প্রতিক অতীতে তেংনুপালে কোনও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। গত মে মাস থেকে মেইতেই এবং কুকি জনজাতির সংঘর্ষে উত্তপ্ত মণিপুরের ইম্ফল সহ আশপাশের উপত্যকা। সেই সংঘর্ষের প্রভাবও পড়েনি এই তেংনুপালে। গত ৩ ডিসেম্বর ভারত সরকার এবং মেইতেই জঙ্গি সংগঠন ইউএনএলএফ (পাম্বেই)-এর মধ্যে শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে এই তেংনুপালের কুকি-জো জনজাতির লোকজন। লেইথু থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে সাইবলে অসম রাইফেলস বাহিনীকে লক্ষ্য করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।

রবিবারই কিছু অংশ ব্যতীত গোটা মণিপুরে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করেছে সরকার। ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু থাকবে পরিষেবা। নির্দেশিকা দিয়ে সরকার জানিয়েছে, 'রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হচ্ছে। মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা না থাকায় সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। এসব কথা বিবেচনা করেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।'

৩ মে থেকে মণিপুরে দুই জনজাতির সংঘর্ষে এ পর্যন্ত মারা গিয়েছেন কমপক্ষে ১৮২ জন। ভিটে হারিয়েছেন প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। রাজ্যের জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ মেইতেই। তারা থাকে মূলত ইম্ফল উপত্যকায়। বাকি ৪০ শতাংশ কুকি, যারা থাকে পার্বত্য এলাকায়। মেইতেইদের তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি দেওয়া নিয়ে শুরু হয় সংঘর্ষ।

হাসিমুখে সংসদ প্রাঙ্গণে মহুয়া মৈত্র। সোমবার নয়াদিল্লিতে।

মহুয়ার বিরুদ্ধে সংসদে জমা পড়ল না এথিকস কমিটির রিপোর্ট

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : কাজের তালিকায় নাম থাকলেও সোমবার লোকসভায় জমা পড়ল না সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে এথিকস কমিটির রিপোর্ট। কী কারণে সোমবার ওই রিপোর্ট সংসদে জমা দেওয়া হল না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

টাকার বিনিময়ে সংসদে প্রশ্ন তোলার অভিযোগ ওঠে সাংসদ মহুয়ার বিরুদ্ধে গঠিত হয় এথিকস কমিটি। সোমবারই মহুয়ার বিষয়ে সংসদে রিপোর্ট পেশ করার কথা ছিল। এজন্য অধিবেশনে কাজের তালিকায় ৫ নম্বরে ছিল এই তদন্তের বিষয়টি। তবে শেষ পর্যন্ত এদিন তা পেশ করা হয়নি। তবে এনিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

সোমবার অধিবেশন শুরুর আগে কংগ্রেসের বৈঠকে মহুয়া বিষয়ে 'আক্রমণাত্মক অবস্থান' নেওয়া হয়। সূত্রের খবর, এরপরই মহুয়ার বিষয়ে আপাতত 'ধীরে চলো' নীতি নেয় বিজেপি। বৃহস্পতিবার লোকসভায় রিপোর্টটি পেশ করা হতে পারে।

বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়াল বলেন, 'এতে এতটা খুশি হওয়ার কিছু নেই। আজ ওঠেনি বলে কাল উঠবে না তার কী গ্যারান্টি? রবিবার তিন রাজ্যে জয়ের পর সারা দেশে বিজয়োৎসব চলছে। সেই কারণেই হয়তো এদিন কোনও অপ্রীতিকর পদক্ষেপ করা হল না।' মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী সাংসদ নিশিকান্ত দুবের কথায়, 'জানি না এথিকস কমিটির রিপোর্টে কী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আগে ওই রিপোর্ট সংসদে পেশ হোক। তারপরই যা বলার বলব।'

লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরি বলেন, 'মহুয়ার বহিষ্কারের প্রসঙ্গ উঠলে আমরা অবশ্যই তার বিরোধিতা করব। কী করে এথিকস রিপোর্ট মিডিয়ায় ফাঁস হল সেটা জানাও জরুরি।'

বসপা সাংসদ দানিশ আলির বক্তব্য, 'এথিকস কমিটির রিপোর্ট সংসদীয় আইন লঙ্ঘন করেছে। এই নিয়ে চিঠি দিলেও উত্তর দেয়নি'

কী বলছেন মহুয়া মৈত্র? তাঁর সাফ কথা, 'আমি তো চাই ওরা রিপোর্ট আনুক, তারপর বাকিটা আমি বুঝে নেব। তবে কোনওভাবেই আপস করব না।'

রাঘব চাড্ডার সাসপেনশন প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ১১৫ দিন পর অবশেষে স্বস্তি মিলল আম আদমি পার্টির তরুণ সাংসদ রাঘব চাড্ডার। তাঁর বিরুদ্ধে সাসপেনশনের নির্দেশ প্রত্যাহার করল রাজ্যসভা। সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাঘবের সাসপেনশন অর্ডার তুলে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর। মঙ্গলবার থেকেই রাঘবকে সংসদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সোমবার সাসপেনশন প্রত্যাহার হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাঘব। তিনি বলেন, '১১ অগাস্ট আমি রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হয়েছিলাম। ওই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেছিলাম সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন গ্রহণ করেছিল এবং আজ ১১৫ দিন পর আমার সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হল। আমি খুশি। এর জন্য সুপ্রিম কোর্ট এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

দিল্লি অর্ডিন্যান্স বিল নিয়ে একটি প্রস্তাবে পাঁচ সাংসদের স্বাক্ষর নকল করার অভিযোগ উঠেছিল রাঘব চাড্ডার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখার জন্য বিষয়টি পাঠানো হয়েছিল রাজ্যসভার প্রিভিলেজ কমিটিতে। এরপরই যতদিন না প্রিভিলেজ কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দিচ্ছে, ততদিন রাঘব রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড থাকবেন বলে জানানো হয়।

নিহত ২ পাইলট

হায়দরাবাদ, ৪ ডিসেম্বর : প্রশিক্ষণ চলাকালীন বায়ুসেনার বিমান ভেঙে পড়ল। নিহত হলেন বিমানবাহিনীর এক প্রশিক্ষক ও শিক্ষানবিশি পাইলট। এই ঘটনায় কোনও অসামরিক ব্যক্তি মারা যাননি। কোনও সম্পত্তিরও ক্ষতি হয়নি। প্রশিক্ষণের কাজে যুক্ত বিমানটি হায়দরাবাদের এয়ারফোর্স অ্যাকাডেমি থেকে উড়েছিল।

সোমবার তেলেঙ্গানার মেডাক জেলার ডুন্ডিগালে রুটিন মাফিক উড়ানের প্রশিক্ষণ চলাকালীন বিমানবাহিনীর একটি বিমান ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। ভারতীয় বিমানবাহিনী ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, তিনি মর্মাহত। দুই পাইলটের জীবনহানির খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। শোকসন্তপ্ত দুই পরিবারের প্রতি তাঁর সমবেদনার কথাও উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী।

পদ্ম ঝড়ে সর্বকালীন সেরা উচ্চতায় শেয়ার বাজারও

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নয়া শিখরে পৌঁছোল শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। পাঁচরাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির ভালো ফলে উজ্জীবিত শেয়ার বাজার। এই উত্থানের গতি আগামী দিনেও বজায় থাকবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সপ্তাহের প্রথম দিনে সেনসেক্স ১২১৮.৩৩ পয়েন্ট (১.৮১ শতাংশ) বেড়ে ৬৮৬৯৯.৫২ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একসময়ে সেনসেক্স পৌঁছে গিয়েছিল ৬৮৯১৮.২২ পয়েন্টে। যা সেনসেক্সের সর্বকালীন সেরা উচ্চতা। একইভাবে নিফটি ৩৭৪.৮০ পয়েন্ট (১.৮৫ শতাংশ) উঠে ২০৬৪২.৭০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। লেনদেন চলাকালীন নিফটি ২০৭০২.৬৫ পয়েন্টে পৌঁছে নয়া নজির তৈরি করেছে। গত সপ্তাহের শুক্রবার সর্বোচ্চ উচ্চতার নয়া রেকর্ড তৈরি করেছিল নিফটি। সেই রেকর্ড আরও উঁচুতে আজ নিয়ে গেল ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের এই সূচক। ২০২২-এর অক্টোবরের পর এই প্রথম একদিনে দুই সূচকের এত বড় উত্থান।

পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছে। এর মধ্যে বড় তিন রাজ্যের ক্ষমতা থাকল বিজেপির হাতে। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই জয়

আরও শক্তিশালী করল বিজেপিকে। যা লগ্নিকারীদের লগ্নি করতে উৎসাহিত করেছে। এছাড়াও বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলির ফের ভারতীয় শেয়ার বাজারে লগ্নি, আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের নীচে নেমে আসা, মার্কিন ট্রেজারি ইল্ডের দাম কমা ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে।

আজ যেসব সংস্থার শেয়ারদর উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে তার মধ্যে অন্যতম এসবিআই, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এল অ্যান্ড টি, এনটিপিসি, এয়ারটেল ইত্যাদি। আজ আদানি গোষ্ঠীভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ারদরও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে-আদানি এন্টারপ্রাইজ, আদানি পোর্ট, আদানি এনার্জি সলিউশন, আদানি গ্রিন এনার্জি ইত্যাদি।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, সূচকের এই স্বপ্নের দৌড় আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত চলতে পারে। এই সপ্তাহের শেষে ঋণনীতির পর্যালোচনায় বসবে রিজার্ভ ব্যাংক। এখন সেই দিকেই নজর লগ্নিকারীদের। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে সেনসেক্স ৭০ হাজার এবং নিফটি ২১ হাজারের গণ্ডি খুব শীঘ্রই পেরিয়ে যাবে বলে মনে করছেন বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞই।

১৬০ নিয়ে জয় সহজ নয়, দাবি স্কাইয়ের

সূর্যর কথা শেষ ওভারে চাপ কমিয়ে দেয় : অর্শদীপ

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বর : অধিনায়ক হিসেবে প্রথম সিরিজ।

তরুণ ব্রিগেডকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে ৪-১ ব্যবধানে গুঁড়িয়ে দেওয়া। উত্তেজক পরিস্থিতিতেও টেক্কা দিয়ে বাজিমাত করা। যদিও স্মরণীয় সিরিজ জয়ের পরও ট্রফিটা তুলে দিলেন রিঙ্কু সিং, জিতেশ শর্মার মতো তরুণদের হাতে।

সিরিজে আগামীর ভাবনা অগ্রাধিকার পেয়েছে। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের ভাবনাতেও তারই প্রতিফলন। ট্রফি নিয়ে ডেকে নিলেন সাপোর্ট স্টাফদেরও। বোঝালেন, দলগত ঐক্যই সাফল্যের মূল বুনিয়াদ।

শেষ কয়েকটা ম্যাচে নিজে রান পাননি। কিন্তু সর্বক্ষণ দলকে সাহস জুগিয়েছেন। চতুর্থ ম্যাচে ১৭৪ রানের পুঁজি নিয়ে জয়। রবিবার হাল না ছাড়ার মানসিকতাতে ১৬০-এই বাজিমাত। অজি ইনিংসের দশ ওভারের মাথাতেও সূর্যর দাবি ছিল, তারা ম্যাচে আছেন। সতীর্থদের সেটাই বুঝিয়েছেন।

সূর্য জানান, দারুণ সিরিজ গেল। দলের ছেলেরা যেভাবে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছে তা প্রশংসনীয়। ভয়ডরহীন ক্রিকেট মন্ত্র ছিল দলের। অধিনায়ক হিসেবে চেয়েছিলেন সবাই সিরিজটা উপভোগ করুক। দলের প্রত্যেকের যে মেজাজে বাড়তি তৃপ্তি দিয়েছে।

জাতীয় দল, আইপিএলের সুবাদে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে খেলার ভালোমতোই অভিজ্ঞতা রয়েছে সূর্যর। জানেন, চিন্নাস্বামীকে ২০০ রানের পুঁজি নিয়েও জেতা সহজ নয়। স্কাইয়ের মতে, হাল ছাড়েননি কখনও। ১০ ওভারের পর সবাইকে বলেও দেন, জয়ের সুযোগ রয়েছে। মুকেশ কুমার, অর্শদীপরা যার সফল বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে ডেথ ওভারে।

স্নায়ুর চাপ সামলে শেষ ওভারে ভারতের জয় আনার পর অর্শদীপ সিংকে অভিনন্দন রিঙ্কু সিং ও রবি বিষ্ণোইয়ের। রবিবার বেঙ্গালুরুতে।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাদেজা সহ সিনিয়ার দলের বেশিরভাগ সদস্য নেই। কিন্তু তারুণ্যের জোশে বৈতরণি পার। পঞ্চম ম্যাচে সর্বাধিক স্কোরার শ্রেয়স আইয়ারের কথায়, তিনি সবথেকে খুশি, দলের প্রত্যেকে যেভাবে নিজের সেরাটা মেলে ধরেছে। মুগ্ধ প্রথম ম্যাচ থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং দেখে।

নিজের ইনিংস সম্পর্কে আইয়ার বলেছেন, 'দ্রুত উইকেট হারানোর পর লক্ষ্য ছিল একটা উপযুক্ত স্কোর করা। বুঝতে পারছিলাম, এই উইকেটে ব্যাটিং সহজ হবে না। ঠিক করি পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং করব। শুরুতে চার উইকেট খোয়ানোর পর ১৬০ স্কোরে পৌঁছোনো ভালো প্রচেষ্টা। বোলাররা দুর্দান্ত কাজ করল। অন্তিম ওভারে অর্শদীপ নিজেকে অসম্ভব শান্ত রাখল। সবমিলিয়ে দুর্দান্ত পারফরমেন্স। দারুণ জয়।'

৪-১ ব্যবধানে হারটা হজম হচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক ম্যাথু ওয়েডের। সদ্য ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছেন ভারতের মাটিতে। সেই দলের একঝাঁক ক্রিকেটার না থাকলেও, তরুণ ভারতের বিরুদ্ধে আরও কিছুটা লড়াই আশা করেছিলেন। ওয়েডের মতে, স্কোরলাইন ৩-২ হলে ঠিকঠাক হত।

ভারতকে ১৬০ রানে বেঁধে রাখার পর আশাবাদীও ছিলেন। অজি অধিনায়ক বলেও দেন, 'সিরিজের ফলাফল ৩-২ বলে ভালো হত। এদিন আশানুরূপ বোলিংও করেছি আমরা। ১৬০ তাড়া করতে অসুবিধা হবে না ভেবেছিলাম। কিন্তু শেষ ৫-৬ ওভারে সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।'

হারের মঞ্চেই আগামীতে চোখ ওয়েডের। বলেছেন, 'টি২০ বিশ্বকাপ রয়েছে সামনে। নজর দিতে হবে লোয়ার অর্ডার ব্যাটিংয়ের। টিম ডেভিড, মার্কাস স্টোয়িনিসকে নিয়ে দায়িত্ব নিতে হবে আমাকেও। পুরোদস্তুর প্রস্তুতি নিয়েই বিশ্বকাপে নামতে চাই। আপাতত সেটাই মূল টার্গেট।'

মুকেশ, অক্ষরের পাশে নায়ক অর্শদীপও। অন্তিম ওভারে তিন রান দিয়ে ওয়েডের উইকেট। অর্শদীপের কথায়, 'শুরুতে ভালো বোলিং হয়নি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম, আর একটা সুযোগ দাও। মুখ তুলে চেয়েছেন। আমার ওপর বিশ্বাস রাখায় ধন্যবাদ দলের সবাইকে। শেষ ওভারের আগে সূর্যও বলেছেন, 'এই রকম পরিস্থিতি ব্যাটারদের পক্ষেই থাকে। তোমার চাপ নেওয়ার কিছু নেই। যা ঘটার ঘটুক। তোমার বলটা তুমি করো।' ওর কথাগুলি আমার চাপ কমিয়ে দেয়।'

সাদা বলের জোড়া সিরিজে নেই বাভুমা-রাবাদা

জোহানেসবার্গ, ৪ ডিসেম্বর : আসন্ন ভারত সিরিজের দল ঘোষণা করল দক্ষিণ আফ্রিকা। দল নির্বাচনে ভারতের পথেই হাঁটল প্রোটিয়া নির্বাচকরাও। সাদা বলের ফরম্যাটে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা সহ একাধিক সিনিয়ার ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দিল তাঁরা।

ভারতের তিন সিরিজের পূর্ণাঙ্গ দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শুরু হচ্ছে ১০ ডিসেম্বর। প্রথমে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ। তারপর ওডিআই (১৭ ডিসেম্বর শুরু) এবং সবশেষে দুই ম্যাচের টেস্ট টক্কর (২৬ ডিসেম্বর থেকে)। টি২০ এবং ওডিআই, রঙিন দুই ফরম্যাটে তারুণ্য প্রাধান্য পেয়েছে।

সাদা বলের জোড়া সিরিজে নেই বাভুমার সঙ্গে রাবাদাও। বিশ্বকাপে দল সেমিফাইনালে উঠলেও, দুইজনেই ব্যর্থ নিজেদের সুনামের প্রতি সুবিচার করতে। বিশ্রামের কথা বলা হলেও, ভবিষ্যতের কথা ভেবে তরুণদের প্রাধান্য দেওয়ার ভাবনা অস্বীকার করা যাচ্ছে না।

টি২০ এবং ওডিআই, দুই সিরিজেই নেতৃত্বে দেবেন আইডেন মার্করাম। টেস্ট সিরিজে ফিরবেন বাভুমারা। টেস্টের কথা মাথায় রেখে জেরাল্ড কোয়েৎজে, মার্কো জানসেন, লুঙ্গি এনগিডিকে রাখা হয়নি ওডিআই টক্করে। পরিবর্তে ত্রয়ী ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ম্যাচে টেস্টের প্রস্তুতি নেবেন।

দল ঘোষণার পর হেডকোচ রব ওয়াল্টার জানিয়েছেন, আইসিসি বিশ্বকাপ সহ সাম্প্রতিক ছন্দটা ভারতের বিরুদ্ধেও হোম সিরিজে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর তারা। আগামীর ভাবনায় কোর গ্রুপ তৈরিও অগ্রাধিকার পাবে। আসন্ন গ্রীষ্মে ব্যস্ত ক্রীড়াসূচি রয়েছে। সবাইকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানো হবে।

প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন অলরাউন্ডার মিহলালি মোঙ্গওয়ানা, ব্যাটার ডেভিড বেডিংহাম, ফাস্ট বোলার নান্দ্রে বার্জার। এরমধ্যে তিন ফরম্যাটেই রয়েছেন ২৮ বছরের বার্জার। কোচ ওয়াল্টারের বিশ্বাস, জাতীয় দলের জার্সিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ছাপ রাখবেন নবাগতরা।

টেস্ট দলের কোচ সুকরি কনরাড আশাবাদী হোম সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সাফল্যের ধারা বজায় রাখতে তারা সক্ষম হবেন। বলেছেন, '২০২৩-'২৫ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত এই সিরিজ। বাড়তি গুরুত্ব থাকবে। ভারত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল। তাই ভালো শুরুটা গুরুত্বপূর্ণ। আশাবাদী, ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে গর্বের রেকর্ড বজায় থাকবে।'

ভারতের বিরুদ্ধে দল ঘোষণা

ভারতের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে জায়গা হল না কুইন্টন ডি ককের।

টি২০ দল ঃ আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, ম্যাথু ব্রিৎজে, নান্দ্রে বার্জার, জেরাল্ড কোয়েৎজে (প্রথম দুই ম্যাচ), ডোনোভান ফেরেইরা, রেজা হেনড্রিক্স, মার্কো জানসেন (প্রথম দুই ম্যাচ), হেনরিচ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিডি (প্রথম দুই ম্যাচ), আন্দিলে ফেহলুকায়ো, তাবরেইজ শামসি, ট্রিস্টান স্টাবস ও লিজাড উইলিয়ামস।

ওডিআই দল ঃ আইডেন মার্করাম (অধিনায়ক), ওটনিল বার্টম্যান, নান্দ্রে বার্জার, টনি ডি জর্জি, রেজা হেনড্রিক্স, হেনরিচ ক্লাসেন, কেশব মহারাজ, মিহলালি মোঙ্গওয়ানা, ডেভিড মিলার, উইয়ান মুল্ডার, আন্দিলে ফেহলুকায়ো, তাবরেইজ শামসি, রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, কাইল ভেরেইনি ও লিজার্ড উইলিয়ামস।

টেস্ট দল ঃ টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), ডেভিড বেডিংহাম, নান্দ্রে বার্জার, জেরাল্ড কোয়েৎজে, টনি ডি জর্জি, ডিন এলগার, মার্কো জানসেন, কেশব মহারাজ, আইডেন মার্করাম, উইয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি, কিগান পিটারসেন, কাগিসো রাবাদা, ট্রিস্টান স্টাবস, কাইল ভেরেইনি।

বলের গতি বাড়াতে বুমরাহকে পরামর্শ নীরজের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : বর্তমান অলিম্পিক ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নীরজ চোপড়া বলেছেন, জসপ্রীত বুমরাহ তাঁর প্রিয় ফাস্ট বোলার। এছাড়া দেশের প্রভাবশালী অ্যাথলিটদের মধ্যে অন্যতম নীরজ মনে করছেন, একটি ছোট পরিবর্তনেই বলের গতি আরও বাড়াতে পারবেন বুমরাহ। তিনি বলেছেন, 'আমি মনে করি বোলিংয়ের রানআপ একটু লম্বা করলেই আরও গতি পাবেন বুমরাহ। একজন জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে আমরা এই বিষয়ে মাঝেমধ্যেই কথা বলে থাকি। তবে আমার তাঁর অ্যাকশন বেশ পছন্দ।'

এছাড়াও নীরজ এদিন ভারতীয় দর্শকদের সামনে কোনও বড় ইভেন্টে নামতে চাওয়ার ইচ্ছার কথা জানান। তিনি বলেছেন, 'আমি চাই ভারত কোনও বড় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করুক। ফেডারেশন অবশ্য সেই চেষ্টাটাই চালাচ্ছে। ভারতের মাটিতে বিদেশি প্রতিপক্ষের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আমি উন্মুখ।'

দলকে জিতিয়ে মাহি বন্দনা হোপের

নর্থ সাউন্ড, ৪ ডিসেম্বর : চলতি বছরের ওডিআই বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার হতাশা অতীত। নতুন ভোরের অপেক্ষায় ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট। যার সূচনা রবিবার শাই হোপরা তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের প্রথমটিতে ৪ উইকেটে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে করলেন। ম্যাচ জেতানো অপরাজিত শতরানের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক হোপের মুখে মহেন্দ্র সিং ধোনির বন্দনা।

বিশ্বকাপ ব্যর্থতা ভুলে ইংল্যান্ডও নতুন করে ওডিআই স্কোয়াড গড়েছে। রবিবার টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে তরুণ হ্যারি ব্রুক (৭১), জ্যাক ক্রলি (৪৮), ফিল সল্টদের (৪৫) দাপটে ৩২৫ রান তোলে ইংল্যান্ড। রানতাড়ায় নেমে আলিক আথানাজে (৬৬) ও ব্র্যান্ডন কিংয়ের (৩৫) ১০৪ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ ক্যারিবিয়ানদের জয়ের মঞ্চ গড়ে দেয়। পরে রোমারিও শেফার্ডকে (৪৮) নিয়ে ম্যাচ জিতিয়ে ফেরেন হোপ (৮৩ অপরাজিত ১০৯)। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৪৮.৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২৬ রান তুলে নেয়।

নিজের দায়িত্বশীল ইনিংসের জন্য ধোনির থেকে পাওয়া পরামর্শকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন হোপ। বলেছেন, 'ধোনি অত্যন্ত বিখ্যাত একজন মানুষ। ওঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে কথা হয়েছিল। ধোনি আমাকে বলেছিলেন, বল খেলার জন্য তোমার কাছে প্রচুর সময় থাকে। তুমি যতটা ভাবো তার চেয়েও অনেক বেশি। ধোনির এই উপদেশ আমার মনে গেঁথে গিয়েছে। গতকাল ব্যাটিংয়ের সময় ধোনির টিপস মাথায় রেখেছিলাম। যা কাজে দিয়েছে।'

'বাজবলের আসল পরীক্ষা রোহিতদের বিরুদ্ধেই'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ব্যাট হাতে তিনি ছিলেন চরম আগ্রাসী। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে কোচ হিসেবেও তাই।

আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ হিসেবেও তিনি তাঁর আগ্রাসন দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সফল হননি। কেকেআর ছেড়ে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর বেন স্টোকসদের নিয়ে তিনি তাঁর বাইশ গজে আগ্রাসী ক্রিকেটের নয়া রূপ দেখিয়েছেন দুনিয়াকে। ক্রিকেট সমাজ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের আগ্রাসনে ভরা ক্রিকেটের নাম দিয়েছে 'বাজবল।' বিলেতে নিজেদের পরিচিত পরিবেশে বাজবল সফলও হয়েছে। একইসঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, বাজবলই কি টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ?

এমন প্রশ্নের সঠিক জবাব এখনও জানে না ক্রিকেট দুনিয়া। কিন্তু ভারতের মাটিতে জস বাটলার, স্টোকসদের একদিনের বিশ্বকাপে চরম ব্যর্থতার পর উপমহাদেশে বাজবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর ও এক বহুজাতিক সংস্থার যৌথ উদ্যোগে লিডারশিপ সামিটের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সোমবার বেঙ্গালুরু হাজির হয়ে ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ ম্যাককুলাম নিজেও স্বীকার করে নিয়েছেন, ভারতের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধেই হতে চলেছে বাজবলের আসল পরীক্ষা। আজ দুপুরে এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রেন্ডন নিজেই এই কথা ঘোষণা করে বলেছেন, 'দেশের মাটিতে তিন ধরনের ক্রিকেটেই ভারত কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের বিরুদ্ধে সফল হওয়াটা সহজ নয়। আগামী জানুয়ারিতে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজের কঠিন চ্যালেঞ্জের জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি।'

ম্যাককুলামের সরল স্বীকারোক্তি

ভারত বরাবরই ঘরের মাঠে কঠিন প্রতিপক্ষ। তাছাড়া ভারতের মতো বিশাল দেশের বিভিন্ন শহরের পরিবেশ, মাঠ-সবই আলাদা। টানা ক্রিকেটের ধকল নেওয়ার পাশে বিভিন্ন শহরের ভিন্ন পিচে খেলার চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ কাজের মধ্যে পড়ে না।

-ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম

আগামী জানুয়ারি মাসে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারতে আসছে ইংল্যান্ড দল। ২৫ জানুয়ারি সিরিজের প্রথম টেস্ট শুরু হায়দরাবাদে। পরে ভাইজাগ, রাজকোট, রাঁচি ও ধরমশালাতেও রয়েছে টেস্ট। রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের মাটিতে আসন্ন টেস্ট সিরিজই বাজবল স্ট্র্যাটেজির চরম পরীক্ষা হতে চলেছে, স্বীকার করে নিয়েছেন ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ। ব্রেন্ডন বলেছেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে আমরা নিশ্চিতভাবেই কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে চলেছি। আমার বিশ্বাস, বাজবলের আসল পরীক্ষা ভারতের বিরুদ্ধেই হবে। আর সেই চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা যতটা সম্ভব তৈরি হয়েই ভারতে আসব।' একদিনের বিশ্বকাপ এখন ইতিহাস। বিশ্বকাপ শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজও শেষ হয়ে গিয়েছে।

টিম ইন্ডিয়া এখন আফ্রিকান সাফারির মেজাজে। ১০ ডিসেম্বর নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে টিম ইন্ডিয়ার সিরিজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর ঘরের মাটিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ রয়েছে রোহিতদের জন্য। আর সেই সিরিজের পরই রয়েছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। ফলে প্রস্তুতির জন্য এখনও দুই দলের কাছেই পর্যাপ্ত সময় রয়েছে। কিন্তু তারপরও ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ ম্যাককুলাম তাঁর দলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। ম্যাককুলামের কথায়, 'ভারত বরাবরই ঘরের মাঠে কঠিন প্রতিপক্ষ। তাছাড়া ভারতের মতো বিশাল দেশের বিভিন্ন শহরের পরিবেশ, মাঠ-সবই আলাদা। টানা ক্রিকেটের ধকল নেওয়ার পাশে বিভিন্ন শহরের ভিন্ন পিচে খেলার চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ কাজের মধ্যে পড়ে না। ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্টের দিকে প্রবল আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রয়েছি আমিও।'

ইস্টার্ন ক্যারিবিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক কিংবদন্তি ভিভিয়ান রিচার্ডসের ছবি বসানো নতুন দুই ডলারের নোট বাজারে আনল। ব্যাংকের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে এই উপহার তাদের।

জনসনের কটাক্ষ অজি ওপেনারকে

ওয়ার্নারের পাশে খোয়াজা-বেইলি

মেলবোর্ন, ৪ ডিসেম্বর : বিদায়ি টেস্ট সিরিজের জন্য তৈরি হচ্ছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন তিন ম্যাচের মাধ্যমে তারকা ওপেনারের জন্য অবসরের মঞ্চ সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রাক্তন অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল জনসন গতকাল জানিয়েছিলেন, স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারিতে যুক্ত ওয়ার্নারের জন্য বিদায়ি সিরিজের কোনও প্রয়োজনই নেই। জনসনের সমালোচনা করে ওয়ার্নারের পাশে দাঁড়ালেন তাঁর ওপেনিং পার্টনার উসমান খোয়াজা ও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকমণ্ডলীর প্রধান জর্জ বেইলি।

খোয়াজা বলেছেন, 'ওয়ার্নার ও স্টিভেন স্মিথ আমাদের হিরো। স্যান্ডপেপার কাণ্ডের জন্য ওয়ার্নার একবছর নির্বাসনে ছিল। নিজের কৃতকর্মের শাস্তি ওয়ার্নার ইতিমধ্যেই পেয়েছে। কেউ নিখুঁত নয়। মিচেল জনসনও না। একবছর ক্রিকেট থেকে দূরে থাকা সহজ কাজ নয়। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটে ওয়ার্নার, স্মিথের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।' বেইলির কথায়, 'নিরপেক্ষভাবে দল নির্বাচন করা হয়েছে। কারোর অতীত বিচার করা আমাদের কাজ নয়। আমি জনসনের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। জনসনের মন্তব্যের কিছু অংশ ওয়ার্নারকে পাঠিয়েছি। আশা করি এসব ওর খেলায় প্রভাব ফেলবে না।'

অতিরিক্ত ব্যাটার খেলানোর ভাবনা বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : ৫ ম্যাচে পয়েন্ট ১৬। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ 'ই'-র শীর্ষস্থানে রয়েছে বাংলা।

কিন্তু তারপরও স্বস্তি নেই। আগামীকাল সৈয়দ মুস্তাক আলি জয়ী পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামার আগে রীতিমতো সতর্ক ও সাবধানি বাংলা দল। আজ সন্ধ্যার দিকে মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়ে হোটেলে ফেরার সময় কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তাঁর গলায় ধরা পড়ল বাড়তি সতর্কতা। বলে দিলেন, 'আগামীকাল আমাদের জিততেই হবে। পাঞ্জাব ভালো দল ঠিকই। কিন্তু আমরা শেষ কয়েকটি ম্যাচে যে ক্রিকেট খেলেছি, সেটা চালিয়ে যেতে পারলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে দায়িত্ব নিতে তৈরি অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি, মহম্মদ কাইফরা।

সমস্যা অবশ্য তারপরও থাকছে। আগামীকাল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের থানের মাঠে বাংলা হেরে গেলে বিজয় হাজারে ট্রফির নক আউটে যাওয়ার পথে চলে আসবে অঙ্কের জটিল সমীকরণ। তাই টিম বাংলা কোনও ঝুঁকির পথে যেতে রাজি নয়। এমন সতর্কতার অংশ হিসেবে কাল কোনও এক জোরে বোলারকে বসিয়ে অতিরিক্ত ব্যাটার খেলানোর ভাবনা রয়েছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টের। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'গ্রুপের শেষ ম্যাচে আমাদের জিততেই হবে পরিস্থিতি রয়েছে। তাই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আমরা অতিরিক্ত ব্যাটার ও একজন বেশি স্পিনার খেলানোর কথা ভাবছি। দেখা যাক কী হয়। সিদ্ধান্ত এখনও চূড়ান্ত হয়নি।'

অভিষেক শর্মা, মনদীপ সিং, সিদ্ধার্থ কল, মায়াঙ্ক মার্কান্ডে-দিন কয়েক আগে সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়া পাঞ্জাব দলে সর্বভারতীয় ক্রিকেটের বহু চেনা মুখের সারি। এমন দলের বিরুদ্ধে কার্যত মরণবাঁচন ম্যাচের আগে আজ কোচ লক্ষ্মীরতন সহ বাংলার বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারও সাফল্যের প্রার্থনায় সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্টে থাকা পাঞ্জাবের নকআউট পর্বে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। কিন্তু তারপরও পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে বাড়তি সতর্কতা বাংলা শিবিরের সর্বত্র। অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি সন্ধ্যার দিকে মুম্বই থেকে বলছিলেন, 'বিজয় হাজারেতে এবার টস বহু ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিচ্ছে। আর সবারই জানা, টস কারও নিয়ন্ত্রণে নেই। তাই সকালে আমাদের ব্যাটিং করতে হলে সবাইকে একটু বেশি সতর্ক হয়েই মাঠে নামতে হবে।'

আসলে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে টসে হেরে শুরুতে ব্যাট করতে নেমে ৮৪ রানে অলআউট হওয়ার বিপর্যয় বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্টকে সতর্কতার মোড়কে ঢেকে রেখেছে।

বিষ্ণোই বাকিদের থেকে আলাদা : মুরলীধরন

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেট বরাবরই স্পিনারদের সোনার খনি।

সেই ধারাটা সুরক্ষিত বর্তমান প্রজন্মের হাতেও। যাদের মধ্যে অন্যতম রবি বিষ্ণোই। অস্ট্রেলিয়া টি২০ টক্করে ৯ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা। ভারতের তরুণ লেগির যে স্পিন-দক্ষতায় মজেছেন টেস্ট ইতিহাসের সফলতম বোলার মুথাইয়া মুরলীধরনও।

শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনারের মতে, প্রতিটি প্রজন্মেই বিশ্বমানের একঝাঁক স্পিনার পেয়েছে ভারত। অনিল কুম্বলে থেকে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। লম্বা যে তালিকায় যুক্ত হয়েছেন বর্তমান প্রজন্মের নতুন স্পিনাররাও। যার মধ্যে রবি বিষ্ণোই অন্যতম। বাকিদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

মুরলী বলেছেন, 'ভারত থেকে অসাধারণ সব স্পিনার উঠে এসেছে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে দুরন্ত সাফল্যে উড়ছেন রবি বিষ্ণোই।

বর্তমান প্রজন্মেও ব্যতিক্রম নয়। যেখানে বাকিদের থেকে বিষ্ণোই একটু আলাদা। লেগস্পিনারদের ভিড়ে একেবারে স্বতন্ত্র। গতি রয়েছে। বলটাকে স্লাইড করাতেও জানে। অক্ষর প্যাটেল সেখানে নিখুঁত। হাতে বড় স্পিন নেই। তবে বল ঠিকঠাক জায়গায় রাখতে পারে। ওয়াশিংটন সুন্দরও প্রায় একইরকম।'

একাধিক অধিনায়কে সায় নেই ইরফানের

এদিকে, বিভিন্ন ফরম্যাটে পৃথক অধিনায়কত্বে সায় নেই ইরফান পাঠানের। প্রাক্তন অলরাউন্ডারের মতে, ভারতীয় ক্রিকেট সংস্কৃতির সঙ্গে বিষয়টি খাপ খায় না। তাই এক অধিনায়কের থিয়োরিই ঠিকঠাক। পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টি২০-তে নেতৃত্বে দেবেন সূর্যকুমার যাদব। ওডিআইয়ে লোকেশ রাহুল এবং টেস্টে রোহিত শর্মা।

ইরফান যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'হয়তো ভবিষ্যতে এমন কিছুই হতে চলেছে। তবে আমি পৃথক নেতৃত্বের ভক্ত নই। দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়ে কথাবার্তা চলছে। ব্যস্ত সূচির কথা মাথায় রেখে গুরুত্ব পাচ্ছে ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড। ফলে বড় স্কোর, পৃথক অধিনায়ক তত্ত্বের ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।'

ইরফানের কথায়, সাদা বলের ক্রিকেট থেকে ছুটি নিয়েছিল রোহিত। ফলে ওডিআই এবং টি২০ সিরিজে রোহিতকে পাওয়া যেত না। তাই শুধু টেস্টে নেতৃত্ব। নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া ছাড়া রাস্তাও ছিল না। হয়তো এটাই আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেটের ট্রেন্ড হতে চলেছে। হয়তো একইভাবে ফর্ম্যাট অনুসারে আলাদা কোচ, সাপোর্ট স্টাফও দেখা যাবে। তবে এটা না হলেই ভালো হয়।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ 'জয় লোকনাথ বাবা'। **সুমনা (তিয়া, বাবু) :** তোমার জন্মদিনে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ এবং ভালোবাসা। তুমি সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। তুমি নিজেই একটি উপহার। সবকিছুর সেরা প্রাপ্য। – **তোমার বাবা রতন সরকার এবং মা সান্ত্বনা সরকার,** রায়কতপাড়া, জলপাইগুড়ি।

নির্বাচনে জিততে ভিআইপি রাজনীতিক হতে চান না জেজে

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : গোলটা যে তিনি ভালো চেনেন, এই নিয়ে সন্দেহ নেই কারওই। ভারতের সর্বাধিক গোলস্কোরারদের তালিকায় তিনি অন্যতম। সুনীল ছেত্রী তাঁর ভক্ত। সেই 'স্নাইপার' এবার রাজনীতির ময়দানে প্রথমবার নেমেই গোল করে ফেললেন।

মিজোরাম নির্বাচনের ফলাফল বেরোতেই দেখা গেল জেজে লালপেখলুয়া ফানাই সাউথ তুইপুই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জিতেছেন জোরাম পিপলস পার্টির টিকিটে দাঁড়িয়ে। ১৩২ ভোটে হারিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লালথাঙ্গলিনাকে। মার্চ মাসে গোয়ায় এসেছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম বেঙ্গালুরু এফসি–র আইএসএল ফাইনাল ম্যাচ দেখতে। বারবার বলছিলেন, 'চোটের জন্য ফুটবল ছেড়ে দিতে হল বলে খুব কষ্ট হয়। মানতে পারি না যে আমার থেকে সিনিয়াররা খেলছেন অথচ আমি খেলা ছেড়ে দিলাম। তবে করোনার সময় থেকে আমার এবং আশপাশের এলাকার মানুষের সঙ্গে থেকে সামাজিক কাজ করার

"চোটের জন্য ফুটবল ছেড়ে দিতে হল বলে খুব কষ্ট হয়। মানতে পারি না যে আমার থেকে সিনিয়াররা খেলছেন অথচ আমি খেলা ছেড়ে দিলাম। তবে করোনার সময় থেকে আমার এবং আশপাশের এলাকার মানুষের সঙ্গে থেকে সামাজিক কাজ করার চেষ্টা করি।

–জেজে লালপেখলুয়া

চেষ্টা করি। ওতেই খানিকটা শান্তি পাই।' এই ভাবনা থেকেই যে এবার নির্বাচনে লড়া, সেটা পরিষ্কার। দিন চারেক আগেও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে নিজে রক্ত দিয়েছেন। জেজে এদিন সরাসরি বলেছেন, 'নির্বাচনে জিততে গেলেই রাজনীতিকরা নিজেদের ভিআইপি ভাবতে শুরু করে। নিজের কাছে এটাই আমার প্রতিজ্ঞা, সেই রকম হব না। মানুষ যেন আমাকে দূরের মানুষ বলে মনে না করে।' তুইপুইয়ের মানুষের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। তবে দুইটি ক্ষেত্রে আলাদা হওয়াটা ভাবাচ্ছে তাঁকে। যেখান থেকে ফুটবলার হিসাবে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেখানকার মানুষদের এবার কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েই নতুন ময়দানে যাত্রা শুরু করতে চলেছেন তিনি। ফুটবলার বন্ধু ইউজিনসেন লিংডোও এখন বিধায়ক। তাঁর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে অল্প কথাবার্তা হলেও তিনি যে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন তা জানা গেল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভারতীয় ফুটবলে দাগ কাটা জেজে এবার রাজনীতির ময়দানে নিজের ছাপ রাখতে পারেন কি না সেটাই দেখার।

প্রথম ডিভিশনের তদন্ত কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : মদন মিত্রের ক্লাব বেলঘরিয়া স্পোর্টিং কলকাতা লিগের প্রথম ডিভিশনের সুপার সিক্সে না ওঠায় আইএফএ–র বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন কামারহাটির বিধায়ক। সমাজমাধ্যমে লাইভে অনুশীলনীর বিরুদ্ধে গড়াপেটার অভিযোগ করেছিলেন তিনি। এর ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠনের কাজ প্রায় শেষের পথে। ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির ৪ জন ঠিক হয়ে গিয়েছে। এঁরা হলেন প্রথম ডিভিশন কমিটির চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন দাস, আইনজীবী অপূর্বকুমার ঘোষ, প্রাক্তন ফিফা রেফারি প্রদীপ নাগ ও প্রাক্তন ফুটবলার এবং পুলিশকর্তা অলোক ঘোষ। পাশাপাশি জেলার রেফারিদের মানোন্নয়নের উদ্যোগ নিতে চলেছে আইএফএ। শীঘ্রই রাজ্যে আসতে চলেছেন উয়েফা প্রো লাইসেন্সধারী বিদেশি রেফারি লিনা জোলিক। রেফারিদের নিয়ে তাঁর ওয়ার্কশপ করার কথা আছে।

হ্যাটট্রিক প্রমীলার

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : কন্যাশ্রী কাপে ফুল ফোটাচ্ছেন প্রমীলা দাস। শিলিগুড়ির এই বাসিন্দার হ্যাটট্রিক সহ চার গোলের সৌজন্যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫–১ গোলে হারাল কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। অন্যদিকে, সোমবার মতুয়া সরোজিনী নাইডু ওএসসির বিরুদ্ধে ১১–০ গোলের বিরাট ব্যবধানে জিতল ইস্টবেঙ্গল। ডাবল হ্যাটট্রিক করেন সুলঞ্জনা রাউল। জোড়া গোল শাশ্বতী সরকারের। অন্য গোলগুলি তুলসী হেমব্রম, সরজিদা খাতুন ও সন্ধ্যা মাইতির। অন্য ম্যাচে রোমা মুর্মু ও রানি মণ্ডলের গোলে আমুজি বালি গ্রামাঞ্চল ক্রীড়া সমিতিকে ২–০ গোলে হারাল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

জয়ী ভবানীপুর

নারায়ণপুর, ৪ ডিসেম্বর : আই লিগের তৃতীয় ডিভিশনের প্রথম ম্যাচে জিতল ভবানীপুর এফসি। ছত্তিশগড়ের দল রামকৃষ্ণ মিশন ফুটবল অ্যাকাডেমিকে অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩–১ গোলে হারাল রঞ্জন চৌধুরীর ছেলেরা। জোড়া গোল করে ম্যাচের নায়ক মনোতোষ মাঝি। অন্য গোলটি আত্মঘাতী।

জিতল নেতাজি

বালুরঘাট, ৪ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাব ৬৪ রানে আনন্দময়ী ক্লাবকে হারিয়েছে। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে নেতাজি টসে জিতে ৩৯ ওভারে ৭ উইকেটে ২১৯ রান তোলে। শুভ বসাক ৭৭ রান করেন। অভিজিৎ সরকারের অবদান ৩১। রাজদীপ ঘোষ ১৪ রানে পেয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে ৩৬.৪ ওভারে ১৫৫ রানে গুটিয়ে যায় আনন্দময়ী। পাপুন বর্মন ৪৫ রান করেন। আকাশ সিদ্ধান্তের অবদান ৩৮। ম্যাচের সেরা সুকান্ত বিশ্বাস ১৩ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। ভালো বোলিং করেন হর্ষিত মহন্ত (২/২)। মঙ্গলবার খেলবে পতিরাম স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ও সিংহ ইন্ডিয়ানস ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।

অভিযানের জয়

রায়গঞ্জ, ৪ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রায়গঞ্জ আন্তঃক্লাব ক্রিকেটে সোমবার অভিযান ক্লাব ৩৫ রানে প্রতিবাদকে হারিয়েছে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে টসে জিতে অভিযান ৪০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৮০ রান করে। সৌরভ বিশ্বাস ৪৮ রান করেন। সুমন দাসের অবদান ৩৩। আসগর আলি ১৪ রানে ৩ উইকেট তুলে নেন। স্বরূপ চন্দ ২৩ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে ৩৮.১ ওভারে ১৪৫ রানে যায় প্রতিবাদ। অন্তু চাকলাদার ৩২ রান করেন। নিতাই দে করেছেন ২৩। ম্যাচের সেরা নারায়ণ রানা ১০ রানে ২ উইকেট লাভ করেন। ভালো বোলিং করেন অর্নব মণ্ডল (২৫/৩)। মঙ্গলবার খেলবে বিদ্রোহী ও ইটাহার স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস।

নর্থইস্টকে পঞ্চবাণ ইস্টবেঙ্গলের

সাতে উঠে এল কোয়াদ্রাত ব্রিগেড

ইস্টবেঙ্গল–৫ (বোরহা, ক্লেইটন–২ ও নন্দকুমার–২)
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি–০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ নভেম্বর : কলকাতায় এখন হালকা ঠান্ডা। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই অবশ্য অন্ধকার নেমে আসছে। ফলে রাত আটটা থেকে শুরু হওয়া ম্যাচে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তাই মেরেকেটে মাত্র হাজার পাঁচেক দর্শক। যাঁরা বাড়ি ফিরবেন কীভাবে সেটা ভেবে এলেন না, তাঁরা বহুদিন পর ইস্টবেঙ্গলকে ইস্টবেঙ্গলের মত খেলতে দেখা থেকে বঞ্চিত হলেন।

যেকোনও বিষয় নিয়েই কোয়াদ্রাতকে প্রশ্ন করলে বোঝা যায়, তিনি রীতিমত পড়াশোনা করেন। রবিবার বিকেলে সংবাদমাধ্যমকে বোঝাচ্ছিলেন, 'পরপর দুই ম্যাচ জিতলেই আমার দল আবার ছন্দে ফিরবে।' হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের পর থেকে জয়হীন হলেও এই নর্থইস্ট এবং পাঞ্জাব এফসি যে তাঁর দলকে পুরো পয়েন্ট দিতে পারে, এটা সম্ভবত নানা পারমুটেশন–কম্বিনেশন করে বুঝতে পারছিলেন কোয়াদ্রাত। দেখা গেল, ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এই কোচের আন্দাজ ম্যাচ কিছু সময় গড়াতেই মিলে গেল। মাত্র ২৩ মিনিটের মধ্যে ২–০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে তখনই ম্যাচটা নিজেদের পকেটে পুরে ফেলে ইস্টবেঙ্গল।

একের পর এক গোল। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছেন ক্লেইটন সিলভা, বোরহা হেরেরা, জাভিয়ের সিভেরিও। কলকাতায় সোমবার। ছবি : ডি মণ্ডল

আইএসএলে যোগ দেওয়ার পর থেকে দুই–একটা ম্যাচে চার–পাঁচ গোল করলেও ৫–০ ব্যবধানে কোনও দলকে হারানো এই প্রথমবার। আর এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইস্টবেঙ্গল উঠে এল সাত নম্বরে। কার্লোস কোয়াদ্রাতের দল দুর্দান্ত না হলেও যথেষ্ট আশ্বস্ত করার মত ফুটবল খেলল এদিন। এই ফর্ম ধরে রাখতে পারলে অবশ্যই সম্ভব প্রথম ছয়ে উঠে আসা। তবে একইসঙ্গে অত্যন্ত খারাপ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি–র পারফরমেন্স।

১৪ মিনিটে পিভি বিষ্ণুর ডানদিক থেকে তোলা বল ছোট্ট টোকায় ডান থেকে বাঁ–পায়ে নিয়ে দুর্দান্ত ভলিতে গোল বোরহা হেরেরার। পরেরটা ২৪ মিনিটে। বাঁদিক থেকে মন্দার রাও দেশাইয়ের তোলা ক্রসে ক্লেইটন সিলভার কপিবুক হেডে। কিছু পরেই নর্থইস্টের কাছে দুর্দান্ত সুযোগ ছিল ম্যাচে ফেরার। পরিবর্ত মহম্মদ রাকিপকে ডজ করে বেরিয়ে যান ইবসন পেরেরা। তাঁর কোনাকুনি শটে প্রভসুখান সিং গিল হাত লাগিয়ে দিলে বল দিক বদল করে। তবু নেস্টর আলবিয়াক পা লাগালেই গোল ছিল। কিন্তু তিনি সেটাই পারলেন না। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে নেস্টরের আচমকা নেওয়া গড়ানে শট দুর্দান্ত সেভ করেন প্রভসুখান। ৬২ মিনিটে নাওরেম মহেশ সিংয়ের ক্রস থেকে নন্দকুমার শেখর তিন নম্বর গোল করে আরও নিশ্চিত করে ফেলেন দলের জয়। ঠিক তার আগেই অবশ্য মাথায় চোট পেয়ে উঠে গেছেন বোরহা। বিষ্ণুর জায়গায় নামা নন্দ ৬৬ মিনিটে চতুর্থ গোল করালেন ক্লেইটনকে দিয়ে। ৮১ মিনিটে মহেশের ক্রস থেকে নন্দ দ্বিতীয় ও দলের পাঁচ নম্বর গোল করে সমর্থকদের সুযোগ করে দিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে দুয়ো দেওয়ার। কারণ এক সপ্তাহ আগে এই মাঠেই ৫ গোল খায় মোহনবাগান। বোরহা ছাড়াও এদিন হরমনজ্যোৎ সিং সিং খাবরার চোট চিন্তা বাড়াল ইস্টবেঙ্গলের। ২৬ মিনিটে উঠে যাওয়ার পর তাঁকে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি ক্রাচ নিয়ে ডাগআউটে ফিরে আসতে দেখা গেল। তেমনি আবার চার নম্বর গোলের পর মাথায় সেলাই করাতে অ্যাম্বুলেন্সে স্টেডিয়াম ছাড়লেন বোরহা। সংযুক্তি সময়ে ফাল্গুনী সিংকে বক্সের মধ্যে হিজাজি মাহের ফেলে দিলে পেনাল্টি পায় নর্থইস্ট। রেফারি আদিত্য পুরকায়স্থ পেনাল্টি দিলেও নেস্টর ক্রসপিসে মেরে নষ্ট করেন।

নর্থইস্ট এবার গত দুই বারের থেকে অনেক ভালো। তবু আইএসএলের গত ২০ টি অ্যাওয়ে ম্যাচ না জেতার রেকর্ড বদলাতে পারল না। একইসঙ্গে তাদের ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে হারের বদলাও নেওয়া হল না। বরং কোয়াদ্রাতের ছেলেরা প্রমাণ করে দিলেন, সেই ম্যাচে যোগ্য দল হিসাবেই জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল।

মোহনবাগান : প্রভসুখান, খাবরা (রাকিপ), চুঙ্গনুঙ্গা, হিজাজি, মন্দার, মহেশ (মোবাসির), সৌভিক, ক্রেসপো, বোরহা (পারদো), বিষ্ণু (নন্দকুমার) ও ক্লেইটন (সিভেরিও)।

অলিম্পিকের লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু দীপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর : রিও অলিম্পিকে অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ পদক হাতছাড়া হয়েছিল। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। এবার প্যারিস অলিম্পিককে পাখির চোখ করেছেন জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। রবিবার টেকনো ইন্ডিয়ার উদ্যোগে ইন্টার স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার ও জয়দীপ কর্মকার। সেখানেই দীপা বলেছেন, 'প্যারিস অলিম্পিককে মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিচ্ছি। ভল্টেরও কিছু পরিবর্তনও করেছি। হাতে সময়ও খুব কম।' সাম্প্রতিক সময়ে একাধিকবার চোট–আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন। অস্ত্রোপচারও হয়েছে তাঁর। সেই প্রসঙ্গে দীপার বক্তব্য, 'চোট–আঘাত খেলার অঙ্গ। আমি যে ধরনের ভল্ট করেছি তাতে যে কোনও সময় চোটের মুখোমুখি হতে হবে এটা জানতাম। আমার ডান পায়েই দুইবার অস্ত্রোপচার হয়েছে। তবে আমি চেষ্টা করছি নিজের ১০০ শতাংশ দেওয়ার।' পাশাপাশি তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি অস্ত্রোপচার হওয়ার কয়েকদিন পর থেকেই জিমে যাওয়া শুরু করেছিলাম। জিমে থাকলে আলাদা করে অনুপ্রেরণা পেতাম। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে সুস্থ করে আবারও জিমনাস্টিকের মঞ্চে ফিরে এসেছি।'

দীপা এই মুহূর্তে আগরতলাতেই নিজের কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দীর কাছে অনুশীলন করছেন। নিজের অনুশীলন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আগরতলায় অত্যাধুনিক পরিকাঠামো রয়েছে। ওখানেই আমি অনুশীলন করছি।' সম্প্রতি হাঙ্গেরিতে জিমন্যাস্টিক বিশ্বকাপ থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। তবে দীপা যে ভল্টের জন্য পরিচিত সেই প্রদুনোভা ভল্ট আর দিচ্ছেন না। সেই প্রসঙ্গে দীপা বলেছেন, 'আমি প্রদুনোভা ভল্ট আর দিচ্ছি না। এখন টুইস্টের দিকেই বাড়তি নজর দিয়েছি।' এশিয়ান গেমস বিতর্ক প্রসঙ্গে দীপা জানিয়েছেন, এশিয়ান গেমসের যোগ্যতা অর্জনের মানদণ্ড সম্পর্কে জানা ছিল না। তবে অবসর নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। বলেছেন, 'আমি অবসর নিয়েছি এই কথা কোথাও বলিনি। তবে দেশকে আরও একটা পদক এনে দিয়ে অবসর নিতে চাই।' খেলো ইন্ডিয়া গেমসের প্রশংসা করে দীপা বলেছেন, 'খেলো ইন্ডিয়া গেমস থেকে বহু প্রতিভাসম্পন্ন খেলোয়াড় উঠে আসছে। এটা অত্যন্ত ভালো দিক।' পাশাপাশি তিনি বলেন, 'সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোলে আগামীদিনে তৃণমূল স্তর থেকে অনেক জিমন্যাস্ট উঠে আসবে।' এদিকে, টেকনো ইন্ডিয়ার ইন্টার স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা টেকনো অলিম্পিকা নাইটসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শ্রী অরবিন্দ ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন।

ফাইনালে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : আন্তঃজেলা পুরুষদের টি২০ ক্রিকেটে ১০ বছর বাদে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি বিকাশ। সোমবার সেমিফাইনালে তারা ১৪ রানে নদিয়া সুপার ড্যাজলারকে হারিয়েছে। ইডেন গার্ডেন্সে ৯ ডিসেম্বর নৈশালোকে খেতাবি লড়াইয়ে শিলিগুড়ির প্রতিপক্ষ উত্তর ২৪ পরগণা। চুঁচুড়ায় টসে হেরে শিলিগুড়ি ৯ উইকেটে ১৭৯ রান তোলে। আদিত্য শর্মা ৩৫ ও দেবজ্যোতি ঘোষ ৩২ রান করেন। ম্যাচের সেরা মিথিলেশ দাসের অবদান ২৬। সায়ন ঘোষ ৩৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ধীমান মণ্ডল (১৫/২)। জবাবে নদিয়া ৯ উইকেটে ১৬৫ রানে আটকে যায়। রাজকুমার পাল ৪১ ও অমিত সিং ৪০ রান করেন। সোনুকুমার সিং ৩৩ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

এনজিএইচএইচের ফুটবল শুরু

সামসী, ৪ ডিসেম্বর : এনজিএইচএইচ ইউনাইটেড ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবল সোমবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে কাপাসিয়া আদিবাসী হাঙ্গামা একাদশ ১–০ গোলে রতুয়া একাদশকে হারিয়েছে। গৌড়িয়া–হাজাতপুর ফুটবল মাঠে গোল করেন কিসুন মুর্মু। মঙ্গলবার খেলবে কান্দল আদিবাসী আদর্শ ক্লাব ও ইটাহার সিধু কানু সংঘ।

অলিম্পিকের আশা ছেড়ে স্বপ্না ছুটি কাটাচ্ছেন বাড়িতে

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : মায়াবী এই পৃথিবী, মিথ্যে বললে সবাই তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করে নেয়। আর সত্য বললে বলে প্রমাণ দাও।

একদিন আগেই সামাজিক মাধ্যমে নিজের ছবি পোস্ট করে স্বপ্না বর্মন লিখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে মাসদুয়েক আগের শেষ হওয়া এশিয়ান গেমস নিয়ে হতাশার কথাটা দিব্যি বোঝা যায়। জলপাইগুড়ির হেপ্টাথলিট নিজের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করেছিলেন কেরিয়ারের শেষ এশিয়ান গেমসটা স্মরণীয় করে রাখার। কিন্তু শেষবেলায় স্বদেশীয় নন্দিনী আগাসারার অভাবনীয় প্রত্যাবর্তনে পদকজয়ের বন্ধনীতে নিজের নাম আর তোলা হয়নি তাঁর। স্বপ্না এরপরই নন্দিনীর লিঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সর্বভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার শোকজের মুখেও পড়েছিলেন। এদিন সেই প্রসঙ্গ উঠলে বিতর্ক থেকে দূরত্ব তৈরির চেষ্টা করেও স্বপ্না বলে ফেলেছেন, 'কিছুদিন আগেই পড়লাম আইসিসি রূপান্তরিতদের মহিলাদের ক্রিকেটে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এটা কিন্তু সবারই অনুসরণ করা উচিত।'

স্বপ্না অবশ্য অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাক থেকে অনেকটাই দূরে। জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরের বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। গত

অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক ছেড়ে ঘরোয়া পোশাকে স্বপ্না বর্মন।

নভেম্বরে তাঁর বিয়ের কথা থাকলেও সেটা আর হচ্ছে না বলে জানালেন নিজেই। একইসঙ্গে তিনি এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি ভবিষ্যতে আর ট্র্যাকে ফিরবেন কি না। পাহাড়পুরের বাড়িতে দোতলার ছাদ তৈরির কাজে তদারকির ফাঁকে স্বপ্নার মন্তব্য, 'আগে অলিম্পিকের যোগ্যতা মান ৫৮০০ পয়েন্ট ছিল। হঠাৎ করেই সেটা বাড়িয়ে ৬৪০০ করে দেওয়া হয়েছে। স্ট্রেস ফ্র্যাকচার ও ধারাবাহিক চোটআঘাতের ধাক্কা সামলে এই পয়েন্ট পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আগামী বছরটা হয়তো আমাকে ট্র্যাক থেকে বিরতি নিতে হবে। তাই পছন্দমতো খাওয়ার খাচ্ছি। কোনও ডায়েট সিডিউল রাখিনি নিজের জন্য।'

এশিয়াডের পর কলকাতায় কাটিয়ে জলপাইগুড়িতে ফিরেছেন স্বপ্না। রেলওয়ের ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টরের চাকরি থেকেও আপাতত ছুটি নিয়েছেন। অ্যাথলেটিক্সে গত বছরের ভালো পারফরমেন্সের সুবাদে এই ছুটি তাঁর প্রাপ্য বলে জানালেন। এরই মাঝে শোনা যাচ্ছে, একটি রাজনৈতিক দলের তরফে স্বপ্নাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য। যা শুনে স্বপ্নার রসিক মন্তব্য, 'আমার সঙ্গে রাজনীতির দূরত্ব চাঁদের থেকেও বেশি। হ্যাঁ, বাড়িতে এখন সংবাদ চ্যানেলেই চোখ রাখছি। আসলে সিনেমা–সিরিয়াল আমার মন টানে না। আর চেষ্টা করছি, ভাইপো–ভাইঝিদের স্কুলের পড়া তৈরিতে সাহায্য করার। ভবিষ্যতে ট্র্যাকে ফিরি বা না ফিরি অ্যাথলেটিক্সের সঙ্গে জড়িয়ে থাকব।'

সিটির ড্রয়ে রেফারিকে ব্যঙ্গ গুয়ার্দিওলার

ম্যাঞ্চেস্টার, ৪ ডিসেম্বর : রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তে তোলপাড় প্রিমিয়ার লিগ। রবিবার এতিহাদ স্টেডিয়ামে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিরুদ্ধে ৩–৩ গোলে ড্র করে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। যদিও ম্যাচের শেষলগ্নে রেফারি সাইমন হুপারের সিদ্ধান্তে চরমভাবে অসন্তুষ্ট হয় সিটির খেলোয়াড়রা। স্টপেজ টাইমের পঞ্চম মিনিটে টটেনহ্যামের ফুলব্যাক এমারসন রয়ালের ট্যাকলে মাটিতে পড়ে যান আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। যদিও তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ে বল এগিয়ে দেন জ্যাক গ্রিয়েলিশকে। সামনে কোনও ডিফেন্ডার না থাকায় শেষবেলায় ম্যাচ জয়ের সহজ সুযোগ পেয়ে যান গ্রিয়েলিশ। এহেন মুহূর্তে রেফারি হাল্যান্ডকে করা ট্যাকলের জন্যে বাঁশি বাজিয়ে খেলা থামিয়ে দেন। ফ্রি কিক পেলেও এমন সহজ সুযোগ হারিয়ে রেফারির ওপর ক্ষোভে ফেটে পড়েন হাল্যান্ড, রুবেন দিয়াজ ও মাতেও কোভাচিচরা। মাঠের বাইরে থেকে নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায় কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাকেও। ম্যাচ শেষে সামাজিক মাধ্যমে রেফারির বিরুদ্ধে কটাক্ষজনক মন্তব্য করেন হাল্যান্ড। এরজন্য তাঁর ওপর শাস্তির খাঁড়া ঝুলছে বলে মনে করছেন অনেকেই। অন্যদিকে, কোচ পেপও পিছিয়ে নেই। সাংবাদিকরা পেপকে সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে প্রশ্ন করেন। তখন চতুর্থ রেফারি অ্যান্থনি টেলরকে 'কমান্ডার' বলে ব্যঙ্গ করে তাঁর বক্তব্য, 'কমান্ডার মাস্টার অ্যান্থনি টেলর সব বিষয়ে জানেন ও উনি এই নিয়ে আমায় কিছু জানাননি।' গত মাসে আর্তেতা প্রিমিয়ার লিগে রেফারির সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করে বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন। তবে আর্তেতার একসময়ের গুরু যে সেই পথে হাঁটবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

রেফারি সাইমন হুপারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে উত্তেজিত আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। জ্যাক গ্রিয়েলিশকে অ্যাডভান্টেজ প্লে না দেওয়াতেই রাগ তাঁর।

ফেলিক্সের গোলে জয় বার্সেলোনার

বার্সেলোনা, ৪ ডিসেম্বর : জয়ের সরণিতে ফিরল বার্সেলোনা। লা লিগায় রায়ো ভায়েকানোর কাছে আটকে যাওয়ার পর সোমবার অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ১–০ গোলে জিতল জাভি হার্নান্ডেজের দল। নেপথ্যে প্রাক্তন অ্যাটলেটিকো ফুটবলার জোয়াও ফেলিক্স।

দিয়েগো সিমিওনের দল থেকে লোনে সেপ্টেম্বর মাসে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছেন এই পর্তুগিজ স্ট্রাইকার। ২৮ মিনিটে বিপক্ষ গোলরক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে চিপ করে ম্যাচের ভাগ্য ঠিক করে দেন ফেলিক্স। ম্যাচের পর কোচ জাভি বলেছেন, 'আজ আমরা সব বিভাগেই দারুণ খেলেছি। গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে ম্যাচের ফয়সালা আগেই হয়ে যেত।' অ্যাটলেটিকোকে সরিয়ে ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে উঠে এল বার্সা। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। গোলপার্থক্যের নিরিখে দুইয়ে জিরোনা।

বিদায় জলপাইগুড়ির

জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর : আন্তঃবিদ্যালয় কাবাডিতে ফাইনালে উঠতে পারল না জলপাইগুড়ি। সোমবার দক্ষিণ ২৪ পরগণার রামগড় সেন্ট পলস হাইস্কুলের মাঠে সেমিফাইনালে তারা ৩২–১৯ পয়েন্টে হুগলী জেলার বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি - এর একজন বাসিন্দা এস কে লাল্টু - কে 01.10.2023 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95H 83529 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "অল্প পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য ডিয়ার লটারির কোনও বিকল্প নেই। ডিয়ার লটারি আমাদের এলাকায় এবং আশেপাশের এলাকায় খুবই আলোচিত এবং প্রচলিত কারণ অনেক সাধারণ মানুষ এর মাধ্যমে কোটিপতি হয়ে উঠেছে। আমিও ডিয়ার লটারি থেকে একজন কোটিপতি হয়েছি। আমাকে এই সুবর্ণ সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।"

₹২.৫০ কোটির সদ্য বিজেতা
ডিয়ার ৫০০ মান্থলি লটারি তে

প্রিয়াঙ্কা বৈদ্য
হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ
ড্র এর তারিখ: ৩০.০৯.২০২৩
টিকিট নং : ৯৮৫৯৮৭

এখন বিক্রি চলছে!
NAGALAND STATE LOTTERIES
ডিয়ার ৫০০ স্যাটারডে উইকলি লটারি
ড্র এর তারিখ ০৯.১২.২০২৩ রাত্রি ৮ টা থেকে
গ্যারান্টিড
বিজয়ীর জন্য প্রথম পুরস্কারের পরিমাণ
₹২.৫০ কোটি
প্রথম পুরস্কার ড্র হবে শুধুমাত্র বিক্রি হওয়া টিকিটের মধ্যে
MRP ₹500
"আরও অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার"
বিশদে জানতে ফোন করুন
টোলফ্রি: 1800 103 6711 (WB)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি– ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী– ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০১, ফোন : ০৩৩–২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি– ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার– ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার–৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা– ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২–২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in